রংদার রোববার

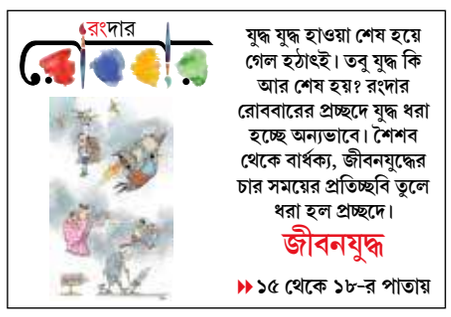

যুদ্ধ যুদ্ধ হাওয়া শেষ হয়ে গেল হঠাৎই। তবু যুদ্ধ কি আর শেষ হয়? রংদার রোববারের প্রচ্ছদে যুদ্ধ ধরা হচ্ছে অন্যভাবে। শৈশব থেকে বার্ধক্য, জীবনযুদ্ধের চার সময়ের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হল প্রচ্ছদে।

জীবনযুদ্ধ

১৫ থেকে ১৮-র পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

দাদ হাজা চুলকানি
মাত্র তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান
মনমোহন জাদু মলম
Manmohan JADU MALAM
MK Since 90 Years
Ph : 9830303398

পাঁচ পাক জঙ্গিকে মেরেছে ভারত
ভারতীয় সেনা 'অপারেশন সিঁদুর' চালিয়ে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জইশ-ই-মহম্মদ ও লস্কর-ই-তৈবার সঙ্গে যুক্ত প্রথম সারির পাঁচ জঙ্গিকে খতম করেছে। ১০

পাক-অভিযোগ খারিজ ভারতের
পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তরফে দাবি করা হয়, ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে আফগান ভূখণ্ডে। সেই অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শহর	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩৭°	২৩°
জলপাইগুড়ি	৩৭°	২৪°
কোচবিহার	৩৭°	২৪°
আলিপুরদুয়ার	৩৬°	২৩°

পাক হামলায় হত 'রাজৌরির মুখ'
রাজৌরিতে পাকিস্তানের গোলাবর্ষণে মৃত্যু হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের অতিরিক্ত জেলা উন্নয়ন কমিশনার রাজকুমার থাপার। ১০

২৭ বৈশাখ ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 11 May 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 350

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় দীর্ঘ রাত ধরে আলোচনার পর, আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, ভারত ও পাকিস্তান একটি পূর্ণাঙ্গ এবং তাৎক্ষণিক সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত হয়েছে।
-ডোনাল্ড ট্রাম্প, *মার্কিন প্রেসিডেন্ট*

পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণার পরও চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। আমরা ভারতীয় সেনাকে বলেছি, সীমান্ত পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখতে হবে। প্রয়োজনে পদক্ষেপও করতে হবে।
-বিক্রম মিস্রি, *বিদেশসচিব*

বিরতির বাঁশি, হানাও

ঘোষণায় খুশি নয় কেউ কেউ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১০ মে : চারদিনের মাথায় ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতি হয়েছে। আমেরিকার মধ্যস্থতায় এই সংঘর্ষ বিরতিতে কোচবিহার জেলাজুড়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠেছে। কয়েকদিন ধরেই তুমুল চর্চায় ছিল ভারত-পাক সংঘর্ষ। এদিন সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণা হতেই সেই চর্চা যেন তুঙ্গে উঠেছে। কেউ বলছেন, পাকিস্তানকে এখনও জবাব দেওয়া বাকি ছিল। তাদের আরও সাজা প্রাপ্য ছিল। তার আগেই সংঘর্ষ বিরতি হয়ে গেল! আবার কেউ বলছেন, ইতিমধ্যেই পাকিস্তান যোগ্য জবাব পেয়েছে। এখন যুদ্ধবিরতির ফলে শান্তি ফিরবে। দুই দেশের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে উত্তরের পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল। সংঘর্ষ থেমে যাওয়ায় এবার সেই কুপ্রভাব কেটে যাবে বলেই আশা করছেন অনেকে। এই সময় বাজারে জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকায় যাঁরা দুশ্চিন্তায় ছিলেন শনিবার বিকেল থেকে পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়ায় তাঁরা স্বস্তি পেয়েছেন।

পাকিস্তান সীমান্ত থেকে কোচবিহারের দূরত্ব অনেক বেশি হলেও দুই দেশের সংঘর্ষের নানা প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল এখানেও। যুদ্ধের নানা কুপ্রভাবের আশঙ্কা জন্মাচ্ছিল মানুষের মনে। কোচবিহার শহরের বাসিন্দা রানা বর্মনের বক্তব্য, 'একটানা যুদ্ধ চলতে থাকলে সেটা সকলের পক্ষেই খারাপ হত। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি হতে থাকলে তার খেসারত দিতে হত সাধারণ মানুষকেই। তাই আমি সংঘর্ষ বিরতিকে সমর্থন করছি।' রানার কথা আবার মেনে নিতে পারছেন না পেশায় শিক্ষক ফণীভূষণ সাহা। তাঁর যুক্তি, 'বারবার পাকিস্তান সন্ত্রাস চালিয়ে ভারতে হানা দেবে। আর আমরা কড়া জবাব দেব না তা হয় না। সংঘর্ষ বিরতি আমি মেনে নিতে পারছি না। পাকিস্তানকে কড়া জবাব দিয়ে পাক অধিকৃত কাশ্মীর উদ্ধারের একটি বড় সুযোগ ছিল। কিন্তু সেটা হল না। তাই খারাপই লাগছে।'

পাকিস্তান যে ফের হামলা চালাবে না তার গ্যারান্টি কী? এই প্রশ্নও উঠে আসছে আবার। কোচবিহারের বাসিন্দা প্রভাকর বর্মন বলছিলেন, 'সংঘর্ষ বিরতির সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। আমি গান্ধিজির আদর্শে বিশ্বাসী, শান্তিকে আমি গভীরভাবে মূল্য দিই। কিন্তু তা আমার দেশের মানুষের প্রাণের বিনিময়ে নয়।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

বোঝাপড়ার পর ফের সীমান্তে পাক গুলি

নয়াদিল্লি, ১০ মে : অনাক্রমণের বোঝাপড়ার পর ফের গুলির লড়াই। অথচ স্থল, জল বা আকাশপথে পরস্পরকে আর আক্রমণ করবে না বলে মেনে নিয়েছিল ভারত ও পাকিস্তান। সন্ধ্যায় ওই ঘোষণার কিছুক্ষণের মধ্যে পাকিস্তান ফের গুলি চালায় জম্মু ও কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর। শ্রীনগরেও গোলাগুলির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে বলে এক্স হ্যান্ডেলে জানান জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা।

অথচ শনিবার সন্ধ্যায় আচমকা ছড়িয়ে পড়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বার্তা, যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে ভারত ও পাকিস্তান। যদিও সকাল ১০টার পর সন্ধ্যা ৬টায় ফের বিদেশমন্ত্রক ও সেনার সাংবাদিক খবরের বৈঠকে কী হয়, কী হয় ভাব ছড়িয়ে গিয়েছিল দেশজুড়ে। বিশেষ করে 'আর একটি সন্ত্রাসবাদী হামলা হলে তাকে যুদ্ধ ঘোষণা ধরে নিয়ে' ভারতের পক্ষ থেকে দুপুরে প্রত্যাঘাতের হুমকি উত্তেজনার পারদ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।

টানা ৭২ ঘণ্টা ধরে হামলা, পালটা হামলার পর সংঘর্ষ বিরতি অপ্রত্যাশিতই ছিল। সাংবাদিক বৈঠকে এসে ১ মিনিটের মধ্যে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রির ওই ঘোষণা সমস্ত জল্পনায় জল ঢেলে দিল। বিদেশসচিবের শরীরী ভাষায় উত্তেজনার লেশমাত্র ছিল না। পরে অবশ্য রাতে পাকিস্তান জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুর, রাজৌরি ও আরএস পুরায় নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর বিনা প্ররোচনায় গোলাবর্ষণ করায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায়। ভারত অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে পালটা জবাব দিয়েছে।

নয়াদিল্লির দাবি, পাকিস্তানই প্রথমে সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব দিয়েছিল। ভারতের চাপের কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছে ইসলামাবাদ। ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি ঘোষণার আগে কেন্দ্রের তরফে যে কোনও ধরনের সন্ত্রাসবাদী হামলাকে যুদ্ধ হিসেবে বিবেচনায় চাপে পড়ে গিয়েছিল শাহবাজ শরিফের সরকার। এরপর সংঘর্ষ বিরতি চেয়ে ভারতের সঙ্গে কথা বলে পাকিস্তান। ভারতের শর্তেই সংঘর্ষ বিরতি করতে হবে বলে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালকে জানিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

তাই সংঘর্ষ বিরতির সিদ্ধান্তকে ভারতের নৈতিক জয় হিসেবে দেখছে নয়াদিল্লি। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফও সংঘর্ষ বিরতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর বলেন, গুলিগোলা চালানো এবং সামরিক পদক্ষেপ বন্ধে ভারত ও পাকিস্তান বোঝাপড়ায় এসেছে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

সব চাষের সঠিক সুরক্ষা
ORMACOMIN
সব চাষের সঠিক ফলন মানেই আধুনিক জৈব প্রযুক্তির জৈব সার
অরম্যাকোমিন
Trasco
Super Agro India Pvt. Ltd

পাক গোলায় নিহত জাকির হুসেনের পরিবারে কান্নার রোল। শনিবার।

কীভাবে ঘোষণা

- ভারত ও পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে বলে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প
- তারপর সন্ধ্যা ৬টায় সাংবাদিক সম্মেলনে সংঘর্ষ বিরতির ঘোষণা ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রির
- ভারতের দাবি, পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস ফোন করে সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব দেন
- পাক ডিজিএমও-র ফোনের পরই বিকেল ৫টা থেকে দুই পক্ষ জল, স্থল ও আকাশপথে সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাবে রাজি হয়
- দুই পক্ষের মধ্যে ১২ মে ফের আলোচনা হবে বলে জানান বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি
- দু'পক্ষই সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে বলে স্বীকার করে নেন পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার

দিনভর যা ঘটল

- শ্রীনগর থেকে নালিয়া পর্যন্ত ২৬টিরও বেশি স্থানে ড্রোন হামলা পাকিস্তানের
- উধমপুর, পাঠানকোট, আদমপুর ও বিজয়নগর বিমানঘাঁটির সামান্য ক্ষয়ক্ষতি
- শ্রীনগর, অবন্তিপুরা এবং উধমপুর বিমানঘাঁটির চিকিৎসাকেন্দ্র ও স্কুল লক্ষ্য করে হামলা
- এই হামলার জবাবে পাকিস্তানের রাফিকি, মুরিদ, চাকলালা, রহিম ইয়ার খান, সুক্কুর এবং চুনিয়ার সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হানা ভারতের
- পাশুর ও শিয়ালকোটের বিমানঘাঁটিতে হামলা
- শনিবার দুপুরে ভারতীয় সেনা ও সরকারের পক্ষে প্রেস বিবৃতি দেন কর্নেল কুরেশি
- সন্ধ্যায় ফের সাংবাদিক সম্মেলনে ভারত দাবি করে, বেশ কয়েকটি পাক বিমানঘাঁটির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে
- পাকিস্তানের কোনও ধর্মীয় স্থানে আঘাত করেনি ভারত

সংঘর্ষ বিরতির নেপথ্যে

- দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে ৪৮ ঘণ্টা ধরে আলোচনা চালান মার্কিন বিদেশসচিব রুবিয়ো ও মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্স
- রুবিয়ো ও ভান্স প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে কথা বলেন
- বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনির ও আইএসআই প্রধান আসিম মালিকের সঙ্গেও কথা বলেন রুবিয়ো ও ভান্স

বিশেষ অধিবেশন দাবি বিরোধীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১০ মে : শনিবার দুপুর পর্যন্ত রাজধানীর আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছিল যুদ্ধের গন্ধ। চারপাশে চাপা উত্তেজনা, অনিশ্চয়তা এবং প্রস্তুতির টানটান আবহ। দেশজুড়ে দানা বাঁধছিল উদ্বেগ। কিন্তু বিকেলের দিকে ছবিটা ধীরে ধীরে পাল্টাতে শুরু করে। যুদ্ধের দামামা বন্ধ হয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে যুদ্ধবিরতি। প্রথমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আর তারপর ভারতের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে শনিবার বিকাল ৫টা থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষ বিরতি জারি হওয়ার পর নাগরিক থেকে রাজনৈতিক মহল—সবারই এক প্রশ্ন, আলোচনার মাধ্যমেই যদি সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল, তাহলে এতগুলো প্রাণ কেন ঝরল? এতদিন কেনই বা অপেক্ষা করা হল? আচমকা কোন পরিস্থিতিতে এই সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণা করা হল তা নিয়ে অবিলম্বে সংসদের বিশেষ অধিবেশনের দাবি তুলেছে বিরোধী দলগুলি। জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা বলেন, 'আমি এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। যদি এই আলোচনা আগেই শুরু হতো, তাহলে অনেক প্রাণ বাঁচানো যেত।' তাঁর মতে, এখন সরকারের উচিত ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো। তিনি আরও বলেন, 'আশা করি জম্মু বিমানবন্দর খুব দ্রুত চালু হবে, যাতে হজযাত্রীরা নির্বিঘ্নে যাত্রা করতে পারেন।'

পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতিও ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতিকে জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষের জন্য ভালো খবর বলে আখ্যা দিয়েছেন। সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব বলেছেন, 'শান্তি এবং সার্বভৌমত্ব সর্বোপরি।' তবে সংঘর্ষ বিরতির সিদ্ধান্তকে স্বাগতও জানালেও সংসদের বিশেষ অধিবেশনের দাবিও তুলেছেন বিরোধী নেতানেত্রীরা।

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ একটি এক্স বার্তায় বলেন, 'ওয়াশিংটন ডিসি থেকে আসা অভূতপূর্ব ঘোষণার জেরে এখন অত্যন্ত জরুরি হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে অবিলম্বে একটি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা এবং সমস্ত বিরোধী দলকে সঙ্গে নেওয়া। সেইসঙ্গে ২২ এপ্রিল পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর থেকে একের পর এক ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনার জন্য সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকতে হবে কেন্দ্রকে।' কংগ্রেস নেতা পবন খেরা বলেছেন, 'খুবই সদর্থক সিদ্ধান্ত। এখন সরকারের উচিত অবিলম্বে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা এবং সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডেকে গোটা দেশকে জানানো—কী ঘটেছে, কী ক্ষতি হয়েছে।' কংগ্রেসের সুরে সুর মিলিয়েছেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবও। তিনি এক্স বার্তায় বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি উনি যেন সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকেন এবং পহলগাম হামলা থেকে সংঘর্ষ বিরতি পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেন।'

সংঘর্ষ বিরতির ঘোষণার ঠিক পরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান, তিন বাহিনীর প্রধান এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। বৈঠকে বিদেশ সচিব বিনয় মিস্রিও অংশ নেন। এআইমিম সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি বলেন, পহলগামের ঘটনায় দোষীদের শাস্তি দিতে হবে। পাশাপাশি কাশ্মীরের বিষয়টির যেন আন্তর্জাতিকরণ না হয় সেই আশাপ্রকাশও করেছেন তিনি।

Cradle fertility center
TEST TUBE BABY CENTRE
IUI • IVF • ICSI • IMSI
সন্তান ধারণে সমস্যা? কোলকাতার পর আমরা এখন শিলিগুড়িতে
Jeevandeep Building, Salugara, Siliguri
9147071888 / 0353 4055797

সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গেও নেই
আমরা "একলা চলোয়" বিশ্বাসী

আন্তর্জাতিক চাপে ভারত রাজি মন্তব্য ইশকের

ইসলামাবাদ, ১০ মে : পহলগাম পরবর্তী সংঘাতে আপাতত ইতি। তবে গত কয়েকদিনের লড়াইয়ে কার পাল্লা ভারী ছিল, তা নিয়ে চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ চলছে দু-তরফে। শনিবার সংঘর্ষবিরতি ঘোষণার পর দৃশ্যতই স্বস্তিতে পাকিস্তান সরকার। প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের ডেপুটি ইশক দারের দাবি, আন্তর্জাতিক চাপেই নাকি সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে ভারত। এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী দার বলেন, 'সংঘর্ষ থামাতে প্রায় ৩৬টি দেশ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল।' এ প্রসঙ্গে আমেরিকা, সৌদি আরবের সঙ্গে তুরস্কের নাম উল্লেখ করেন তিনি।

পহলগামে লস্কর-ই-তইবা জঙ্গিদের হামলার পরেই পাকিস্তানকে অস্ত্র জোগানোর অভিযোগ উঠেছিল তুরস্কের বিরুদ্ধে। গত সপ্তাহে তুরস্কের একটি জাহাজ করাচি বন্দরে নোঙর করে। সেই জাহাজে পাক সেনার জন্য অস্ত্র এসেছিল বলে বিভিন্ন সূত্রে দাবি করা হয়েছে। এরপর চলতি সপ্তাহে তুরস্কের একটি মালবাহী বিমান পাকিস্তানে অবতরণ করে। গত কয়েকদিনে ভারতের বিরুদ্ধে ৪০০-র বেশি ড্রোন হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। ওইসব ড্রোন তুরস্কের বলে জানিয়েছে ভারতীয় সেনা। এই পরিস্থিতিতে ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষ বিরতির জন্য পাক মন্ত্রীর তুরস্ককে কৃতিত্ব দেওয়া তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

দারের দাবি, শনিবার যে সংঘর্ষবিরতি হয়েছে তা সাময়িক অস্ত্র বিরতি নয়। পাকিস্তান ও ভারত পুরোপুরিভাবে সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে। এদিন সন্ধ্যা থেকেই নিজেদের আকাশসীমা ফের অসামরিক বিমান চলাচলের জন্য খুলে দিয়েছে পাকিস্তান। এদিকে সংঘর্ষ বিরতির পরেও জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুর, রাজৌরি ও আরএসপুরায় মর্টার হামলা চালিয়েছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। শ্রীনগরের আশপাশে একাধিক বড় বিস্ফোরণের শব্দ শোনার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। সন্ধ্যার পর থেকে শহরে ব্ল্যাকআউট ঘোষণা করা হয়েছে।

শনিবার থেকে যাবতীয় জঙ্গি হামলাকে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর বলে গণ্য করার কথা জানিয়েছে ভারত। এই পরিস্থিতিতে ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতি কতদিন স্থায়ী হয় সেই হিসাব কষছে কূটনৈতিক মহল।

সিঁদুরের পালটা

- পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার বদলা নিতে ভারতের অভিযানের নাম 'অপারেশন সিঁদুর'
- শুক্রবার রাত থেকে পাকিস্তানের 'অপারেশন বুনিয়ান উল মারসুস' শুরু
- বুনিয়ান উল মারসুস-এর বাংলা তর্জমা হল 'সিসার শক্তপোক্ত দেওয়াল'। কোরানের একটি আয়াত থেকে নামটি নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পাকিস্তান

আর একটি হামলা হলেই যুদ্ধ বলে বিবেচনা

নয়াদিল্লি, ১০ মে : শুক্রবার রাতের পর থেকে ভারত-পাকিস্তানের হামলা-পালটা হামলা যুদ্ধ পরিস্থিতিকে চরমে তুলেছিল। পরিস্থিতি এমন হয় যে, শনিবার দুপুরে প্রতিরক্ষাবাহিনীর ৩ শাখার প্রধানদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বৈঠকের পর কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়, এরপর আর যে কোনও সন্ত্রাসবাদী হামলাকে যুদ্ধ ঘোষণা বলে বিবেচনা করা হবে। সেই অনুযায়ী উপযুক্ত প্রত্যাঘাতের বার্তা দেওয়া হয়।

পুঞ্চ, রাজৌরি সেক্টরে শুক্রবার রাতে চারটি ভারতীয় পোস্ট ও বসতি লক্ষ্য করে কামান ও মর্টার থেকে গোলাবর্ষণ করে পাক সেনা। একের পর এক বিস্ফোরকবোঝাই ড্রোন ভারতের দিকে উড়ে আসে। যদিও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থায় অধিকাংশ ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করে ভারতীয় সেনা। তবে পাক গোলার আঘাতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বেশ কিছু ঘরবাড়ি। অন্তত ৩ জন গ্রামবাসী আহত হয়েছেন। পঞ্জাব ও রাজস্থান সীমান্তে বেশ কয়েকটি ড্রোনকে গুলি করে নামিয়েছে সেনাবাহিনী।

জম্মু ও শ্রীনগর শহরেও আঘাত হানে পাক ক্ষেপণাস্ত্র। সেখানেও বহু

৮ বিমানঘাটি ধ্বংসের পর কড়া বার্তা ভারতের

ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডাল লেকে আছড়ে পড়ে গোলা। পালটা আঘাত হানে ভারতীয় সেনা ও বায়ুসেনা। ভূমি থেকে ভূমি ও আকাশ থেকে ভূমি ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে পাকিস্তানের বিমানঘাঁটিগুলিকে নিশানা করা হয়। বেলা বাড়তেই ভারতের হামলায় বিমানবন্দরগুলির ক্ষতি স্বীকার করে নেয় পাকিস্তান।

সেদেশের সেনাবাহিনীর বিবৃতিতে জানানো হয়, ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় পাকিস্তানের ৮টি বিমানবন্দর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেগুলি হল ইসলামাবাদ সংলগ্ন নুর খান এবং চকলালা, চকওয়াল জেলার মুরিদ, সোরকোটের রফিকি, পাক পাঞ্জাবের দক্ষিণে অবস্থিত রহিম ইয়ার খান, সুক্কুর, চুনিয়ান ও পাসরুর এয়ারবেস।

হরিয়ানার সিরসায় ছুটে আসা পাক যুদ্ধাস্ত্রের অংশ। শনিবার।

গত ৪ দশক ধরে কাশ্মীরি জঙ্গিদের স্থানীয় স্তরেই মোকাবিলার নীতি নিয়ে চলেছে ভারত। এবার পাকিস্তান সমর্থিত জঙ্গিদের যে কোনও হামলাকে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল বলে গণ্য করে সরাসরি ইসলামাবাদের উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল নয়াদিল্লি। এতদিন ইজরায়েল, আমেরিকার মতো হাতেগোনা দেশ সন্ত্রাসবাদকে যুদ্ধ ঘোষণার সমগোত্র বলে গণ্য করত। এবার সেই তালিকায় শামিল হল ভারত।

ইরান, হিজবুল্লা, হুথিদের প্রতিরোধ ভেঙে ইজরায়েল যেভাবে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি সংগঠন হামাসকে কোণঠাসা করেছে, অদূরভবিষ্যতে কাশ্মীরে সক্রিয় জঙ্গিদের নিশ্চিহ্ন করতে সেই একই কৌশল গ্রহণের ইঙ্গিত আছে কেন্দ্রের এই নয়া ঘোষণায়। সংঘর্ষ বিরতি হলেও পাকিস্তান সীমান্তে ভারতীয় সেনা ও বিএসএফ চূড়ান্ত সতর্ক অবস্থায় রয়েছে বলে বিদেশমন্ত্রক ও প্রতিরক্ষাবাহিনীর যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়।

কর্নেল সোফিয়া কুরেশি জানান, সীমান্ত এলাকায় সেনা বাড়াচ্ছে পাকিস্তান। সেইমতো প্রস্তুতি নিয়েছে ভারতীয় বাহিনী। ভারতের এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং ব্রহ্মস মিসাইল বেস ধ্বংস করেছে বলে পাকিস্তানের দাবি সম্পূর্ণ ভুয়ো। কর্নেল কুরেশি বলেন, 'ভারতের সিরসা, জম্মু, পাঠানকোট, ভাতিন্ডা, নালিয়া ও ভুজ বিমানঘাঁটির ক্ষয়ক্ষতির খবর পুরোপুরি ভিত্তিহীন। পাকিস্তান ধারাবাহিকভাবে ভুয়ো খবর ছড়ানোর চেষ্টা করছে। চণ্ডীগড় ও বিয়াসে আমাদের অস্ত্রভাণ্ডার সুরক্ষিত রয়েছে।'

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সাধারণ কাজ করতে গিয়ে দুশ্চিন্তা। পিঠ ও কোমরের ব্যথায় কষ্ট বাড়বে। উদরপীড়ার কারণে কোনও প্রয়োজনীয় কাজ বাতিল করতে হতে পারে। ব্যবসার কারণে দূরবর্তী স্থানে যেতে হতে পারে। সামান্য মন্দাভাব ব্যবসায় থাকলেও সপ্তাহের মধ্যভাগ থেকে তা কেটে যাবে।

বৃষ : দূরের প্রিয়জনের সুসংবাদে মানসিক শান্তি। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি। সংসারে নতুন অতিথি আসায় খুব আনন্দলাভ। সংসারে পূজার্চনার উদ্যোগ গ্রহণ। অতিভোজন থেকে এ সপ্তাহে অবশ্যই সতর্ক থাকুন। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা শুরু করতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে হঠাৎ মতানৈক্য এবং মনঃকষ্ট।

মিথুন : উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হলে এ সপ্তাহে কোনও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। ভাইবোনের সঙ্গে মতানৈক্যের অবসান হওয়ায় মানসিক শান্তিলাভ। ব্যবসার জন্য মাত্রাতিরিক্ত ঋণ নেওয়া থেকে বিরত থাকাই ভালো। সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাবেন। নতুন গাড়ি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত খুব দ্রুত বাস্তবায়িত হবে।

কর্কট : পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। নতুন গাড়ি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত খুব দ্রুত বাস্তবায়িত হবে। বন্ধুর অসামান্য সৃজনমূলক কাজের জন্য গর্বিত হবেন। বাবার স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন। অতি আকাঙ্ক্ষায় সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার বুদ্ধিমত্তার জয় হওয়ায় জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি হবে।

সিংহ : কর্মক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষের বিরোধিতায় না গিয়ে আপস আলোচনায় থাকুন। এর ফলে সমস্যা মিটিয়ে কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিচার করতে যাবেন না। সংসারে পূজার্চনার উদ্যোগ গ্রহণ। বন্ধুর অসামান্য সৃজনমূলক কাজের জন্যে গর্বিত হবেন। নতুন কোনও দায়িত্ব কাঁধে চাপতে পারে।

কন্যা : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ। সন্তানদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্যে দুশ্চিন্তা থাকবে। প্রেমে শুভ। সৃজনশীল কাজে স্বীকৃতি মিলবে। হারানো মূল্যবান দ্রব্য ফেরত পেয়ে স্বস্তি। অযথা কোনও ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। গৃহসংস্কারে ব্যয় বাড়বে।

তুলা : সাধারণ কাজ করতে গিয়ে দুশ্চিন্তা। কোনও বিপন্ন ব্যক্তির পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক তৃপ্তি। দূরের প্রিয়জনের সুসংবাদে মানসিক শান্তি। জমি নিয়ে আইনি সমস্যার উদয়। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি।

বৃশ্চিক : অন্যায় কাজের সঙ্গে এ সপ্তাহে আপস করার অবস্থায় চলে আসতে পারেন, যা আপনার ভবিষ্যতে সমস্যা করে তুলবে। নতুন সম্পদ ক্রয়ের সুযোগ আসবে। মায়ের পরামর্শ মেনে দীর্ঘদিনের কোনও সাংসারিক সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। হঠাৎ কোনও নতুন বন্ধু পেয়ে খুশি হয়ে উঠবেন। সন্তানের সঙ্গে মতপার্থক্য হতে পারে। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করুন।

ধনু : কোনও দুষ্ট ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করে সমস্যায় পড়তে পারেন। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে আনন্দলাভ। দীর্ঘদিনের পুরোনো বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ। সামান্য কারণে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। অন্যায়কারীকে সমর্থন করে মানসিক যন্ত্রণা। নতুন কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। বস্ত্র, রত্ন ও কেমিক্যাল দ্রব্যের ব্যবসায় লাভবান হবেন।

মকর : ভাইবোনের সঙ্গে মতানৈক্যের অবসান হওয়ায় মানসিক শান্তিলাভ। দূরের বন্ধুর সহায়তা পেয়ে ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। গৃহে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। মায়ের পরামর্শ মেনে দীর্ঘদিনের কোনও সাংসারিক সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। হঠাৎ কোনও নতুন বন্ধু পেয়ে খুশি হয়ে উঠবেন। বাবার স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন।

কুম্ভ : সামান্য কারণে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। প্রেম নিয়ে দুশ্চিন্তা বাদ দিন। হঠাৎ কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছ থেকে বড় কোনও সুযোগ পেতে পারেন। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি মিলবে। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দলাভ। বিদেশে যাওয়ার আশা পূরণ হতে পারে। শরীরের দিকে নজর দিন। বিতর্ক এড়িয়ে চলুন।

মীন : সফল হবেন। মূল্যবান দ্রব্য হারাতে পারে। প্রেমের সমস্যা কেটে যাবে। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি মিলবে। মানসিক দিক থেকে সুস্থতা ফিরবে। নতুন গৃহ ও গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। কন্যার বিবাহ হওয়ায় মানসিক স্বস্তিলাভ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৭ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ২১ বৈশাখ, ১১ মে, ২০২৫, ২৭ বহাগ, সংবৎ ১৪ বৈশাখ সুদি, ১২ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।৩, অঃ ৬।৫। রবিবার, চতুর্দশী রাত্রি ৭।১৭। স্বাতীনক্ষত্র অহোরাত্র। ব্যতীপাতযোগ শেষরাত্রি ৪।৫০। গরকরণ দিবা ৬।১৬ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৭।১৭ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ৭।১৭ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ৯।৫৬ গতে ১।১২ মধ্যে। কালরাত্রি ১২।৫৬ গতে ২।১৮ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। জাতীয় প্রযুক্তি দিবস (১১ মে)। বিশ্ব মাতৃত্ব দিবস (মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার।) মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৪ মধ্যে ও ১২।৫২ গতে ১।৪৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫১ গতে ৭।৩৪ মধ্যে ও ১১।৫৫ গতে ২।৫০ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৫।৫৪ গতে ৯।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৪ গতে ৯।২ মধ্যে।

ডিসানে মক ড্রিল

কলকাতা, ১০ মে : ভারতের একমাত্র রুফটপ হেলিপ্যাড সজ্জিত ডিসান হসপিটাল একটি পূর্ণাঙ্গ মক ড্রিল আয়োজন করল। এটির মাধ্যমে জরুরি পরিস্থিতিতে হাসপাতালের প্রস্তুতি ও জটিল রোগী ব্যবস্থাপনার দক্ষতা যাচাই করা হয়। এছাড়া এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স ও চারচাকার অ্যাম্বুল্যান্সের মাধ্যমে রোগী আগমনের পরিস্থিতিও তুলে ধরা হয়েছে। অনুশীলনে যেসব অবস্থা তুলে ধরা হয়, তার মধ্যে ছিল বিল্ডিং ধসের ফলে গুরুতর আঘাত, দগ্ধ হওয়া, এবং বিষাক্ত রাসায়নিক গ্যাসে শ্বাসরোধ, যেগুলির জন্য দ্রুত ট্রায়াজ এবং সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থা অপরিহার্য। ড্রিলটি পরিচালিত হয় মেডিকেল ডিরেক্টর ডাঃ সুজয়রঞ্জন দেব, ইমার্জেন্সি মেডিকেল সার্ভিসেস-এর প্রধান ডাঃ মঞ্জিত কাউর এবং সিকিউরিটি ও ফায়ার সেফটি বিভাগের প্রধান মৃদুল দাস-এর তত্ত্বাবধানে। ডিসান হসপিটালস গ্রুপ-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সজল দত্ত বলেন, 'এইভাবে জরুরি অবস্থায় সর্বোচ্চ চিকিৎসা দেওয়া হবে।'

পাত্র চাই

■ রাজবংশী, 32+/5'-2", M.A. পাশ, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। M.No. 8927026255. (C/116283)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সরকার, শিলিগুড়ি, 5'-2"/29 বছর, B.Sc. Nursing পাশ, সরকারি চাকরি, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য 33 বছর-এর মধ্যে সরকারি চাকরি/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, উপযুক্ত পাত্র কাম্য, শিলিগুড়ির মধ্যে। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন, কেবলমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। Ph.No. 7908427509. (C/113473)

■ কায়স্থ, B.A., 5'-1"/34, ফর্সা, দেবারি পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী পাত্র চাই। Mob : 8617861172. (C/116299)

■ পাত্রী দুই বোন, কাস্ট SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন B.A., Eng.(H), 32/5'-2", PNB স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/116080)

■ Siliguri, কায়স্থ, 26/5'-4", M.Sc., B.Ed., CBSE School-এ PGT Teacher, সুন্দরী, ফর্সা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। পিতা ও মাতা সরকারি চাকরিরতা। Mobile : 7001761066. (C/116285)

■ কায়স্থ, ডিভোর্সি (নামমাত্র), ২৮/৫'-২", M.A., B.Ed., 36-এর মধ্যে সরকারি চাকরিজীবী (ডিভোর্সি/অবিবাহিত) উপযুক্ত পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9134523569. (C/116289)

■ ব্রাহ্মণ, 28+/4'-11", M.Sc., সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে/প্রঃ ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্র কাম্য। (M) 7002582196. (C/115545)

■ কায়স্থ, M.A., B.Ed., জন্ম সন 1990, 5'-3", ফর্সা, সুদর্শনা, শিলিগুড়ির প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর মেয়ের জন্য অনূর্ধ্ব 40, শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। যোগাযোগ-9434048912, 8918850806. (C/116323)

■ নমশূদ্র, ২৪/৫'-২", B.A. (Hon. Eng./ICSE Board), B.Ed., ICSE Board School কর্মরতা, সংগীত জানা পাত্রীর জন্য ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। Ph.No. 9332038488. (C/116401)

■ পাত্রী কায়স্থ, বোস, 34/5', B.A.Pass, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, নরগণ, এমন পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী বা ভালো ব্যবসায়ী পাত্র চাই। দেবারিগণ চলিবে না। শিলিগুড়ির বা তার নিকটস্থ পাত্র চাই। মোঃ 7029965061, 9474761689. (C/113475)

■ EB, কায়স্থ, 32/5'-2", দেব, অমাঙ্গলিক, মীন রাশি, IIT Kharagpur হইতে Ph.D., বর্তমানে দিল্লিতে University-র Asstt. Prof. পদে কর্মরত (16 LPA), এইরূপ কন্যার জন্য সমতুল্য শিক্ষিত, সুচাকুরে, উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী কর্মসূত্রে দিল্লিতে থাকেন বা দিল্লিতে স্থায়ী বাস, নেশামুক্ত সুপাত্র কাম্য। Mob : 9564568718. (C/115917)

■ ব্রাহ্মণ, 29+/5'-2", দেব, ফার্মাসিস্ট, চাকরিজীবী পাত্র চাই। 9474028461. (C/116406)

■ রাজবংশী, মিউচুয়াল ডিভোর্সি, ফর্সা, সুশ্রী, 30/5'-1", B.A., D.El. Ed., GNM নার্সিং, কোচবিহার নিবাসী। সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার অগ্রগণ্য। (M) 8637078129. (C/115918)

■ কায়স্থ, 36+/5'-3", ফর্সা, সুশ্রী, গভঃ কম্পিঃ শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য আলিপুঃ/কোচঃ স্থিত সঃ কাঃ/বেঃ সঃ চাকুরে, রাক্ষসগণ ব্যতীত সুপাত্র কাম্য। (M) 7319142186. (C/115548)

■ পাত্রী বারুজীবী, 25/5'-2", M.Sc. (Phys.), B.Ed., ফর্সা, সুদর্শনা। সরকারি চাকরিজীবী অগ্রগণ্য। (M) 9475140141, 9734970198. (P/S)

■ ব্রাহ্মণ, 29+/5'-1", M.Sc. (Math), কেঃ সঃ চাকরিরতা (শিলিগুড়িতে Posting), যোগ্য ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। (M) 9635594098. (C/116417)

■ বারুজীবী, 31+/5', Eng. (H), সঃ প্রাথমিক শিক্ষিকা, স্বঃ/অসঃ, চাকুরে/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। জলপাইগুড়ি কাম্য। (M) 8101692289. (C/115843)

■ পাত্রী 40/5'-2", M.A. পাশ, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9641449369. (C/115841)

পাত্র চাই

■ NB, কায়স্থ, 29/5', B.Tech. (IIT) পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে পাত্র কাম্য, কলকাতা অগ্রগণ্য। (M) 8918951457, 9064503562. (C/115842)

■ ব্রাহ্মণ, 23, B.A., 5'-3", ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য স্থায়ী সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9126261977. (C/116423)

Gen., বৈশ্য, 29/5'-4", সঃ ব্যাংককর্মী, পাত্রীর জন্য রাজ্য সঃ/বেসঃ চাকরিরত 32-36 মধ্যে জলপাইগুড়ি নিবাসী, Gen. পাত্র কাম্য। অভিভাবকই যোগাযোগ করিবেন। (M) 7098587127. (K)

■ SC, নমশূদ্র, ২৩, সুন্দরী, স্লিম, ৫.২ ফিট, একমাত্র কন্যা, বেসরকারি নৃত্য শিক্ষিকা, সরকারি স্বঃ/অসঃ, সুদর্শন পাত্র কাম্য। 9800375007. (K)

■ কায়স্থ, 33/5'-3", Studied in Convent, B.A., LLB (Hons.) and LLM, MNC Bangalore-এ কর্মরত, একমাত্র সন্তান, শিলিগুড়ি নিবাসী, বাবা Cent. Govt. Ret., উপযুক্ত পাত্র চাই। Mob : 8101948907.

■ কায়স্থ, ফর্সা, সুশ্রী, 31+/5'-2", M.A., D.El.Ed., নামমাত্র ডিভোর্সি। নেশাহীন উপযুক্ত ডিভোর্সি/অবিবাহিত পাত্র কাম্য। শিলিঃ। 9093104349. (C/116434)

■ পাত্রী বালুরঘাট নিবাসী, কুর্মী (মাহাতো), 28+/5'-3", সুশ্রী, M.Sc. (Zoology), B.Ed., পিতা অঃপ্রাপ্ত শিক্ষক। ছোট কন্যার জন্য স্বঃ/অসবর্ণ, শিক্ষিত, চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। মাহাতো অগ্রগণ্য। যোগাযোগ : মোঃ 8918948150. (C/116429)

■ পাত্রী SC, 29/5', B.A.(H), D.El.Ed., টেট পাশ, গান জানা, বাবা Retd. ব্যাংককর্মী, সরকারি/বেসরকারি চাকুরে, স্বঃ/অসবর্ণ 34 মধ্যে পাত্র কাম্য। (M) 8116969473. (A/B)

■ বারুজীবী (দাস), 27/5'-4", M.A. (Eng.), ধূপগুড়ি নিবাসী, ঘরোয়া, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, অনূর্ধ্ব 35-এর মধ্যে সুপাত্র কাম্য। (M) 9641178422, 8918985069. (A/B)

■ শিলিগুড়ি নিকটস্থ, জেনারেল, 33/4'-11", B.Sc.(H), B.Ed., সরকারি চাকরিরতা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9832483492 (6 P.M. to 10 P.M.). (C/116432)

■ ধূপগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ২৪/৫'-২", ফর্সা, বিএ পাশ পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। যোগাযোগ-9474718998. (C/116433)

■ ক্ষত্রিয়, 26+/5'-4", M.A., D.Ed., কম্পিউটার। পিতা-স' মিল ব্যবসায়ী। সঃ চাকুরে/স্থায়ী ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 9609791927. (C/115849)

■ বয়স 53, অবিবাহিতা, M.A., B.Ed., জলপাইগুড়ি নিবাসী, ঘরোয়া পাত্রের জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-7980833520. (K)

■ সাধারণ মধ্যবিত্ত, 22 বছর বয়স, H.S. পাশ, ব্রাহ্মণ পাত্রীর জন্য ভালো পাত্র চাই। 9804807902. (C/116322)

■ কায়স্থ, 28/5'-3", B.Sc., গভঃ অ্যাগ্রিকালচারে কর্মরত, সুন্দরী, গানজানা পাত্রীর জন্য ভদ্র পরিবারের পাত্র চাই। 9733066658. (C/116322)

■ জেনারেল, 25/5'-3", B.A. পাশ, সুন্দরী, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। 9432076030. (C/116322)

■ বয়স ৩১, উত্তরবঙ্গ-এর বাসিন্দা। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে-তে কর্মরত। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত কন্যার জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/116322)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, শিক্ষিতা, বয়স ২৬, স্টেট গভঃ চাকরিজীবী। পিতা ব্যবসায়ী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী। (M) 9332710998. (C/116322)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, গভঃ চাকরিরতা, বয়স ২৮+, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/116322)

■ চাঁচল নিবাসী, EB কর্মকার 34/5'3", M.A. (Bengali), ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/ বেঃসঃচাঃ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সুপাত্র কাম্য। মালদা/ দুই দিনাজপুর অগ্রগণ্য। M-8250061882 (M-ED)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৫, B.Tech., MNC-তে কর্মরতা, পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/116322)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Sc., B.Ed., কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়-এর শিক্ষিকা, গান জানে। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/116322)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৩ বছর বয়সি, B.A. ইন জিওগ্রাফি, পিতা সরকারি চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/116322)

■ বারুজীবী, M.A., B.Ed., 32/5'-3", প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য আলিপুরদুয়ারের মধ্যে বা আলিপুরদুয়ার সংলগ্ন সুযোগ্য পাত্র চাই। (M) 8759473826. (C/115550)

■ রাজবংশী, রং ফর্সা, 29+/5'-3", D.El.Ed., GNM ফাইনাল ইয়ার, বাবা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-9749109677. (C/115552)

■ ২৮/৫'-৪", M.A., B.Ed., TET পাশ, ফর্সা, স্লিম, জলপাইঃ, শিলিঃর মধ্যে সঃ চাকুরে পাত্র চাই। 8250691836. (C/115854)

■ বালুরঘাট নিবাসী, General, 26/5'3", B.Sc (Math), B.Ed. শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য শিক্ষিত সরকারি চাকুরী কর্মরত পাত্র কাম্য। M - 9907715508 (M-114087)

পাত্র চাই

■ পাত্রী বাঙালি, সুন্দরী, কায়স্থ, ১৯৯৭ জন্ম, MBBS, শিলিগুড়ির বাসিন্দা, উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ : 080-69072062. (K)

■ পাত্রী বাঙালি, ব্রাহ্মণ, ২০০২ জন্ম, ৫'-৪", সম্ভ্রান্ত পরিবার, শিলিগুড়ির বাসিন্দা, উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ করুন : 080-69072085. (K)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ২৮+/৫', M.Sc., B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী, একমাত্র কন্যা, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরতার জন্য জেলা শহর সংলগ্ন এলাকার সরকারি সংস্থায় কর্মরত, ৩২+, ছোট পরিবার, পাত্র কাম্য। 8617486694 (নিজস্ব)। (C/115855)

■ সাহা, 37/5'-1", M.A., ICDS-এ কর্মরত, ডিভোর্সি, সন্তান আছে, পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9832520618, 9126585947. (C/116318)

■ পাত্রী মোদক, 29+/5'-3", B.A. (Hons.), LLB, দেবারি, সুশ্রী। উপযুক্ত পাত্র চাই। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন-9434143100 (12 P.M.-10 P.M.). (C/116323)

পাত্রী চাই

■ দত্ত (স্বর্ণবণিক), ৩১ বছর, গ্র্যাজুয়েট (H), মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। মোঃ 9083531939. (C/116404)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, ৩৫/৬', এমবিএ, ITC, জলপাইগুড়িতে কর্মরত, নরগণ। উপযুক্ত পাত্রী চাই। ঘটক নিষ্প্রয়োজনীয়। (M) 6295942749, 7602028944. (C/115832)

■ ব্রাহ্মণ, B.Tech., Engg., 32/5'-5", একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9002690532. (K/D/R)

■ কায়স্থ, 37+/5'-6", C.A., সুদর্শন, Tax Consultant, (36 LPA), কলকাতা যাদবপুর নিবাসী, নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। ফর্সা, সুন্দরী, 32 বছরের মধ্যে স্নাতক, কায়স্থ পাত্রী কাম্য। (M) 6289249175. (C/115912)

■ কায়স্থ, ৩৪/৫'-৩", H.S., উত্তর দিনাজপুর নিবাসী, মা ও ছেলে, নিজস্ব ব্যবসা ও তিনটে দোকান, দুটো ভাড়া দেওয়া আছে। মা ICDS কর্মী, ছেলের এক পায়ে একটু সমস্যা আছে, তবে সব কাজ করতে পারে, সুপাত্রী কাম্য। 9933807510, 8389056795. (C/116300)

■ বাগচী, 35/6', B.Tech., IT, বৃশ্চিক রাশি, দেবগণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, অমাঙ্গলিক, 31LPA, পাত্রের জন্য লম্বা, সুশ্রী, অমাঙ্গলিক, কর্মরতা পাত্রী চাই। 9083232188. (C/116291)

■ পাত্র মণ্ডল, 30/5'-2", বাড়ি-শিলিগুড়ি, B.Com.(H), মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। পিতা রিটায়ার্ড সার্ভিসম্যান। উপযুক্ত, ঘরোয়া, সুশ্রী, 25-27'এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। No caste bar. (M) 6295855901. (C/116428)

পাত্রী চাই

■ বয়স-36+, উচ্চতা 5'-1", পেশা-গৃহশিক্ষকতা, পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। ফোন-9641868541. (C/113474)

■ কায়স্থ, 35/5'-6", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া, মাঙ্গলিক পাত্রী চাই। (M) 9641797671. (C/116403)

■ 37, ডিভোর্সি, 5'-7", রাজ্য সরকারি গ্রুপ-সি পদে কর্মরত, পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9641139653. (C/116424)

■ কায়স্থ, পাত্র ব্যবসায়ী, 36+/5'-5", মাধ্যমিক ব্যাক, পিতা পেনশনার, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। সত্বর বিবাহ। (M) 9932711068. (C/116407)

■ নমশূদ্র, 49/5'-4", প্রধান শিক্ষক (প্রাইমারি স্কুল) পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 40, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9434884872. (C/116408)

■ কায়স্থ (দে), B.Com., 41/5'-5", বেসরকারি চাকরি, মাতৃ-পিতৃহীন পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 34 পাত্রী চাই। (M) 9733142800. (C/116411)

■ B.Tech., 33, ইঞ্জিনিয়ার, MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য বাঙালি, ব্রাহ্মণ, সুশিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 9531563164. (C/116418)

■ পাত্র Gen., দেবগণ, 5'-9", বিকম (Hons.), 35y, বেঃ সঃ সংস্থায় ম্যানেজার পদে কর্মরত, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি, উপযুক্ত পাত্র চাই। M.No. 8388013420. (C/116422)

পাত্রী চাই

■ পাত্র বোস, ৩০, MBBS, সরকারি ডাক্তার M.O., ২২-২৮ মধ্যে ফর্সা, সুন্দরী, সুদর্শনা পাত্রী চাই। জলঃ। (M) 9083527580. (C/115845)

■ অসম বাসিন্দা, পূঃ বঃ শীল, 29/5'-7", সরকারি ব্যাংকের প্রবেশনারি অফিসার, বাবা অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর অধিকারী, বর্তমান শিলিগুড়ি নিবাসী, ভদ্র পরিবারের উপযুক্ত জীবনসঙ্গী খুঁজছেন। হোয়াটসঅ্যাপ Ph-7044309868/Mail-mazudj.25@gmail.com (K)

■ ৩৬, কায়স্থ, সেন্ট্রাল গভঃ কর্মরত, দাবিহীন পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 8584008516. (K)

■ বারুজীবী, 32/5'-5", M.A., D.El.Ed., পাত্র ব্যবসায়ী/চাবাগান, জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। Ph : 9679716006, 7384896030. (C/115840)

■ কায়স্থ, দে, জলঃ, 28+/5'-6", WB Govt. Group 'A' (Lecturer) পাত্রের কায়স্থ, সুমুখশ্রী, 25-এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। চাকরিরতা, উঃবঙ্গ অগ্রগণ্য। অভিভাবক যোগাযোগ করিবেন। 6294655518. (C/115846)

■ সাহা, 46+/5'-6", ফর্সা, সুদর্শন, প্রতিষ্ঠিত হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী, নিজস্ব বাড়ি, গাড়ি, শহরে ৩টি দোকান, GIC এজেন্ট পাত্রের স্লিম, সুশ্রী, ঘরোয়া, অনূর্ধ্বা 37 পাত্রী কাম্য। (M) 9647846121. (C/115549)

পাত্রী চাই

■ ডিভোর্সি, 36/5'-8", B.Tech., MBA, SBI bank-এর Branch ম্যানেজার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9734488572. (C/116322)

■ ব্রাহ্মণ, 31/5'-8", M.Tech., রেলের ইঞ্জিনিয়ার, বাবা গভঃ Retd. অফিসার পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। 7407777995. (C/116322)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, 32/5'-9", B.Tech., MBA, PWD Engineer এবং উচ্চ ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9593965652. (C/116322)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, জন্ম ১৯৯০, PWD-তে উচ্চপদে কর্মরত। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত সন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/116322)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, শিক্ষিত, সুশীল, বয়স ২৯, B.Tech., রাজ্য সরকারি দপ্তরে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী। (M) 9332710998. (C/116322)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, বয়স ৩৩+, গভঃ চাকরিজীবী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9836084246. (C/116322)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩৩, M.Tech., MNC-তে কর্মরত। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/116322)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Tech., স্টেট গভঃ উচ্চপদে কর্মরত। এইরূপ রুচিশীল ও প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন, সত্বর বিবাহে আগ্রহী। (M) 9874206159. (C/116322)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০, MBA, গভঃ ব্যাংক-এ কর্মরত। পিতা গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/116322)

■ 1995 জন্ম, মাধ্যমিক পাশ, গোল্ড শোরুম। 20-25'এর মধ্যে ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। Phone No. 8536934338. (C/115551)

■ কুম্ভকার পাল, 27+/5'-6", M.Tech. Engg., MNC (Bengaluru)-তে কর্মরত পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, ঘরোয়া, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য, পাত্রী চাই। (M) 8293214382 (7 P.M.-9 P.M.). (C/116323)

■ বাঙালি পাত্র, ১৯৯০ জন্ম, ৫'-১১", ইঞ্জিনিয়ারিং-এ MS, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে কর্মরত, আয় ৪ কোটি, উচ্চবিত্ত পরিবার, বাবা পরিচিত ব্যবসায়ী। উপযুক্ত পাত্রী চাই। যোগাযোগ : 080-69103043. (K)

■ পাত্র বাঙালি, ডিভোর্সি, ১৯৮৭ জন্ম, M.Tech., সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, মুম্বইতে কর্মরত, ৭০ LPA, শিলিগুড়ির বাসিন্দা। উপযুক্ত পাত্রী চাই। যোগাযোগ : 080-69103058. (K)

■ বাঙালি, কায়স্থ পাত্র, ১৯৯২ জন্ম, ৫'-১০", MBBS, MD, বাবা অবসরপ্রাপ্ত, মা গৃহিণী, উপযুক্ত পাত্রী চাই। যোগাযোগ : 080-69103043. (K)

■ বাঙালি, ব্রাহ্মণ পাত্র, ১৯৯৭, লম্বা এবং সুদর্শন, শিলিগুড়ির বাসিন্দা, সম্ভ্রান্ত, ঐতিহ্যবাহী এবং অত্যন্ত পরিচিত পরিবার। আয় ৫০ LPA, ব্যবসায়ী। যোগাযোগ : 080-69103058. (K)

■ কর্মকার, ওষুধ ব্যবসা, রায়গঞ্জ 45/5'10", 36-40 পাত্রী কাম্য। সঃ চাকুরিরতা হলে ডিভোর্সী ও বিধবা চলবে। M - 8101502217 (M-115360)

■ Govt.'A' Gazetted Lecturer, M.Tech, 36/5'9", পাত্রের জন্য সরকারি চাকুরিরতা/ সুশিক্ষিতা উঃ দিঃ পাত্রী অগ্রগণ্য। M-8942809056 (M-115360)

■ শিলিগুড়ি, সাহা, (জেনারেল), 30/5'-3", M.A. (Beng.), শ্যামবর্ণা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (M) 8145272732. (C/116323)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, বয়স-২৮, উচ্চতা ৫', ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। অভিভাবক যোগাযোগ করবেন-9635232873. (C/116323)

■ কায়স্থ, শিলিগুড়ি, 30+/5'-3", Ph.D. (History), ফর্সা, সুন্দরী, বাবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। একমাত্র কন্যার জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। দয়া করে কোনও বিবাহ প্রতিষ্ঠান যোগাযোগ করিবেন না। 9475444699. (C/116323)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ব্যবসায়ী, 40+/5'-7", B.Com., পাত্রের জন্য সুশ্রী, ফর্সা, ঘরোয়া, স্নাতক পাত্রী চাই। (M) 8617837871. (C/116124)

■ কায়স্থ, বয়স 38, উচ্চতা 5'-6", CA, বেসরকারি কর্মরতা পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 8016920942 (6 P.M.). (C/116309)

■ কায়স্থ, 31/5'10", ইঞ্জিনিয়ার। বর্তমানে বিদেশে কর্মরত। শীঘ্রই স্থায়ীভাবে দেশে ফিরবে। নির্দিষ্ট স্বল্প সময়ের জন্য বিদেশে যেতে আগ্রহী সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। M-9002026302 (M-115360)

■ রায় (কাশ্যপ গোত্র), 35/5'-6", আলিপুরদুয়ার জংশন নিবাসী, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য 23-30 বছরের মধ্যে ধার্মিক পাত্রী চাই। (M) 8731846481. (C/115544)

■ কায়স্থ, 40/5'-7", শিক্ষিত, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য স্বঃ/অসঃ, অনূর্ধ্ব 34, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। ফোন-8348907295. (C/115546)

■ নমশূদ্র, কাশ্যপ গোত্র, স্নাতক (Eng.), 30/5'-5", ফর্সা, সুদর্শন, একমাত্র পুত্র, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। কেবলমাত্র অভিভাবকই যোগাযোগ করবেন। (M) 8293813168. (No caste bar). (A/B)

■ সাহা, 32/5'-5", M.Tech., MNC, উত্তরবঙ্গের সাহা, সুশ্রী, ফর্সা, 26, B.Tech./M.Tech./MBA, MNC চাকরিরতা পাত্রী কাম্য। Mo. 9475652190. (B/S)

■ মুখার্জি, 70+, কেন্দ্রীয় সরকারের পেনশনভোগী, আলিপুরদুয়ারে নিজস্ব বাড়ি, নিঃসন্তান ব্যক্তির জন্য ৫০-৫৫ মধ্যে ইস্যুলেশ পাত্রী চাই। আইনগতভাবে স্ত্রীর মর্যাদা ও স্বামীর অবর্তমানে পেনশন পাবে। ব্রাহ্মণ অগ্রগণ্য। (M) 7908658329. (C/115547)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ গোত্র, ৩৯ বৎসর, ৫'-৫", বিটেক ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি অফিসার। নিরামিষাশী পাত্রের উপযুক্ত নিরামিষাশী, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। যোগাযোগ-9474965029, 9593892494. (C/116414)

■ ব্রাহ্মণ, 29+/5'-7", Veterinary ডিপ্লোমা, বাবা অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক, Veterinary প্র্যাকটিস (Pvt.) করা পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। Ph : 9641758018. (C/116415)

■ জেঃ, জন্ম ৯০, 5'-11", M.A. (In Com.), ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্রের জন্য ৩০-এর মধ্যে পাত্রী চাই। সহমতে শীঘ্র বিবাহে ইচ্ছুক। অভিভাবক ফোন করুন। Mob : 9593937157. (C/115848)

■ কায়স্থ, 32+/5'-5", ব্যবসায়ী, মাসিক উপার্জন কুড়ি হাজার টাকা, পাত্রের জন্য ফর্সা, ভদ্র পরিবারের অনূর্ধ্ব 27 বছর-এর পাত্রী চাই। (M) 8207093110. (C/115847)

■ কায়স্থ, 48/5'-6", সরকারি চাকরি, স্বল্পদিনে ডিভোর্সি, ইস্যুহীন, ফর্সা, সুশ্রী, 40-এর মধ্যে অবিবাহিতা, B.A. পাশ পাত্রী চাই। (M) 8250285546. (C/116320)

■ পাত্র, বয়স ৩১, উচ্চতা ৫'-৯", পাল, রেলে কর্মরত (Gr.-C), আলিপুরদুয়ার জংশন নিবাসী। ফর্সা, শিক্ষিত, সুন্দরী এবং ঘরোয়া পাত্রী চাই। বয়স ২১-২৬'এর মধ্যে। ফোন : ৬২৯৭৩৪৭২৫২. (C/116427)

■ রাজবংশী, শিলিগুড়ি নিবাসী, বয়স 33+, উচ্চতা 5'-8", B.Tech. (Electronics) from IIT Kharagpur, Private Company-তে Software Engineer, পাত্রের জন্য শিক্ষিত, উপযুক্ত পাত্রী চাই। Mobile : 7908954867. (C/116442)

■ WB, ব্রাহ্মণ, 34+/5'-3", কেঃ সরকারি কর্মচারী, অনূর্ধ্বা ৩০, ব্রাহ্মণ, শিক্ষিতা, সুমুখশ্রী, ঘরোয়া, উঃবঙ্গ পাত্রী প্রয়োজন। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 9749586743. (B/B)

■ বৈদ্য, 28, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, 5'-6", পাত্রের জন্য সুশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা, স্নাতক পাত্রী চাই। পাত্রের নিজ বাড়ি শিলিগুড়ি শহরে। 9733003399. (C/113477)

■ কায়স্থ, 32+, Reliance IT, Slg. কর্মরত পাত্রের জন্য কায়স্থ পাত্রী চাই। (M) 7602031370. (C/113478)

■ 36/5'-5", ব্রাহ্মণ, B.Com. (H), বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। নমশূদ্র বাদ, ব্রাহ্মণ অগ্রগণ্য। (M) 9749374768. (C/116318)

■ Gen., 32/5'-9", জলপাইগুড়ি নিবাসী, রাজ্য সরকারি কর্মচারী, রাজ্য সচিবালয়ে কর্মরত, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 9641333564. (C/116430)

■ ব্রাহ্মণ, দেবারি, 43, অল্পদিনে ডিভোর্সি, ব্লক অফিসে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী, মা ও ছেলে, ৩৭ অনূর্ধ্ব পাত্রী কাম্য। অসবর্ণ চলিবে। 9434687482. (S/M)

অ্যারেঞ্জ ম্যাট্রিমনি

■ উত্তরবঙ্গের ১২ বছরের বিবাহ প্রতিষ্ঠান অ্যারেঞ্জ ম্যাট্রিমনি অ্যাপ ইনস্টল করুন এবং পাত্র-পাত্রীর ছবি দেখুন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। Ph : 8509292825. (C/116318)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 699/- Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/116322)

যুব নেতার 'কেলেঙ্কারি'

সংগঠনের মহিলা কর্মীর অভিযোগ

জলপাইগুড়ি, ১০ মে : এক ডিওয়াইএফআই কর্মীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল ডিওয়াইএফআই জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক শুভায়ু পালের বিরুদ্ধে।

শুক্রবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ওই মহিলা ডিওয়াইএফআই কর্মী এই অভিযোগ করেন। তবে তিনি এখনও পুলিশের কাছে এনিয়ে কোনও লিখিত অভিযোগ করেননি বলে সেই পোস্টে নিজেই জানিয়েছেন। এবিষয়ে শুভায়ুর বক্তব্য, 'আমার যা বলার দলের জেলা নেতৃত্বকে জানিয়েছি। যা বলার ওঁরা বলবেন।'

এর আগে প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরী, সিপিএম নেতা তন্ময় ভট্টাচার্য এবং টালিগঞ্জ এরিয়া কমিটির নেতা সোমনাথ ঝা'র বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছিল। এই জাতীয় অভিযোগ ঘিরে বেশ কয়েকবার বিপাকে পড়েছে সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব।

সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে বাম যুব সংগঠনের মহিলাকর্মীর অভিযোগ, ডিওয়াইএফআইয়ের জেলা সম্পাদক গত কয়েকমাস ধরে তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন অশালীন কথাবার্তা বলেছে। কুপ্রস্তাব দিয়েছে। এমনকি অশালীন অঙ্গভঙ্গি করেছে। শারীরিক ও মানসিকভাবে হেনস্তাও করেছে।

তিনি সব ঘটনা ডিওয়াইএফআই শহর লোকালের তৎকালীন সভাপতি দেবরাজ বর্মন ও সম্পাদক দেবব্রত ভৌমিককেও জানিয়েছিলেন বলে দাবি করেন। কিন্তু তারপরও দল কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ। এই অভিযোগের ভিত্তিতে দেবরাজ বলেন, 'হ্যাঁ, আমার কাছে অভিযোগ আসে। আমি দলের জেলা নেতৃত্বকে সেটা জানিয়েছি।'

ওই মহিলা পোস্টে আরও লিখেছেন, বিভিন্ন সময়ে শুভায়ু সংগঠনের কর্মসূচির নাম করে তাঁর বাড়িতে আসত। ইউনিট কমিটির মিটিংয়ের নামে তাঁকে রাতে ডেকে নিয়ে যেত।

অশালীন মেসেজগুলোর রিপ্লাই না করলে বাড়ি পৌঁছে যেত। বারবার সতর্ক করার পরও ওই বাম যুব নেতা অশালীল কার্যকলাপ বন্ধ করেনি বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

এমনকি শুভায়ু জোর করে মোবাইল কেড়ে তাঁর পাঠানো মেসেজ ডিলিট করতে চায় বলে অভিযোগ করেন ওই মহিলা। তিনি আরও জানান, '১২ এপ্রিল সিপিএমের জেলা সম্পাদককেও সম্পূর্ণ বিষয়টি জানানো হয়।' তবে অভিযোগকারিনীকে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'এবিষয়ে আমি এখন কোনও মন্তব্য করতে চাই না। আমি দলের ওপর বিষয়টা ছেড়ে দিয়েছি।'

এই অভিযোগ নিয়ে সিপিএমের জেলা সম্পাদক পীযূষ মিশ্রর বক্তব্য, 'আমাদের দলের নিজস্ব শৃঙ্খলা রয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে যা করণীয় দল সেটা করছে।'

চাপড়ামারির জঙ্গলে রেললাইনে দাঁড়িয়ে হাতি।

লাইনে হাতি, থামল ট্রেন

নাগরাকাটা, ১০ মে : জরুরিকালীন ব্রেক কষে রেললাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মাকনা হাতির প্রাণরক্ষা করলেন শিলিগুড়ি জংশন থেকে ধুবড়িগামী আপ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের লোকোপাইলট অরুণাভ মিত্র ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকোপাইলট রাকেশ কুমার। ঘটনাটি ঘটে শনিবার সকালে চালসা ও নাগরাকাটা স্টেশনের মাঝে চাপড়ামারির জঙ্গল চেরা রুটে।

৬৮/৭ নম্বর পিলারের কাছে দুই চালক হঠাৎ একটি হাতিকে রেললাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন, তাঁরা জরুরিকালীন ব্রেক কষে ট্রেন থামিয়ে দেন। হাতিটি জঙ্গলে ঢোকার পরই ফের গন্তব্যের দিকে রওনা দেয় ট্রেন। এই নিয়ে ডুয়ার্সের জঙ্গলপথে পরপর কয়েকটি হাতি রক্ষার ঘটনা ঘটল। লোকোপাইলট হিসেবে অরুণাভ মিত্র এই নিয়ে মোট চারবার হাতির প্রাণরক্ষা করলেন।

সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে তাঁর কাজকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন রেলের কর্তারা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার অমরজিৎ গৌতম বলেন, 'হাতি সহ অন্য বুনোদের রক্ষায় আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ট্রেনচালকদের বিষয়টি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে সচেতন করা হয়।'

নমশূদ্র উৎসব

রাজগঞ্জ, ১০ মে : পশ্চিমবঙ্গ নমশূদ্র লোকসংস্কৃতি উৎসব রবিবার অনুষ্ঠিত হবে আমবাড়ি তারঘেরা ময়দানে। তার আগে শনিবার উৎসবের চূড়ান্ত প্রস্তুতি ঘুরে দেখলেন আয়োজক তথা বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান তুষারকান্তি দত্ত এবং ভবানীশংকর রায়। তুষার বলেন, 'এই উৎসবে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক থাকবেন। এসব শুধু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়, নমশূদ্র সমাজের ঐতিহ্য এবং ইতিহাসকে স্মরণের একটি উদ্যোগ।'

উত্তরের শিকড়

নেতাজির স্মৃতিবিজড়িত স্টেশন

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নাম জড়িয়ে রয়েছে জলপাইগুড়ি স্টেশনের। এই স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটর্ফমে পা রাখলেই জলপাইগুড়িতে আসা পর্যটক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন এই স্টেশনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব। যেকারণে জলপাইগুড়ি স্টেশনকে হেরিটেজ তকমা দেওয়ার দাবি উঠেছে অনেকদিন আগেই।

কী এই স্টেশনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট? ইতিহাস বলছে, দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জলপাইগুড়ি এসেছিলেন। জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনেই ট্রেন থেকে নেমেছিলেন নেতাজি। দিনটা ছিল ১৯৩৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি। সেইবারই শহরের কংগ্রেসপাড়া মাঠের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলনের মঞ্চ থেকে 'ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো' ডাক দিয়ে দেশজুড়ে তোলপাড় ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। সেই দিনের নেতাজির বিভিন্ন কর্মসূচিকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে নেতাজি সুভাষ মিউজিয়াম অ্যান্ড কালচারাল ফাউন্ডেশনের তরফে জলপাইগুড়ি স্টেশনে একটি ফোটোগ্যালারি ইতিমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। নেতাজির জলপাইগুড়ি আসার সেই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে জলপাইগুড়ি স্টেশন হেরিটেজ তকমা দেওয়ার দাবি ওঠে। ইতিমধ্যে অমৃতভারত প্রকল্পে জলপাইগুড়ি স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে।

স্টেশনের পুরোনো ঘরগুলিকে অক্ষত রেখে শুরু হয়েছে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ। ইতিপূর্বে জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায় জানিয়েছিলেন, নেতাজির জলপাইগুড়ি আসার সঙ্গে টাউন স্টেশনের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। সে কারণে টাউন স্টেশনে একটি নেতাজির মূর্তি বসানো হবে। নেতাজি সুভাষ মিউজিয়াম অ্যান্ড কালচারাল ফাউন্ডেশনের তরফে প্রাক্তন বিধায়ক গোবিন্দ রায় বলেন, 'জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। যেকারণে এই স্টেশনকে হেরিটেজের দাবি আজও আমরা করে আসছি।'

বন্ধন লাইফের নতুন স্কিম

নিউজ ব্যুরো

১০ মে : ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় জীবনবিমা কোম্পানি বন্ধন লাইফ ইনসুরেন্স, তাদের নতুন প্রজন্মের ইউনিট লিংকড জীবনবিমা পরিকল্পনা 'বন্ধন লাইফ ইউলিপ প্লাস'-এর সূচনা করল। এটি বার্ষিক প্রিমিয়ামের ৫০ গুণ পর্যন্ত লাইফ কভার, প্রিমিয়াম অ্যালোকেশন ও মৃত্যুহার চার্জ ফেরতযোগ্য, নমনীয় বিনিয়োগের সুযোগ ও দীর্ঘমেয়াদি মূল্য সংযোজনের সুযোগ প্রদান করে।

বন্ধন লাইফ ইনসুরেন্স-এর এমডি ও সিইও সত্যেশ্বর বি বলেন, 'স্বপ্নের বাড়ি, পড়াশোনা বা নিশ্চিত অবসর- যে লক্ষ্যই হোক না কেন, ইউলিপ প্লাস গ্রাহকদের দেয় সেই 'প্লাস ফ্যাক্টর' উচ্চ সুরক্ষা, প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং নমনীয়তা- সবকিছুই এখন এক প্ল্যানে রয়েছে।' বন্ধন লাইফের চিফ ইনভেস্টমেন্ট অফিসার শৈবাল ঘোষ বলেন, 'ইউলিপ প্লাস বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিশ্বাস দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে।'

পাকিস্তান জিন্দাবাদ পোস্ট, গ্রেপ্তার তরুণ

হরিরামপুর, ১০ মে : পহলগাম ঘটনার পর থেকেই যুদ্ধের আবহে তোলপাড় গোটা দেশ। এহেন পরিস্থিতিতে দেশের মাটিতে বসে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার অপরাধে গ্রেপ্তার হরিরামপুরের এক তরুণ। ওই তরুণের নাম আরিফ মহম্মদ (২২)। তার বাড়ি হরিরামপুরের বৈরহাট্টা পঞ্চায়েতের মালিয়ানদিঘি সংলগ্ন বড়বগুলাহার গ্রামে। বাবা সিদ্দিক হোসেন একজন অবস্থাপন্ন কৃষক।

ওই তরুণ বুনিয়াদপুর কলেজে পড়াশোনা করত। সিদ্দিক হোসেনের এক ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে আরিফ ছোট। শনিবার সকালে আরিফ নিজের ফেসবুকে 'আই লাভ সৌদি আরব, আই লাভ পাকিস্তান জিন্দাবাদ' লিখে পোস্ট করে। সেই পোস্ট বিভিন্ন মাধ্যম হয়ে প্রশাসনের নজরে আসতেই আসরে নেমে পড়ে হরিরামপুর থানার পুলিশের। আইসি অভিষেক তালুকদারের নেতৃত্বে শুরু হয় পাকড়াও অভিযান। এরপর আরিফ মহম্মদকে বৈরহাট্টা পঞ্চায়েতের এক জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গঙ্গারামপুর মহকুমার এসডিপিও দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় দেশবিরোধী পোস্ট করার কারণে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রবিবার নির্দিষ্ট ধারায় মামলার ভিত্তিতে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তাকে পেশ করা হবে।'

তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ইয়াসিন আলি জানান, 'প্রশাসন সমস্ত তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবে এটাই আশা করব।' বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বলেন, 'প্রশাসনকে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।'

এক মঞ্চে থেকেও পরস্পরের প্রতি নীরব রবি-উদয়ন

'কথার প্রয়োজন ফুরিয়েছে'

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১০ মে : তাঁরা একসঙ্গে প্রদীপ জ্বালালেন, ব্যাডমিন্টনও খেললেন। কিন্তু হাত মেলানো বা সৌহার্দ্য বিনিময় তো দূরের কথা, একে অপরের সঙ্গে একটা কথাও বললেন না। ইন্টারন্যাশনাল ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শনিবার রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও উদয়ন গুহ ঘণ্টাখানেক একসঙ্গে কাটালেও তাঁদের দুজনের সম্পর্ক নিয়ে দলেই গুঞ্জন শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে রবির বক্তব্য, 'ওদের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।' উদয়নের জবাব, 'অনেক কথা বলেছি। নতুন করে আর বলার কিছু নেই।'

জেলা ক্রীড়া সংস্থার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সংস্থার পরিচালনায় শনিবার ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়ি সংলগ্ন কোচবিহার স্টেডিয়ামের নেতাজি সুভাষ ইন্ডোর স্টেডিয়ামে নেপাল, ভুটান সহ ভারতবর্ষের অসম, বিহার সহ বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিযোগীদের নিয়ে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা শুরু হয়। সেই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে

ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও উদয়ন গুহ।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ, কোচবিহার স্টেডিয়াম কমিটির চেয়ারম্যান তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত, জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজ ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চে রবি ও উদয়ন দীর্ঘক্ষণ উপস্থিত থাকার পাশাপাশি প্রদীপ জ্বালিয়ে ও ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার উদ্বোধনও করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুজনকে একবারের জন্য নিজেদের মধ্যে একবারও কথা বলতে দেখা যায়নি। অনুষ্ঠান শেষে বিষয়টি নিয়ে রবির বক্তব্য, 'ওঁর সঙ্গে সব কথা অনেক আগেই ফুরিয়েছে। এখন আর নতুন করে কিছু বলার নেই। ভবিষ্যতে আবার বলব।' বিষয়টি নিয়ে উদয়ন বলেন, 'এতদিন ধরে ওঁর সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে। নতুন করে আর কী কথা বলব? তাছাড়া খেলার সময় কথা বলতে নেই। বেশি কথা বললে আবার আয়ু ক্ষয় হবে।'

রবি ও উদয়নের মধ্যে সম্পর্ক বরাবরই অহিনকুলের। বছর দুয়েক আগে দলনেত্রীর ধমক খেয়ে এই দুই নেতা অনেকটা সংযত হয়েছিলেন। এরপর দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে মঞ্চে তাঁদের একসঙ্গে হাসিমুখে গল্প করা বা একান্তে কথা বলতে দেখা গিয়েছে। তৃণমূলের অন্দরে অনেকেই অবশ্য বলতেন, তাঁদের এই কাছাকাছি আসাটা আন্তরিকতার চেয়ে অনেকটাই বেশি লোকদেখানো। এই অবস্থায় বছরখানেক আগে প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়ের সঙ্গে রবি ঘোষের পুনরায় মিল হওয়ার পর থেকেই হিপ্পি-উদয়ন গোষ্ঠীর সঙ্গে রবি-পার্থ গোষ্ঠীর দূরত্ব বাড়তে শুরু করে। গত কয়েকমাসে দলের বিভিন্ন অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে সরাসরি রবির নাম না করলেও তাঁকে উদ্দেশ্য করে উদয়নকে নানা কটাক্ষ করতে শোনা যায়। পালটা দিতে ছাড়েননি রবিও। তিনি তাঁদের উদ্যোগে দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সরাসরি উদয়নের নাম না করে কখনও নিজে আবার কখনও বা নিজের অনুগামীদের দিয়ে মন্ত্রীকে নানা কটাক্ষ করেছেন। সবমিলিয়ে দলের এই দুই বর্ষীয়ান নেতার মধ্যে সম্পর্ক আবার আগের মতোই তিক্ত হয়ে উঠেছে।

শনিবার ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মঞ্চে সেই ছবিই লক্ষ্য করা গিয়েছে। বরং সেই তিক্ততার ঝাঁঝ আরও বেড়েছে। আগামী বছর বিধানসভা ভোটের আগে দুই নেতার সম্পর্ক দলের শীর্ষ নেতৃত্বের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে বলেই মনে করছেন দলের নীচুতলার কর্মী-সমর্থকরা।

ফালাকাটা রুটে অবাধে মাদক পাচার

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১০ মে : মাদক পাচারের রুট ফালাকাটা শহর। শনিবারের দুই ঘটনায় সেটাই সামনে এল। একদিনেই মাদকের বিরুদ্ধে জোড়া সাফল্য পেল ফালাকাটা থানার পুলিশ। ব্রাউন সুগার ও গাঁজা সহ মোট চারজন ধরা পড়েছে। এর মধ্যে একজন মহিলাও আছে। ব্রাউন সুগার বিক্রি করতে এসে ধরা পড়ে আবদুল কুদ্দুস। তার বাড়ি মালদার কালিয়াচকে। আবার কোচবিহার থেকে বাসে করে বর্ধমানে ব্যাগভর্তি গাঁজা পাচারের সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে তিনজন। বর্ধমানের কালনার দুই তরুণ তন্ময় দাস ও অমিয় দাস। এছাড়াও ঝুমা মণ্ডল নামে এক মহিলাকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত চারজনের বিরুদ্ধেই এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ফালাকাটাকে ব্যবহার করেই এখন আশপাশের সব এলাকাতেই মাদক কারবারিদের রমরমা। জয়গাঁর এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ বলেন, 'দুটি পৃথক জায়গা থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

মূলত গাঁজা কোচবিহার জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে বাসে ফালাকাটা দিয়ে পাচার করা হয়। যতবার ফালাকাটায় গাঁজা উদ্ধার হয়েছে, ততবারই কোচবিহার ও দক্ষিণবঙ্গ যোগ পাওয়া গিয়েছে। আবার ব্রাউন সুগার পাচার, সেবন সহ নানা কারণে শহরের তরুণরা ধরা পড়েছে। তাদের কাছে ব্রাউন সুগার নাকি দক্ষিণবঙ্গ থেকেই আসছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে এক তরুণ ফালাকাটা স্টেশনে নামে। তার কাছে ব্রাউন

মহিলা সহ ধৃত ৪

সুগারের প্যাকেট ছিল। পুলিশ ওই খবর পেয়ে স্টেশন সংলগ্ন মাঠে অপেক্ষা করতে থাকে। আবদুল এলাকায় আসা মাত্রই তাকে পাকড়াও করা হয়। উদ্ধার হওয়া মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য ২ লক্ষ টাকা। এই ঘটনার পাশাপাশি এদিন ফালাকাটা শহরের দুলালের দোকান এলাকার নাকা পয়েন্টে কোচবিহার থেকে শিলিগুড়িগামী একটি বাস থামিয়ে তল্লাশি চালায় পুলিশ। বাস থেকে উদ্ধার হয় ৩৭ কেজি গাঁজা। ৬টি ট্রাভেল ব্যাগে লুকিয়ে রাখা ছিল ওই গাঁজা। পুলিশ জানিয়েছে, ওই গাঁজা মাগপালা থেকে বর্ধমানের কালনায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

আজ টিভিতে

বৈশাখী মহাপার্বণ **কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে** সন্ধ্যা ৭.৩০ **সান বাংলা**

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ তিনমূর্তি, দুপুর ২.০০ পূজা, বিকেল ৫.০০ শিমুল পারুল, রাত ৯.৩০ বিরোধ, ১২.৩০ মিশন কমান্ডো

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ সোনার সংসার, ১০.০০ টোটাল দাদাগিরি, দুপুর ১.০০ ছোটবউ, বিকেল ৪.১৫ লভ ম্যারেজ, সন্ধ্যা ৭.১৫ প্রেমের কাহিনী, রাত ১০.১৫ মা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ আমার মায়ের শপথ, বিকেল ৪.৫০ রাম লক্ষ্মণ, সন্ধ্যা ৭.৫৫ সন্তান, রাত ১০.৪০ আমাদের জননী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মাদার

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শতরূপ, সন্ধ্যা ৭.৩০ বড়বউ

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.০৯ হম আপকে হ্যায় কওন, বিকেল ৩.০৯ ভালাত্তি, ৫.২২ খুংখার, সন্ধ্যা ৭.৫৫ জওয়ান, রাত ১১.২৭ সত্যমেব জয়তে

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : সকাল ৯.৫৪ রক অন-টু, দুপুর ১২.২৫ মনিকর্ণিকা : দ্য কুইন অফ ঝাঁসি, ২.৫৪ মিলি, বিকেল ৫.০২ তুম্বাড়, সন্ধ্যা ৬.৪৬ ব্লার, রাত ৯.০০ গঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, ১১.৩৪ এনএইচ ১০

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : বেলা ১১.৪০ রক্ষা বন্ধন, দুপুর ১.৫৮ ক্রু, বিকেল ৪.১৫ ডাংকি, সন্ধ্যা ৭.৩০ বিবাহ

মুভিজ নাউ : বেলা ১১.০০ ভ্যাম্পায়ারস সাক, দুপুর ১২.১৭ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর, ১.৪৯ রিও, বিকেল ৩.২২ এক্স-টু, বিকেল ৫.৩০ দ্য নিউ মিউট্যান্টস, সন্ধ্যা ৬.৫৭ দ্য গডস মাস্ট বি ক্রেজি, রাত ৮.৪৫ চাইল্ডস প্লে, ১০.০৯ হোটেল ট্রানসিলভেনিয়া-থ্রি

প্রেমের কাহিনী সন্ধ্যা ৭.১৫ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

ডাংকি বিকেল ৪.১৫ **অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি**

লিটল ম্যানহ্যাটন সন্ধ্যা ৭.৩০ **রমেডি নাউ**

শুরু হচ্ছে **হচ্ছেটা কী** সোম থেকে শনি বিকেল ৫.১৫ **স্টার জলসা**

প্রকৃতির মাঝে।। *মূর্তি নদীতে পর্যটকরা। শনিবার।* ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

অ্যালেনে নতুন ব্যাচ

কোটা, ১০ মে : মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-২০২৫-এর পরে অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউট নিট-ইউজি ২০২৬-এর প্রস্তুতির জন্য নতুন ব্যাচ শুরু করার তারিখ ঘোষণা করেছে। এই ব্যাচগুলিতে ভর্তির জন্য অ্যালেন তার ফি-এর ৯০ শতাংশ পর্যন্ত পড়ুয়াদের বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। এছাড়া দ্বাদশ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়া পড়ুয়াদের জন্য আগামী ১৪ মে থেকে অ্যালেন রিপিটার লিডার ব্যাচ শুরু হবে। ১২ থেকে ১৭ মে পর্যন্ত অ্যালেন স্কলারশিপ অ্যাডমিশন টেস্ট চলবে। এবিষয়ে অ্যালেন কোটার সভাপতি ভিনোদ কুমাওয়াত বলেন, 'দশম ও একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য নিট নারচার ব্যাচগুলি ১৫ ও ২৯ মে থেকে শুরু হবে। তার সঙ্গেই দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিট ২০২৬-এর প্রস্তুতি ব্যাচ ১৫ মে থেকে শুরু হবে। অন্যদিকে জেইই-মেইন অ্যাডভান্স-এর জন্য একাদশ শ্রেণির নারচার ব্যাচ ২১ মে থেকে এবং দ্বাদশের জন্য লিডার ব্যাচ ২৫ মে ও ১৩ জুন থেকে শুরু করে।' তিনি আরও জানান, নিট ২০২৫-এর পরীক্ষার্থীরা ইতিমধ্যেই বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে এবং আনসার কি মিলিয়ে নিজেদের সম্ভাব্য প্রাপ্ত নম্বর অনুমান করছেন। ফলে কাউন্সেলিং-এর ফলের অপেক্ষা না করে তারা পুনরায় পরীক্ষা প্রস্তুতি শুরু করতে পারবেন। এব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য www.aleen.ac.in -এ পাওয়া যাবে।

আংরাভাসার এমএসকে থেকে ১৩ অগ্নিবীর

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১০ মে : এই স্কুল যেন অগ্নিবীর তৈরির পাঠশালা। নাগরাকাটার আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কণ্ঠ বর্মন মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের (এমএসকে) ১১ প্রাক্তনী একসঙ্গে সেনার অগ্নিবীরে সুযোগ পেয়েছিলেন গত বছর। এবার সুযোগ পেয়েছেন আরও ২ প্রাক্তনী। যুদ্ধ আবহ থাকুক কিংবা নাই থাকুক, তাদের ছেলেরা যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রস্তুত। এমনটাই বলছে ওই স্কুল সহ গোটা গ্রাম। দেশ সেবায় গোর্খা জনজাতি যে বরাবরই এগিয়ে ওই গ্রামের একের পর এক তরুণদের সেনাতে শামিল হওয়ার তীব্র বাসনার মাধ্যমে সেটাও প্রমাণিত হচ্ছে বলে মত সামাজিক মহলের।

কণ্ঠ বর্মন এমএসকে-র যে ১১ ছাত্র ২০২৪ এ অগ্নিবীর হিসেবে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকেই আপার কলাবাড়িবস্তির বাসিন্দা। এবার সপ্তাহ দুয়েক আগে যাঁরা প্রশিক্ষণে গিয়েছেন, তাঁদের একজন আপার কলাবাড়ির ও অপর তরুণ লাগোয়া রাঙ্গাতিবস্তির বাসিন্দা। তাঁদের নাম যথাক্রমে নারায়ণ পৌডেল ও সনম ভুজেল। দুজনেই এবছর উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে। নারায়ণের দাদা নরেশ বলেন, 'আমাদের ৩ ভাইয়ের মধ্যে নারায়ণ সবেচেয়ে ছোট। ওর লক্ষ্যই ছিল সেনা হবে। ভাইয়ের জন্য সবাই গর্বিত। দেশ সেবার এমন সুযোগ কি আর সবাই পায়।' সোনমের মা সরকিনীর কথায়, 'ছেলের প্রতি অগাধ আস্থা রয়েছে। ছোট থেকেই দেশের প্রতি ওর অন্যরকমের টান।'

ডায়নার জঙ্গলঘেরা আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আপার কলাবাড়ি কিংবা রাঙ্গাতি ভয়ংকর হাতি উপদ্রুত এলাকা। সন্ধ্যা ঘনালেই দোরে দোরে খিল পড়ে। বাসিন্দাদের একসময়ের মূল জীবিকা চাষাবাদ থাকলেও ঐরাবতবাহিনীর পেটেই সমস্ত ফসল চলে যাওয়ায় বেশিরভাগই এখন পরিযায়ী শ্রমিক। প্রাথমিকের গণ্ডি পেরিয়ে গ্রামের ছেলেমেয়েদের উচ্চ প্রাথমিকের ভরসা একমাত্র ওই এমএসকে। সেখান থেকে এরপর মাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনা করতে পাড়ি দিতে হয় ১১ কিলোমিটার দূরের বানারহাটে।

আপার কলাবাড়ি থেকে গতবার যাঁরা সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁরা হলেন বিশাল সোনার, রোহন ছেত্রী, রোশন ছেত্রী, রোহিত ছেত্রী, রাহুল ছেত্রী, আমন ছেত্রী, সন্তোষ ছেত্রী, সারন ছেত্রী, পবন থাপা, রোমিও রাই ও নবীন প্রধান। প্রত্যেকেই দুঃস্থ পরিবারের সন্তান। আপার কলাবাড়ির পঞ্চায়েত সদস্য প্রকাশ ছেত্রী বলেন, 'এলাকার ৩০০ বাড়ির মধ্যে ১০০ বাড়িরই কেউ না কেউ সেনা বা আধা-সেনায় রয়েছে। এখন অগ্নিবীরে সুযোগ করে নিচ্ছে। এজন্য তরুণদের লড়াই চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।' তিনি জানান, ভোর ৩টে থেকেই শারীরিক সক্ষমতা বাড়াতে গ্রামের রাস্তায় প্রতিদিন অন্তত ৫০ জন করে দৌড়ায়। কণ্ঠ বর্মন এমএসকে'র শিক্ষক ভক্তে বাহাদুর ছেত্রীর কথায়, 'অগ্নিবীর প্রকল্প চালু হওয়ার বছর তিনেকের মধ্যেই ১৩ জন প্রাক্তনী সুযোগ পেয়েছে। এর চেয়ে গর্বের বিষয় আর কিই বা হতে পারে। স্কুলের বর্তমান ছাত্রছাত্রীদেরও আমরা প্রতিনিয়ত ওদের কথা তুলে ধরে উদ্বুদ্ধ করি।'

এই স্কুলই যেন অগ্নিবীর তৈরির পাঠশালা। নাগরাকাটার আংরাভাসায়।

> অগ্নিবীর প্রকল্প চালু হওয়ার বছর তিনেকের মধ্যেই ১৩ জন প্রাক্তনী সুযোগ পেয়েছে। এর চেয়ে গর্বের বিষয় আর কিই বা হতে পারে। স্কুলের বর্তমান ছাত্রছাত্রীদেরও আমরা প্রতিনিয়ত ওদের কথা তুলে ধরে উদ্বুদ্ধ করি।
>
> **ভক্তে বাহাদুর ছেত্রী** *শিক্ষক, কণ্ঠ বর্মন মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র*

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৭০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

e-Tender Notice
Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e-NIT NO: BANARHAT/BDO/NIT-002/2025-26. Last date of online bid submission 16/05/2025 Hrs 06:00 PM. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্রমঞ্চ
শক্তিগড় ৩ নং লেন (শিলিগুড়ি)
RAID-2
(H)
xing : Ajay Devgan, Ritesh Deshmukh
Time : 12.30, 3.30, 6.30
A.C/Dolby Digital

ভর্তি

■ নার্সিং, GNM/BSc ও ফিজিও কোর্সে স্বল্প ব্যয়ে ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন- গোরী সেবাপীঠ : শিলি ঃ 9832055956, কোচ ঃ 8293384885. (C/116409)

CLUNY WOMEN'S COLLEGE, KALIMPONG
(NAAC Accredited AICTE Approved)
ADMISSION OPEN 2025-2026
TO
B.A., B.C.A. & B.COM.
Visit: www.clunycollege.ac.in
Contact: 7001577851, 9474904881, 9933462533

Tuition

■ Math, Sc. I.T ব্যাচে/বাড়ি গিয়ে পড়ানো হয়। (V-XII)। (CBSE/ICSE/WB)। লেকটাউন। M : 9832034289. (C/113476)

■ XI-XII Physics and (NIT/J-E main). taught. Slg.(Vivekananda Pally.)- 7031765322. (C/116435)

■ Private tuition for H.S. Political Science, Siliguri. 9832302513. (K)

■ Law private tuition for LLB & B.Com, BBA Students 9832302513. (K)

স্পোকেন ইংলিশ

■ শুধু উচ্চারণ চর্চায় স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখার গাইডেন্স। শিলিগুড়ি, কোচবিহার/দিনহাটা। M : 9733565180. (C/116322)

রাজবংশী দরিদ্র মেধাবৃত্তি

■ যে সকল রাজবংশী দরিদ্র ছাত্রছাত্রী কুচবিহার জেলায় স্থায়ী বাসিন্দা এবং ২০২৫ সালের মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কমপক্ষে ৮৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ করেছে তারাই কেবলমাত্র এই বৃত্তির জন্য আবেদনযোগ্য। যোগাযোগ : দি কুচবিহার ক্ষত্রিয় সোসাইটি, গুঞ্জবাড়ি, কুচবিহার, মোঃ ৯৮৩২৫৮৮৪৬৬/৯৭৩২৫৫৯৮৭৪. (C/115920)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ উত্তরবঙ্গবাসীদের বাড়িতে থেকে নিজের এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম কাজে আয়ের সুযোগ। যোগাযোগ- 7595817526. (K)

■ দাগের ছুটি, বাসনের মুক্তি! কাজের জিনিস, সাশ্রয়ী দাম- গ্রিন প্যাড প্রথম 50 জন ক্রেতার জন্য বিশেষ ছাড়! কাছাকাছি কোথায় পাওয়া যাচ্ছে? (মোঃ) ৮০১৬৩২১২০৬- শিলিগুড়ি। (C/116425)

পেয়িং গেস্ট

■ শিলিগুড়ি লেক টাউন, কর্মরত মহিলা P.G চাই- 9907048810. (C/116441)

ভাড়া

■ SF Road office 750 SFT. 1st floor on rent. Good for CA, Dr., LLB etc. M : 9434044737. (C/116292)

■ 1 BHK fully furnished flat with terrace for women/girls, at Venus More, H.C. Road, Siliguri. M : 8918394139.

■ প্রাইম লোকেশন কমার্সিয়াল স্পেস ভাড়া/লিজ/সেল থানা রোড, ইটাহার, উঃ দিনাজপুর 800 SF/1200 SF/1500 SF/4500 SF. M : 9563394271. (C/116324)

■ To-Let 3 BHK, G. Floor, near Kidzee School, Pref S/Man, Rent-11000/-, Babupara. 9434096777. (C/116323)

■ MG Marg, Gangtok-এর কাছে বাসস্টপে ভোজনালয় ভাড়ায় দিব। M 94341-17292. (C116322)

■ জলপাইগুড়ি থানা রোডে দুটি দোকান ঘর একত্রে ১৬৫+100 স্কোঃ ফিঃ, জল, কল, বাথরুম আছে। 9434117861. (C/115851)

কিডনি চাই

■ মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে O+কিডনিদাতা চাই। ২৫-৪০ বছরের মধ্যে বয়স হলে সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M : 7063721185. (C/116437)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/116318)

ভ্রমণ
ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ লে-লাদাখ 27/9, স্পিতী ভ্যালি 5/9, হিমাচল+ অমৃতসর 8/10, কাশ্মীর 28/9, 8/10, রাজস্থান 8/10, উত্তর ভারত + অযোধ্যা 28/9, কেরল 10/10, আন্দামান যে কোনও দিন। 9733373530. (K)

বিক্রয়

■ জমি বিক্রয় নেপালি বস্তি এবং দোকান বিক্রয় Hill Cart Road. শিলিগুড়ি। M : 98320-42908. (C/116283)

■ 1 BHK flat sale, Sushrut Nagar, Slg., buyers only call 9635314408. (C/116287)

■ শিলিগুড়ি রবীন্দ্রনগর মেইন রোড ও গোখেল রোড সংলগ্ন ৪ কাঠা ৪ ছটাক জমি বাড়ি সহ বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ 8918756394. (C/116296)

বিক্রয়

■ Flat for sale 550 sq.ft. at Ashrampara Siliguri. Ph. - 9800244462/0353-2642323. (C/ 116420)

■ শিলিগুড়ি মেইন শহর থেকে মাত্র ১০ মিনিটের দূরত্বে মেইন রাস্তার ওপর পাকা ড্রেইন ও পাকা রাস্তা করে ২/৩/৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হচ্ছে। 93324-92359. (C/116325)

■ কোচবিহার শহরে 3 কাঠার একটু বেশি জমি সহ দুইতলা পাকা বাড়ি সত্বর বিক্রয় হইবে। M : 8388973155.

■ Garage/Godown for sale 380 sq.ft (approx) near Gopal More, Deshbandhupara, Siliguri. 8759187453. (C/116317)

■ ময়নাগুড়ি দেবীনগর পাড়ায় রাস্তার ধারে বাড়ি সহ রেকর্ডেড জমি বিক্রয় হবে। M : 7501160946. (S/C)

■ কলকাতা বেহালা চৌরাস্তা বাজার সংলগ্ন, মেট্রো স্টেশনের পাশে 2 BHK নতুন ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে। লিফট আছে। ফোন - 9051556888. (C/116273)

■ জলপাইগুড়ি সেনপাড়াতে 3 কাঠা জমির উপর একতলা বাড়ি বিক্রয় হইবে। প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ করুন। M : 70472-89853. (C/116318)

■ Land for sale in Dudhiya, Gajoldoba. M : 9085072978. (C/116431)

বিক্রয়

■ তুফানগঞ্জ-এর লাঙ্গল গ্রামে মানসাই রোডে বাড়ি সহ সাড়ে চার বিঘা জমি বিক্রি হবে - যোগাযোগের সময় 8 A.M. - 8 P.M. 7797829866, 9832378782.

■ চালু অবস্থায় মুড়ির মিল, TATA ACE গাড়ি ও 15 KVA ডিজি বিক্রয়। সর্দারপাড়া, ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি। M :85972-25174. (C/116322)

■ কোচবিহার শহরে কেশব রোড রাজবাড়ি। মিনিবাস স্ট্যান্ডের সম্মুখে দোতলা কমপ্লিট বাড়ি সত্বর বিক্রয়। 2nd plot, 8/9 ফুট রাস্তা। জমি প্রায় ২ কাঠা। ফিক্সড দাম - ১ কোটি ২০ লাখ। শুধুমাত্র ইচ্ছুক ক্রেতা যোগাযোগ করুন। M : 9474932389.

■ জলপাইগুড়ি শিল্প সমিতি পাড়ায় (মাছবাজার যাওয়ার রাস্তা) 20' ফ্রন্ট সহ 700 স্কোঃ ফিঃ দোকান সত্বর বিক্রি। M : 8918220692. (C/115853)

■ শিলিগুড়ি মেডিকেলের নিকট $2\frac{1}{2}$ কাঠা জমির উপর ৩ তলা প্ল্যান- ১ তলা নতুন বাড়ি বিক্রয়। ক্রেতা কেবল যোগাযোগ- 8918754808. (C/116323)

কর্মখালি

■ Required Graphics Designer and Social Media Manager for Bright Academy Panjabi Para, Siliguri. Mail Your CV at hr.brightslg@gmail.com

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে একজন বয়স্ক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের জন্য ভদ্র, অল্পশিক্ষিত, পিছুটানহীন মধ্যবয়সি মহিলা সর্বক্ষণের জন্য প্রয়োজন। 8918756394.(C/116296)

■ Usha Diagnostics-এ Night guard প্রয়োজন। H.S., Local ছেলে (কোচবিহার টাউন)। (M) 8918795517. (C/115915)

■ Required mail collection field Executive for bank recovery. Fixed salary. (M) 8207268877. (C/116413)

■ Required Furniture Factory Supervisor, experience Driver. 9064045590(C/116419)

■ ডিস্ট্রিবিউটার ফার্মে Airtel ও Nestle কোম্পানিতে পুরুষ ও মহিলা সেলসম্যান প্রয়োজন। ফিক্সড মাইনে ও ইনসেনটিভ। শিলিগুড়ি স্থানীয় বাসিন্দা হতে হবে। (M) 9932981085,8967539949. (C/116436)

■ দার্জিলিং-এ নিজস্ব হোটেলের জন্য ভালো Cook চাই। ভালো বেতন সহ বোনাস এবং থাকা-খাওয়া ফ্রি। Contact No- 9748478019(11A.M. to 7 P.M.)(C/116438)

■ Wanted computer teacher for Mantadari High School. Eligibility: Computer Diploma / Degree, interview: 14/05/25(Wed) at 12 noon. Cont: 91263-36407.(C/116322)

কর্মখালি

■ Govt. YVTC-এ Diploma in Beautician কোর্সে ভর্তি চলছে। ডিপ্লোমা পাশ থাকলে পার্লারে কাজের ব্যবস্থা আছে। APD: M: 8167258938 (C/115553)

■ Want Sr.Astt. for Production & Fresher graduate for BLF at Daspara U.D. Send CV at 9932750566 (C/116323)

■ ৪৫ বছরের প্রতিষ্ঠিত ফার্মাসিতে কর্মী প্রয়োজন (হিলকার্ট রোড)। অভিজ্ঞতা অপ্রয়োজনীয়, H.S. পাশ, শেখার আগ্রহ থাকতে হবে। বেতন- 8000-/ (M) 9609806916. (C/116323)

■ কোম্পানিতে ইলেক্ট্রনিক্স/ইলেক্ট্রিক/ITI-এর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মেকানিক চাই। Salary (12000-16000) সাথে রয়েছে ESI, PF ও অন্যান্য সুবিধে। Con- সেবক রোড, শিলিগুড়ি। Ph- 9733395611. (C/116324)

Require

■ Urgently Require, One Experienced, Multilingual, Male/female Sales Executive/Manager for Real Estate Field and One Junior Advocate with Knowledge/experience of handling All kinds of Documents related to Land/property, Send CV at-realofficehr2025@gmail.com

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নমশূদ্র উন্নয়নে বরাদ্দের ভাবনা

লক্ষ্য বিধানসভা ভোট, শীঘ্র নবান্নের ঘোষণার সম্ভাবনা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ মে : গত কয়েকটি নির্বাচনে এই রাজ্যে মতুয়া ও নমশূদ্র ভোটের একটি বড় অংশের সমর্থন হারিয়েছে তৃণমূল। আগামী বিধানসভা ভোটে এই জনসমর্থন ফিরিয়ে আনা এখন তৃণমূলের কাছে পাখির চোখ। এই পরিস্থিতিতে নমশূদ্র ভোট হারানোর কারণ খুঁজে বের করতে ইতিমধ্যেই সমীক্ষা চালিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। সেখানে নমশূদ্রদের জন্য বিশেষ প্যাকেজ না থাকা, জাতিগত শংসাপত্র পেতে সমস্যা সহ একাধিক বিষয় উঠে এসেছে। তারপরই নমশূদ্রদের জন্য অর্থবরাদ্দ বাড়ানোর কথা ভাবতে শুরু করেছে নবান্ন। একই সঙ্গে নমশূদ্রদের জাতিগত শংসাপত্র পেতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্তাদের নিয়েও বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নিয়ে নমশূদ্র বোর্ডের কর্তাদের নিয়েও একপ্রস্থ বৈঠক করেছেন মমতা। খুব শীঘ্রই এই নিয়ে ঘোষণা করতে পারে নবান্ন।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, লোকসভা ভোটেও মতুয়া ও নমশূদ্র অধ্যুষিত এলাকায় তৃণমূলের ফল খারাপ হয়েছে। উত্তরবঙ্গের গাজোল, বালুরঘাট, হিলি, হেমতাবাদ, দার্জিলিং জেলার খড়িবাড়ি, বাতাসি, নকশালবাড়ি, মাটিগাড়া, জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি, দমোহোনি, ধূপগুড়ি, ফুলবাড়ি, ডাবগ্রাম, গজলডোবা, আলিপুরদুয়ার জেলার কামাখ্যাগুড়ি, জয়গাঁ, শামুকতলা, দক্ষিণবঙ্গের রানাঘাট, বনগাঁ লোকসভা এলাকায় প্রায় ৩ কোটির বেশি নমশূদ্র ও মতুয়া লোক আছেন। রাজ্যের প্রায় ৭৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে মতুয়া ও নমশূদ্র ভোট নির্ণায়ক ভূমিকা নেয়। তাই এবার তৃণমূল নমশূদ্রদের দিকে বিশেষ নজর দিতে চাইছে। চলতি আর্থিক বছরে (২০২৪-২৫) নমশূদ্র বোর্ডের মাধ্যমে প্রায় ৬ কোটি টাকার কাজ হয়েছে। কিন্তু চলতি আর্থিক বছরে এই বোর্ডকে এখনও কোনও টাকা বরাদ্দ করা হয়নি। সেই কারণে নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কানে বিষয়টি পৌঁছেছে। তারপরই এই বোর্ডের জন্য অর্থবরাদ্দ বৃদ্ধির কথা ভাবা হচ্ছে।

নমশূদ্র বিকাশ পরিষদের দার্জিলিং জেলা সভাপতি শিব হাজরা বলেন, 'নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য আরও উন্নয়ন দরকার। কারণ এই সম্প্রদায়ের লোকজন পিছিয়ে আছেন। এই নিয়ে সরকারের ভাবা উচিত।'

পশ্চিমবঙ্গ নমশূদ্র বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুল বৈরাগ্য বলেন, 'নমশূদ্র বোর্ডের মাধ্যমে অনেক কাজ হয়েছে। এবার নতুন করে কোনও অর্থবরাদ্দ এখনও হয়নি। কিন্তু রাজ্য সরকার নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষের কথা ভাবছে। খুব শীঘ্রই রাজ্য সরকার অর্থবরাদ্দ করবে।'

> নমশূদ্র বোর্ডের মাধ্যমে অনেক কাজ হয়েছে। এবার নতুন করে কোনও অর্থবরাদ্দ এখনও হয়নি। কিন্তু রাজ্য সরকার নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষের কথা ভাবছে। খুব শীঘ্রই রাজ্য সরকার অর্থবরাদ্দ করবে।
>
> **মুকুল বৈরাগ্য**
> *চেয়ারম্যান, পশ্চিমবঙ্গ নমশূদ্র বোর্ড*

অবাক চোখে।। *কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।*

সিপিএমের অন্দরে যুদ্ধ নিয়ে মতান্তর

রিমি শীল

কলকাতা, ১০ মে : পহলগামে জঙ্গিহানার প্রতিবাদে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পালটা প্রত্যাঘাতে সমর্থন রয়েছে বলে জানায় সিপিএমের পলিটব্যুরো। এমনকি সর্বদলীয় বৈঠকের পর পলিটব্যুরোর তরফে বিবৃতিও জারি করা হয়। কিন্তু চলতি সংঘাতের আবহে সিপিএমের তরুণ নেতা-নেত্রীদের সমাজমাধ্যমে পোস্ট এবং রাজ্যস্তরের নেতাদের মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। পলিটব্যুরোর বিবৃতি ও রাজ্যস্তরের নেতাদের বক্তব্যের পার্থক্যতে এখন দ্বিধাবিভক্ত সিপিএম।

দলের অন্দরেই প্রশ্ন উঠছে, সর্বদলীয় বৈঠকে পূর্ণ সমর্থনের বিষয়ে জানিয়েও বর্তমান পরিস্থিতিতে একাধিক নেতা-নেত্রীর বেফাঁস মন্তব্যের প্রয়োজন ছিল কি? কেউ মন্তব্য করে থাকলেও দলের শীর্ষনেতৃত্ব তার দায় নেবেন না। এমনকি পলিটব্যুরোর পক্ষে এই পরিস্থিতিতে সমর্থন জানানো উচিত। ইতিমধ্যেই সিপিএমের দুই তরুণ নেত্রী দীপ্সিতা ধর ও ঐশী ঘোষের বিরুদ্ধে দেশবিরোধী মন্তব্যের অভিযোগে ই-মেল মারফত তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রীর কাছে অভিযোগও দায়ের করেছেন এক আইনজীবী। যুদ্ধের বিরুদ্ধে মিছিল করেছিল বামপন্থী সংগঠন আইসা। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

শুক্রবারই বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম স্পষ্ট করে দেন, তাঁরা যুদ্ধ নয়, শান্তির পক্ষে। এছাড়াও বালির প্রাক্তন বিধায়ক কণিকা গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণ নেত্রী দীপ্সিতা ধর, ঐশী ঘোষদের সমাজমাধ্যমে পোস্ট নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিতে দলেরই একাংশ মনে করছে, দলের অবস্থান পলিটব্যুরোর বিবৃতি অনুযায়ী হওয়া উচিত। এছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে কেউ যদি কোনও মন্তব্য করে, তার দায় একান্তই তার নিজের ওপরই বর্তায়। এই পরিস্থিতিতে আবেগের বশে বিরূপ মন্তব্য থেকে বিরত থাকাই শ্রেয় বলে মনে করছেন তাঁরা। প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও দলীয় নেতাদের একাংশের ধারণা, রাজ্যস্তরের নেতাদের মন্তব্য ও সর্বদলীয় বৈঠকে শীর্ষস্তরের নেতাদের অবস্থান ভিন্ন মেরুতে থাকলে তা দলের জন্যই নেতিবাচক হয়ে দাঁড়াবে। তাই কোনও ধরনের মন্তব্যের আগে সতর্কতা জরুরি। উত্তরবঙ্গ থেকে সিপিএমের এক রাজ্য কমিটির নেতার কথায়, 'পলিটব্যুরোর বিবৃতি ও সর্বদলীয় বৈঠকে যা বলা হয়েছে, সেটাই আমাদের দলের অবস্থান। এর বাইরে ব্যক্তিগতভাবে কেউ মন্তব্য করতেই পারে।'

আর এক রাজ্য কমিটির নেতার মন্তব্য, 'ভারতীয় সেনার পদক্ষেপকে সমর্থন জানাই। কিন্তু পারমাণবিক যুদ্ধ কে চায়? এতে তো দেশেরও ক্ষতি। সেটাই হয়তো অনেকে মন্তব্য করে ফেলেছেন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কোনওপ্রকার মন্তব্যের আগে সতর্ক থাকা দরকার।'

ধর্মঘট পিছোনোর সম্ভাবনা কম

কলকাতা, ১০ মে : ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতির পরেই সিদ্ধান্ত বদল করতে চলেছে শ্রমিক সংগঠনগুলি। সংঘর্ষের আবহে ধর্মঘট পিছোনোর পরিকল্পনা নিলেও আপাতত তা পিছোনোর আর সম্ভাবনা নেই। ব্রিগেড সমাবেশ থেকে ২০ মে ধর্মঘট ডাকে তারা। তবে চলতি পরিস্থিতিতে তা পিছিয়ে আনার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এআইটিইউসি, এআইইউটিইউসি, এইচএমএস, সিটু সহ শ্রমিক সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ ১৫ মে বৈঠকে বসবে। তখনই বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

নাগরিকত্ব পেলেন সোহিনী

কলকাতা, ১০ মে : পহলগামে জঙ্গি হামলায় নিহত পর্যটক বিতান অধিকারীর স্ত্রী সোহিনী রায়কে ভারতীয় নাগরিকত্ব দিল কেন্দ্রীয় সরকার। শনিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'বিতানবাবুর স্ত্রীকে ভারত সরকার নাগরিকত্ব দিয়েছে। বিবাহ সূত্রে বহুদিন আগেই তাঁর নাগরিকত্ব পাওয়ার কথা ছিল। আমি কেন্দ্রকে তার জন্য ধন্যবাদ জানাই।'

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

ই- প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. এস/০৪/২০২৫-২৬ তারিখঃ ০৯-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেঃ

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. ১০/২৫/৩৮০৪/ওটি/২৮/২০২৫-২৬ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১২-০৫-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এলিমেন্ট ফিল্টার ফাইবারগ্লাস / ড্যাক্রন -৬ ইঞ্চি আইডি × ৮ ইঞ্চি ওডি × ১২ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য থেকে ইএমডি পার্ট নং- ৮৪০২০৬বি [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] ১) পরিমাণঃ নিউ গুয়াহাটি ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৪৫০.০০ টি (২) পরিমাণ: শিলিগুড়ি জংশন ডিজেল ডিপো এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য ১৫০০.০০ টি। পিএল. সংখ্যা- ১৭৪৫৩০৫৭।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. ৬০/২৪/৫১১২/ওটি/২৯/২০২৫-২৬ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৯-০৫-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ১) রোটারি স্ক্রু বৈদ্যুতিক চালিত এয়ার কম্প্রেসর ক্যাপের যোগান, স্থাপন এবং কমিশন: ৫০০ সিএফএম, ১০ কেজি/সেমি বর্গ সহগামী সা-সরঞ্জাম সহিত, মেশিনটি সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোনও আনুষঙ্গিক খরচ, ওয়ারেন্টি সময়ের ১ ম এবং ২ য় সময়ে প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণের খরচ (সমস্ত স্পেয়ার্স এবং কনজিউমেবলস সহিত)। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভারির তারিখের পরে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: হ্যা, পর্যায়সমূহঃ ৪] [ইউডিএম লিংকিং:]। আইটেমের ধরণ: গুডস (যোগান) পরিমাণ- এসএসই/ডেমু/আইসি/শিলিগুড়ি জংশন, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১ সেট, পি.এল নং ৬৫০৫০২৫৫০০৩৫ ২) দফা ১৭ অনুসারে ওয়ারেন্টির পরে পাঁচ বছরের জন্য বিস্তৃত এএমসির ব্যয় (প্রয়োজনে ওয়ারেন্টি পিরিয়ড শেষ হওয়ার পরে কনসাইনি এএমসি শুরু করবে) (বাণিজ্যিক মূল্যায়নের অংশ হবে না) [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে মাস, এএমসি সময়সীমা: ৪ বৎসর, ছাড়ের হার: ২ বৎসরের পরে ১০% প্রারম্ভ] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি পর্যায় আইএনএসপি .: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহ: ০] পরিমাণ: এসএসই/ডেমু/আইসি/শিলিগুড়ি জংশন, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য ১ সেট। পি.এল সংখ্যা. ৬৫০৫০২৫৭। (৩) রোটারি স্ক্রু বৈদ্যুতিক চালিত এয়ার কম্প্রেসার ক্যাপ: ৫০০ সিএফএম, ১০ কেজি/সেন্টিমিটার বর্গক্ষেত্রের যোগান, স্থাপন এবং কমিশনিং সহগামী সা-সরঞ্জাম, মেশিনটি সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোনও আনুষাঙ্গিক সরঞ্জামের ব্যয় সহিত, ওয়ারান্টির সময়ের ১ ম এবং ২ য় সময়ে প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণের খরচ (সমস্ত স্পেয়ার্স এবং কনজিউমেবলস সহিত) (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ২৪ মাস] (পরিদর্শন সংস্থা টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি হ্যা, পর্যায়সমূহ: ৪] (ইউডিএম লিঙ্কিং:) আইটেমের ধরণ: গুডস (যোগান)। পরিমাণঃ এসএসই/এমডব্লুএস/এফডিবিডব্লুএস, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট। পিএল নং -৬৫০৫০৬২৯০০১৯। (৪) দফা ১৭ অনুযায়ী ওয়ারেন্টির পরে পাঁচ বছরের জন্য বিস্তৃত এএমসির খরচ (প্রয়োজনে ওয়ারেন্টির সময়সীমা শেষ হওয়ার পরে কনসাইনি এএমসি প্রারম্ভ করবে) (আংশিক বাণিজ্যিক মূল্যায়ন হবে না) [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে মাস) এএমসি সময়সীমা: ৫ বৎসর ছাড়ের হার, ২ বৎসরের পরে ১০% প্রারম্ভ) [পরিদর্শন সংস্থা সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহ: ০] আইটেমের ধরণ: এএমসি, পরিমাণ- এসএসই / এমডব্লিউএস/ ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ এনএফআর (অসম) এর জন্য ১ সেট পিএল সংখ্যা. ৬৫০৫০৬৩৩ (৫) রোটারি স্ক্রু বৈদ্যুতিক চালিত এয়ার কম্প্রেসার ক্যাপ ৫০০ সিএফএম। ১০ কেজি / সেন্টিমিটার বর্গক্ষেত্রের সহগামী সরঞ্জাম সহ যোগান, স্থাপন এবং কমিশনিং। মেশিনটি সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোনও আনুষাঙ্গিকের সরঞ্জামের ব্যয়, ওয়ারান্টির সময়ের ১ "এবং ২ এর সময় প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণের খরচ (সমস্ত স্পেয়ার্স এবং কনজিউমেবল সহ) [ওয়ারান্টির সময়সীমাঃ ডেলিভেরির তারিখের পরে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: হ্যা, পর্যায়সমূহ: ৪] (ইউডিএম লিঙ্কিং:) আইটেমের ধরণ: গুডস (যোগান)। পরিমাণঃ এসএসই/এমডব্লিএস/নিউ বঙ্গাইগাঁওয়ের এনএফআর (অসম) এর জন্যে -১ টি। পিএল. সংখ্যা-৬৫০৫০৮০৬০০১৭। (৬) দফা ১৭ অনুসারে ওয়ারান্টির পরে পাঁচ বছরের জন্য বিস্তৃত এএমসির খরচ (প্রয়োজনে ওয়ারেন্টি সময়সীমা শেষ হওয়ার পরে কনসাইনি এএমসি শুরু করবে) বাণিজ্যিক মূল্যায়নের অংশ হবে না) [ওয়ারেন্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে মাস এএমসি সময়সীমা ৫ বৎসর, ছাড়ের হার: ২ বৎসরের পরে ১০% প্রারম্ভ] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি.: প্রযোজ্য হবে না। পর্যায়সমূহ: ০] আইটেমের ধরণ: এএমসি, পরিমাণ: এসএসই / এমডব্লিউএস/নিউ বঙ্গাইগাঁও এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট। পিএল. সংখ্যা - ৬৫০৫০৮০৮৩। (৭) রোটারি স্ক্রু বৈদ্যুতিক চালিত এয়ার কম্প্রেসার ক্যাপঃ ৫০০ সিএফএম, ১০ কেজি / সেমিঃ যোগান, স্থাপন ও কমিশনিং, সহগামী সরঞ্জাম সহিত, মেশিনটি সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোনও সরঞ্জামের ব্যয়, ওয়ারান্টির সময়সীমা ১ ম এবং ২ য় সময়ে প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণের খরচ (সমস্ত স্পেয়ার্স এবং কনজিউমেবল সহ) [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা টিপিআই পর্যায় আইএনএসপি হ্যা, পর্যায়: ৪] (ইউডিএম লিঙ্কিং] আইটেমের ধরণ: গুডস (যোগান)। পরিমাণঃ এসএসই/ডি/নিউ গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট। পি.এল ৬৫০৫০০০৭২৩৭৭।

ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেন্ডার সংখ্যা. ৩০/২৪/১১১২/ওটি/৩০/২০২৫-২৬ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৯-০৫-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আরসিএফ ডিআরজি নং -এলডব্লিউ ৫৬৩৫০ পর্যন্ত এণ্ড ওয়াল ডোর সম্পূর্ণ। এএলটি-এইচ এমএটি. স্পেসিফিকেশন-এমডিটিএস ০৮২ (আরইভি -৪) ওয়ারান্টি: কোচের কমিশনিঙের তারিখের পরে ৭২ মাস অথবা যোগানের তারিখ থেকে ৮৪ মাসের মধ্যে যেটি আগে হয় এবং তার নিজের খরচে এবং ঝুঁকিতে এটি প্রতিস্থাপন করা হবে। (ওয়ারেন্টি সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৮৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০] (ইউডিএম লিংকিং:) আইটেম: ২৪০০০০২, এলএইচবি কোচের জন্য স্লাইডিং ডোর সাব আইটেম: এলএইচবি কোচের জন্য স্লাইডিং ডোর আইটেমের ধরণ: গুডস (যোগান)। ১) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও / ওয়ার্কশপ / ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৪৫ টি, (২) পরিমাণঃ ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৪৫ টি ৩) পরিমাণঃ পান্ডু / জিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৬ টি। পিএল. সংখ্যা. ৩৩৫৬৬৩৩১।

ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেন্ডার সংখ্যা. ১০/২৫/৩৭৯৮/ওটি/৩১/২০২৫-২৬ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৩-০৫-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এলিমেন্ট ফিল্টার ও ডিএলডব্লিউ পার্ট নং- ১৭৪৫২১৬৮ থেকে ইএমডি পার্ট নং- ৮৪৭০৯০৩, এমপি টিপি -৫০, আরইভি ০.০১, জুলাই-২০১৩ [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপিঃ নেই, পর্যায়সমূহ: ০] [ইউডিএম লিঙ্কিং:] আইটেম: ২২০১০৭০, ইএমডি লোকোমোটিভের জন্য এলিমেন্ট ফিল্টার আইটেমের ধরণ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণঃ শিলিগুড়ি জংশন/ডিজেল/ডিপো এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য ২৪০০ টি, ২) নিউ গুয়াহাটি/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৫০০ টি। পিএল সংখ্যা. ১৭৪৫২১৬৮।

ক্রমিক সংখ্যা. ৫। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫১১৩এ/ওটি/৩২/২০২৫-২৬ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৬-০৫-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ (১) কার্ড স্লিপার টি-৮৯৮১ [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপিঃ প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহ: ০] [ইউডিএম লিঙ্কিং] আইটেমের ধরণ: গুডস (যোগান) পরিমাণঃ এসএসই/সিএস/এইচকিউ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে, ১৫০০ টি, পিএল. সংখ্যা. ৬০০৩০১৫৭০০১৮। ২) কার্ড স্লিপার টি -৮৯৮২ (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস)। (পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহ: 0], [ইউডিএম লিঙ্কিং] আইটেমের ধরণ: গুডস (যোগান)। পরিমাণঃ এসএসই/সিএস/এইচকিউ এনএফআর (অসম) এর জন্য ৪৫০০ টি। পিএল. সংখ্যা- ৬০০৩০১৫৮০০১২। ৩) ৬০ কেজি কার্ডড ওয়াইডার স্লিপার, টি -৮৯৮০ [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহ: ০] (ইউডিএম লিংকিং:) আইটেমের ধরণঃ গুডস (যোগান), পরিমাণঃ এসএসই/সিএস/এইচকিউ এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৫০০ টি, পিএল নং-৬০০৪০০৭৪০০৮০। ৪) কার্ভের জন্য পিএসসি স্লিপারস, আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি -৮৯৭৯ [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি-প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহ: ০] [ইউডিএম লিংকিং:) আইটেমের ধরণ: গুডস (যোগান), পরিমাণঃ এসএসই/সিএস/এইচকিউ, এনএফআর (অসম) এর জন্য ১৫০০ টি। পি এল নং ৬০১১১০০৮।

ক্রমিক সংখ্যা. ৬। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫১৭৬/ওটি/৩৩/২০২৫-২৬ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩০-০৫-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ পিএসসি স্লিপার ৮.৫ এ ১ এর থেকে আরডিএসও ডিআরজি নং. টি -৪৯৬৭ এর উপরে এএলটি ৭/ পর্যন্ত বিজি ৬০ কেজি (ইউআইসি) এর জন্য সিএমএস ক্রসিঙের প্রস্তুতকরণ এবং যোগান। ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখের ১০ দিন পূর্ব পর্যন্ত সংশোধন সহ এবং আইআরএস স্পেসিফিকেশন নং. টি-২৯/২০১৬ অনুসারে। সিএমএস ক্রসিংয়ের জন্য এবং সিআই ডিসটেল ব্লক, প্যাকিং পিসেস, এম.এস. টেপার্ড ওয়াশার, চেক ব্লক এবং বিভিন্ন আকারের বোল্ট এবং নাটস সহ ড্রয়িঙে নির্দেশিত অন্যান্য আইটেমগুলি ছাড়া ড্রয়িঙে তালিকাভুক্ত অনুসারে ড্রয়িং সম্পূর্ণ। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: হ্যা, পর্যায়সমূহ: ১), (ইউডিএম লিংকিং] আইটেম: ৩১০০০৪৮, কাস্ট ম্যাঙ্গানিজ স্টিল ক্রসিংস এবং ওয়েল্ডেবল কাস্ট ম্যাঙ্গানিজ স্টিল ক্রসিংস, সাব আইটেম: কাস্ট ম্যাঙ্গানিজ স্টিল ক্রসিংস, আইটেমের ধরণ: গুডস (যোগান) পরিমাণ: এসএসই / পি.ওয়ে / টিডি / বঙ্গাইগাঁও, এনএফআর (অসম) এর জন্যে, ১৬৭ সেট। পিএল সংখ্যা. ৬০০৬০০৮৬।

ক্রমিক সংখ্যা. ৭। টেন্ডার সংখ্যা. ৫০/২৫/৫১২৪/ওটি/৩৪/২০২৫-২৬ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৩-০৫-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ১) ০৪ বছরের অনসাইট ওয়ারেন্টি সহ স্টেশনসমূহে টিএস অনুসারে আরএফআইডি কার্ড রিডারের অনসাইট যোগান, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং কমিশনিং। [ওয়ারেন্টি সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৪৮ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি.- নেই, পর্যায়সমূহ: ০] [ইউডিএম লিঙ্কিং] আইটেমের ধরণ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণঃ ডিসিএম/তিনসুকিয়া, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৩ টি। ২) পরিমাণঃ জ্যেষ্ঠ ডিসিএম/লামডিং, এনএফআর (অসম) এর জন্য -৯ টি। ৩) পরিমাণ: জ্যেষ্ঠ মাণ্ডলিক বাণিজ্যিক প্রবন্ধক/আলিপুরদুয়ার জংশন, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য ১৬ টি। ৪) পরিমাণঃ জ্যেষ্ঠ ডিসিএম/কাটিহার, এনএফআর (বিহার) এর জন্য ১৯ টি। ৫) পরিমাণ: জ্যেষ্ঠ ডিসিএম/রঙ্গিয়া, এনএফআর (অসম) এর জন্য ১৭ টি। পিএল নং: ৫৭০১৬০৭৩০০১৩। ২) পরিমাণঃ ০৪ বৎসরের অনসাইট ওয়ারেন্টি সহিত স্টেশনগুলিতে টিএস অনুযায়ী প্রতিটি এটিভিএম মেশিনের বিপরীতে ৫০০ নম্বরের আরএফআইডি কার্ড সহ এটিভিএম অনসাইট যোগান, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং কমিশনিং। ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৪৮ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপিঃ নেই, পর্যায়সমূহ: ০] (ইউডিএম লিঙ্কিং:) আইটেমের ধরণ: গুডস (যোগান) ১) জ্যেষ্ঠ ডিসিএম/রঙ্গিয়া, এনএফআর (অসম) এর জন্য ১৯টি, ২) পরিমাণঃ ডিসিএম/তিনসুকিয়া, এনএফআর (অসম) এর জন্য ১৯ টি, ৩) পরিমাণ: জ্যেষ্ঠ ডিসিএম/লামডিং, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২৭ টি ৪) জ্যেষ্ঠ ডিসিএম/কাটিহার, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে ৫৯ টি। (৫) পরিমাণঃ জ্যেষ্ঠ মাণ্ডলিক বাণিজ্যিক প্রবন্ধক/আলিপুরদুয়ার জংশন, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ২১ টি। পিএল নং-৫৩৯৮১৮২২১০৬৫। ৩) ০৪ বৎসরের অনসাইট ওয়ারেন্টি সহ স্টেশনগুলিতে টিএস অনুযায়ী এসএমসির অনসাইট যোগান, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং কমিশনিং। [ওয়ারান্টির সময়সীমাঃ ডেলিভারির তারিখের পরে ৪৮ মাস)। [পরিদর্শন সংস্থা- টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপিঃ নেই, পর্যায়সমূহ: ০] [ইউডিএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরণ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণঃ জ্যেষ্ঠ ডিসিএম / কাটিহার, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে ১৯ টি। পিএল নং-৬৫০১০১৩৩০০৫০।

ক্রমিক সংখ্যা. ৮। টেন্ডার সংখ্যা. ৬২/২৫/৫০০৭এ/ওটি/৩৫/২০২৫-২৬ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৮-০৫-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ হ্যান্ড হেল্ড লাইট ওয়েট ব্যাটারি মাউন্টেড অফ ট্র্যাক ট্যাম্পার সেট (গুডস-লাইট ওয়েট লিথিয়াম ব্যাটারি মাউন্টেড ট্যাম্পিং মেশিন প্রয়োজনীয় ট্যাম্পিং টুল এবং সরঞ্জাম সহ। আরডিএসও অনুসারে ট্যাম্পিং টুলস সহ ২ টি টেম্পার থাকা অফ-ট্র্যাক টেম্পারের একটি সেট)। [ওয়ারেন্টি সময়সীমা ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপিঃ নেই, পর্যায়সমূহ- ০] (ইউডিএম লিঙ্কিং:) আইটেমের ধরণ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণঃ জ্যেষ্ঠ খণ্ড অভিযন্তা/ পি.ওয়ে / স্মল ট্র্যাক মেশিন এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য ৩ সেট। পিএল নং ৮০২০০০০২৮৭১৫।

ক্রমিক সংখ্যা. ৯। টেন্ডার সংখ্যা. ৩৭/২৫/০৭৭৮এ/ওটি/৩৬/২০২৫-২৬ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৬-০৫-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ হুইল সি এণ্ড ডব্লিউ এনজি (পার্ট ফিনিশড) ডিআরজি নং. এনএফআর, ডিএইচআর /সি/০১০, এএলটি -৫ এমএটি স্পেসিফিকেশন আইআরএস, আইআরএস -১৯/৯৩ পিটি -২ (আরইভি- ৪) আগস্ট ২০১৫ এর সংশোধনী নং ১ [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০] [ইউডিএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরণ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্য ২০০ টি। ২) তিনধরিয়া স্টোর ডিপোর এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য ২০০ টি। পিএল সংখ্যা-৩৯০৬০০৫৬।

ক্রমিক সংখ্যা. ১০। টেন্ডার সংখ্যা. ৪০/২৫/০৩৯৬/ওটি/৩৭/২০২৫-২৬ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২০-০৫-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ২৫ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ব্রাশ লেশ অল্টারনেটর, ১১০/১৩০ ভোল্ট ডিসি, উভয় প্রান্তে চালিত ভি-বেল্ট, ডীপ গ্রুভ ভি বেল্ট অল্টারনেটর পুলি, এঙ্গেল পুলি, পলি ক্লোরোপ্রিন রাবার প্যাড, সুরক্ষা চেইনসহ সম্পূর্ণ, ১১০ ভিএ ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত বেল্ট টেনশনিং ব্যবস্থা, আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি / ০০৫৬-২০০৪ (আরইভি ৪) অনুসারে ডিসি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কোচ। সংশোধনী নং ১ সহ এবং রেকটিফায়ার কাম রেগুলেটর ইউনিট ছাড়া [ওয়ারান্টির সময়সীমাঃ ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস)। (কোয়ানটিটি টোলারেন্স (+/-): ৫% আয়ু, আইটেম শ্রেণীঃ নর্মাল, মোট পিও ভেল্যু ভেরিয়েশন অনুমোদিত: সর্বোচ্চ ৮ লাখ) ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন / ওয়ার্কশপ / ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৮.০০ টি, ২) পরিমাণ- কাটিহার/ জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে ১.০০ টি, ৩) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও / ওয়ার্কশপ / ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৯.০০ টি, ৪) পরিমাণঃ নিউ জলপাইগুড়ি / জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ২.০০ টি, পিএল. সংখ্যা.- ৪৫০৩০৮৭০।

ক্রমিক সংখ্যা. ১১। টেন্ডার সংখ্যা. ৪০/২৫/০৩০৬/ওটি/৩৮/২০২৫-২৬ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৯-০৫-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং আরডিএসও / পিই / এসপিইসি / এসি -০০১৩-২০১১ (আরইভি ২) অনুসারে ৪.৫ কেডব্লিউ অল্টারনেটরের জন্য ইলেক্ট্রনিক রেকটিফায়ার কাম রেগুলেটর ইউনিট (ইআরআরইউ)। (ওয়ারান্টির সময়সীমা- ডেলিভেরির তারিখের ৩০ মাস পরে) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ ০] [ইউডিএম লিঙ্কিং:] আইটেম টাইপ গুডস (যোগান), ১) পরিমাণঃ পাণ্ডু/জিএসডি এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১২ টি ২) পরিমাণ: নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ২ টি, ৩) পরিমাণঃ ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৮ টি, ৪) কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে ২ টি, পিএল নং ৪৫১২৪৮৮৭।

নোটঃ টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেন্ডারকর্তাগণ **(www.ireps.gov.in)** ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি অ্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

পিসিএমএম, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সন্তানদের নিয়ে ব্যস্ত 'জেল জননী' অলকানন্দা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১০ মে : সংশোধনাগারের অন্ধকারে যখন জীবন কাটে বন্দিদের, তখন মাতৃরূপে তিনি ধরা দিয়েছেন। তিনি 'জেল জননী'। শয়ে-শয়ে বন্দি তাঁর কোলে শান্তিতে মাথা রাখেন। গর্ভধারিণী না হলেও তিনি বরাভয়প্রদায়িনী। তিনি 'অসুর'দের বধ করেন না, মানুষ করেন।

২০০৭ সালে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের বন্দিদের কাছে 'ম্যাডাম' থেকে 'মা' হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। আন্তর্জাতিক মাতৃ দিবসের আগে এই 'শত পুত্রের জননী' হওয়ার গল্প শোনাচ্ছিলেন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী অলকানন্দা রায়।

কখনও ভয় পাননি? উত্তরে হাসিমুখে অলকানন্দার জবাব, 'ওরা আমাকেই বাঘের মতো ভয় পায়। ভুল করলে খুব বকা দিই, মারিও। পরের দিন আবার কাছে টেনে আদরও করি।' প্রায় ২০ বছর আগে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে তিনি গিয়েছিলেন নারী দিবসের অতিথি হিসেবে। তারপর থেকেই এখনও পর্যন্ত বন্দিদের নিয়ে চলছে অলকানন্দার 'ডান্স থেরাপি'। বৈশাখের এই চড়া রোদের মধ্যেও তাঁর কাছে নাচ শিখতে ক্লান্ত হন না বন্দিরা।

স্মৃতিচারণ করে অলকানন্দা বলেন, 'একদিন ওদের মধ্যেই একজন নাচ করার সময়ে চড়া গরমে অচেতন হয়ে পড়ে। চোখেমুখে জল দেওয়ার পর সে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। পরের দিন সে আমাকে একটা চিরকুট দেয়। সেখানে লেখা ছিল, মাকে হারিয়েছি অনেকদিন। আপনাকে দেখেই মায়ের কথা মনে পড়ছে। এটাই তো আমার প্রাপ্তি। আমি কিন্তু কিছুই করিনি, শুধু ভালোবেসেছি...।'

আজ মাতৃ দিবস

নৃত্যশিল্পী অলকানন্দা রায়।

অলকানন্দা এই কাজে পরিবারের সমর্থন পেয়েছেন আজীবন। প্রেসিডেন্সির বন্দিদের নিয়েই তাঁর ঐতিহাসিক উদ্যোগ 'বাল্মীকি প্রতিভা'। যেখানে সংশোধনাগারের বন্দিরা রাজ্যজুড়ে নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে নাচের পোশাক তৈরি, প্রপস তৈরি ও ব্যাক স্টেজ সাজানো থেকে শুরু করে পুরো অনুষ্ঠানের দায়িত্বই থাকে বন্দিদের হাতে। তবে ছাড়া পাওয়ার পর বন্দিরা কি মনে রাখেন তাঁদের এই 'মা'-এর কথা? উত্তরে অলকানন্দা বলেন, 'অবশ্যই। বেশিরভাগই যোগাযোগ রাখে। আমাকে নিজেদের নতুন গাড়ি, বাড়ি ও পরিবারের ছবি পাঠায়। কিছুদিন আগেই একটি টক-শোতে দুজনের সঙ্গে কথা হল। এখন তো আবার নতুন বাচ্চারা এসেছে। ওরাও আমাকে মা ডাকে।'

আসামিরা তাঁর কাছে 'বাচ্চা'। আদালতের বিশেষ অনুমতি নিয়ে সংশোধনাগারের শিশুদেরকে তিনি বাইরের স্কুলে পাঠিয়েছেন। অভিনয় জগতে তাঁর হাত ধরে প্রকাশ পেয়েছে নাইজেল আকারার মতো প্রতিভা। তাঁর 'বাচ্চা'দের মধ্যে কেউ এখন মুম্বইয়ে পরিচিত শেফ, কেউ ব্যবসা করছেন, কেউ আবার নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই বিষয়ে প্রশ্ন করতেই অলকানন্দার উত্তর, 'বিশেষ কাউকে নিয়ে প্রশংসা করব না। একজনের প্রশংসা করলে অন্যরা কষ্ট পায়। সবাই আমার সন্তান। আর মায়ের চোখে সব সন্তানই সমান।'

আগামী জুনেই বন্দিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে 'বাল্মীকি প্রতিভা'। মাতৃত্বের স্বাদ প্রসঙ্গে অলকানন্দা বলেন, 'জীবনে আমার মতো সুযোগ ক'জনই বা পায়? ওরা কিন্তু কখনও আমার ক্ষতি করেনি। ভালোবাসাই একমাত্র ওষুধ। সেই ভালোবাসা আর মাতৃস্নেহ দিয়েই শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে যাব সারাজীবন।'

বুধবার মন্ত্রীসভার বৈঠক মমতার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১০ মে : যুদ্ধের আবহে রাজ্যজুড়ে সতর্কতার পাশাপাশি উন্নয়নের কাজে কোনওমতেই শিথিলতা চান না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিষয়ে তাঁর কথাও হয়েছে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে।

নবান্নে সরকারের শীর্ষ মহলের খবর, সব দপ্তর সচিবের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে উন্নয়নের কাজে বিশেষ নজরদারি রাখার জন্য মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই চলতি বছরের বাজেটের বরাদ্দ টাকার ৩০ শতাংশের বেশি দপ্তরগুলিকে খরচের অনুমোদন দিয়েছে অর্থ দপ্তর।

বরাদ্দ ওই অর্থে দপ্তরগুলির কী কী কাজ শুরু হয়েছে, তার নিয়মিত মনিটরিংয়ের ওপর নজর রাখতে বলা হয়েছে অর্থ দপ্তরকে। নয়া প্রকল্পগুলির কাজের সর্বশেষ রিপোর্ট নিয়মিতভাবে সরকারি পোর্টালে তোলার বিষয়টিও সুনির্দিষ্টভাবে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে দপ্তরগুলিকে। আগামী বুধবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠক হওয়ার কথা। সংঘর্ষবিরতি হওয়ায় মন্ত্রীসভার বৈঠক হবে বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীসভায় তাঁর সতীর্থ মন্ত্রীদের সঙ্গে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবেন বলেই খবর।

কালোবাজারি রুখতে বাজারে টাস্ক ফোর্স

কলকাতা, ১০ মে : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পরই কলকাতা সহ জেলার বাজারগুলিতে হানা দেওয়া শুরু করল টাস্ক ফোর্স। পহলগামে জঙ্গি হামলার কারণে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই সুযোগ নিয়ে জিনিসপত্রের দাম ঊর্ধ্বমুখী করা বা কালোবাজারি রুখতে সতর্ক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর শনিবার সকালেই কলকাতা সহ বিভিন্ন বাজারে পৌঁছে যান টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা।

এদিন কলকাতার অন্যতম বড় পাইকারি বাজার বৈঠকখানা ও কোলে মার্কেটে গিয়ে সমস্ত জিনিসের দাম খতিয়ে দেখেন তাঁরা। ক্রেতাদের সঙ্গেও কথা বলেন রাজ্য টাস্ক ফোর্সের আধিকারিকরা। টাস্ক ফোর্সের সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে বলেন, 'যে পাইকারি বাজারগুলিতে আমরা আজ গিয়েছিলাম, সেইসব বাজারে জিনিসপত্রের দাম ঠিকই রয়েছে। ক্রেতারা কোনও অভিযোগ জানাননি। এখন থেকে কলকাতা ও জেলার প্রতিটি বাজারে নজরদারি চালানো হবে। এই পরিস্থিতিতে কোনও অসাধু চক্র যাতে মাথাচাড়া দিয়ে না ওঠে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।' এছাড়া জেলার বাজারগুলিতেও টাস্ক ফোর্সের প্রতিনিধিরা পৌঁছোন। বর্ধমানের স্টেশন বাজার, তেঁতুলতলা বাজার, রথতলা বাজার সহ একাধিক জায়গায় গিয়ে বিভিন্ন জিনিসপত্রের দাম জিজ্ঞাসা ও ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। এই সারপ্রাইজ ভিজিট নিয়ে টাস্ক ফোর্সের আর এক সদস্য কমল দে বলেন, 'পরের সপ্তাহ থেকে আমাদের ধারাবাহিক পরিদর্শন চলবে। পাইকারি ও খুচরো সমস্ত বাজারেই যাব আমরা।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পূর্ব মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা শুভজিৎ দে - কে 18.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 62G 41996 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "লটারি জেতা এমন একটি ব্যাপার যা আমি খবরে দেখেছি কিন্তু যখন আমার সাথে এমনটা ঘটে, তখন আমি আনন্দিত হয়ে উঠি। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার সুযোগটি দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

অতি সম্প্রতি মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হল। অনেকদিন ধরে যে প্রশ্ন উঠছে, তা প্রবলভাবে উঠছে এবারও। শহর ও মফসসলের সেরা ছাত্ররা ও তাদের অভিভাবকরা কি মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন এই দুটি বোর্ড থেকে? তাঁদের নজর কি বেশি আইসিএসই, আইএসসি, সিবিএসই বোর্ডে পড়ার ব্যাপারে? তা হলে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক বোর্ডের ভবিষ্যৎ কী? উত্তর সম্পাদকীয়তে এ নিয়ে চর্চায় তিন জেলার তিন শিক্ষক।

মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের ভবিষ্যৎ

‘আমার সন্তান এই স্কুলে পড়ে না!’

শুভ্র মৈত্র

এখন উচ্ছ্বাসের সময়, এখন অভিবাদনের সময়। পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর এখন সময় সাফল্য উপভোগের। উত্তরবঙ্গের ছাত্র রাজ্যে প্রথম হলে অবশ্যই এই জনপদে তা আলোড়ন সৃষ্টি করে। দৈনিকের শিরোনাম হয়, ‘কলকাতাকে হারিয়ে দিল জেলা’। আহা, কী দারুণ তৃপ্তি। এক শহরের এই রাজ্যে শিরোনামে উঠে আসা জেলার বাসিন্দা হিসেবে তৃপ্তির ঢেঁকুর ওঠে। দেখতে মন চায় না গভীরে থাকা সত্যগুলি। কলকাতা অনেক আগেই মুখ ফিরিয়েছে মাধ্যমিক থেকে। সেখানে সক্ষম অভিভাবকের সংখ্যা বেশি। তাঁরা ছেলেমেয়েদের আইসিএসই বা সিবিএসই সিলেবাসে পড়ান। সেই ফলেই নজর থাকে তাঁদের। শুধু কলকাতাই বা বলি কেন, জেলা শহরেও তো আজ ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াটাই দস্তুর। যাঁদের রেস্ত আছে তাঁরা ছেলেমেয়েদের সেখানেই ভর্তি করেন। আর যদি একান্তই থাকতে হয় মাধ্যমিকে, তাহলে খুঁজতে হয় এমন কোনও স্কুল যা সরকারি নিয়মের জাঁতাকলে পড়ে না। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস মানলেও যে স্কুল হবে বেসরকারি, পরিকাঠামো হবে সরকারি স্কুলের চেয়ে অনেক ভালো। তাই এটা খুব বিস্ময়ের নয় যে মেধাতালিকায় ক্রমশ দখলদারি বাড়ছে বেসরকারি স্কুলের।

এ বড় আনন্দের সময়। প্রিয় সাহিত্যিক, ভবিষ্যতের পরীক্ষার্থীদের পরামর্শ ছাড়াও এ সময় কৃতজ্ঞতাও জানাতে হয়, ‘স্কুলের শিক্ষকদের কাছে ভীষণভাবে ঋণী’। প্রধান শিক্ষকের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার সময় এখন। হাততালির মুখর শব্দে চাপা পড়ে যায়, ‘প্রতিটি বিষয়ের জন্যই আমার একজন করে প্রাইভেট টিউটর ছিলেন’। দুয়োরানি হয়ে পরে থাকা সরকারি স্কুল জানাতে পারে না, রুটিনের ক্লাস করাই দায়, আলাদা করে কোনও ছাত্রছাত্রীকে দেখা তার কাছে এক অলীক স্বপ্ন।

এখন উৎসবের সময়, এখন সময় উদযাপনের। এখন হাঁ করা মুখে চামচে করে রসগোল্লা খাওয়ানোর সময়, ফ্রেমে বন্দি করার সময় সেই মুহূর্ত। এই সময়ে তাকাতে নেই সরকারি স্কুলের পরিকাঠামোর দিকে। শহরাঞ্চলে পড়ুয়া ক্রমশ কমছে, উদ্বৃত্ত হচ্ছেন শিক্ষক, অন্যদিকে গ্রামের স্কুলগুলিতে উপচে পড়ছে ছাত্রছাত্রী। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত দৃষ্টিকটুভাবে বিসদৃশ। গত কয়েক বছর ধরে চালু হওয়া বদলি নীতি’র সাইড এফেক্ট পড়েছে গ্রামের স্কুলগুলিতে। পড়ুয়াদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য চালু মিড-ডে মিল, কন্যাশ্রী সহ নানা ভাতা দেওয়ার সরকারি উদ্যোগে শামিল হতে হয় স্কুলের শিক্ষকদের একটা বড় অংশকে। শুধু শিক্ষকের অপ্রতুলতাই নয়, ক্লাসরুমের সংখ্যা বা অন্যান্য পরিকাঠামোও ক্রমশ নিম্নমুখী। পড়ুয়াদের স্কুলবিমুখ করার জন্য যা যথেষ্ট।

এখন অভিনন্দন কুড়নোর সময়, এতদিনের কঠোর পরিশ্রমের ফল উপভোগ করার সময়। জীবনের লক্ষ্য বলার সময়। তাকাতে নেই ফেলে আসা স্কুলের ছোটদের দিকে। তারা কয়েকদিন আগেই ক্লাসরুমে নোটিশ পেয়েছে, ‘প্রবল গরমের কারণে আগামীকাল থেকে স্কুল ছুটি’। অব্যক্ত ছিল, ‘কবে খুলবে কেউ জানে না’। গত কয়েক বছরের ট্রেন্ড এটা। কোনও ব্যক্তির ইচ্ছাতেই আবহাওয়া ব্যতিরেকে ছুটি হয়, দীর্ঘ দীর্ঘ ছুটি। শিক্ষাবর্ষের সময়কাল ক্রমে সংকুচিত। অবধারিতভাবে বড় অংশের গ্রামের পড়ুয়াকে ঠেলে দেওয়া হয় জীবিকা সন্ধানে আর ছোট অংশকে প্রাইভেট টিউটরের দরজায়। সরকারি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষাদানের সদিচ্ছা আগেই হারিয়েছেন। তিনি জেনে গিয়েছেন এই চাকরিতে শুধু নিশ্চিন্তি আছে। অ্যাকাউন্টেবিলিটি নেই। তাঁর ফাঁকিবাজ হতে কোনও বাধা নেই। ক্লাসে জিজ্ঞাসু পড়ুয়ার সামনে শিক্ষক অস্বস্তিতে পড়েন, বিজ্ঞানের দ্বিতীয় অধ্যায়টা সবে হয়েছে, বাকিটা পড়ানো যাবে না, স্কুল ছুটি হয়ে গেল। আর স্কুল থেকে বেরোনোর সময় মনে মনে বলেন, ‘ভাগ্যিস আমার সন্তান এই স্কুলে পড়ে না!’

এই নিকষ অন্ধকারেও যখন প্রান্তিক জনপদের কোনও পড়ুয়া ভালো রেজাল্ট করে, জানায় তার সম্বল বলতে ছিল শুধু ইচ্ছাশক্তি, কোনও শিক্ষক যদি ছুটিতেও ডেকে নেন ছাত্রছাত্রীদের--- আলো জ্বলে ওঠে। তবে শুধুই ব্যতিক্রমের শিখা সেটা।

আসলে গত কয়েক বছর ধরেই স্কুলের সঙ্গে, স্কুলের শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের সংযোগ কমিয়ে দেওয়ার এক সুনিপুণ প্রক্রিয়া চলছে। না জেনেই শামিল হয়েছেন ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সকলেই। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি--- স্বাস্থ্যের মতোই শিক্ষাও এক পণ্য বলে পরিগণিত। সরকারি নয়, বেসরকারি ব্যবস্থাতেই তা মিলবে। রেস্ত থাকলে তবেই তুমি তা কিনতে পারবে।

(লেখক মালদার শিক্ষক)

এই শহরে আর যেমন রিকশা ফিরবে না, তেমন...

কৌশিক দাম

জলপাইগুড়ি শহরের অনেক অধঃপতনের মতো আর একটা পতনের দিক হল, প্রায় প্রতি বছর মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে ফলাফল খারাপ হওয়া। আরও সোজা করে বললে রাজ্যের মধ্যে লাস্ট হওয়া। এবার প্রশ্ন, এটা কি আদৌ জেলার সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার হালহকিকত?

আসলে কয়েকটা জিনিস আমরা নিজেরাও মানতে চাই না। আর চাইলেও বুঝতে চাই না। এ শহরের ভেতর ভেতর অনেক পরিবর্তন এসেছে, যুগের হাওয়ায় পালটেছে আর্থসামাজিক পরিস্থিতি। এই তো ক'দিন আগে শহরের ব্যবসা হত মেরেকেটে ১০ তারিখ পর্যন্ত। দিনবাজার, কদমতলা, কামারপাড়ার দোকানিরা তাঁদের জামাকাপড় আনতেন ক্রেতাদের মাথায় রেখে। বাড়তি এনে লাভ নেই জানতেন। শহরের সব মানুষ সবাইকে চেনেন, কার কত বেতন হতে পারে, সেটাও জানা পাড়ার মুদি থেকে স্টেশন বাজারের মাছ বিক্রেতার। এভাবেই চলেছে পুরো শহর।

আর আজকে একবার কদমতলা দিয়ে হেঁটে গেলে দেখা যায়, ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ মন ভালো করতে ব্র্যান্ডেড জামা, জুতো নিয়ে আর মোমো-বিরিয়ানি খেয়ে বাড়ি ফিরছে। টাকা এসেছে অনেক। অবশ্য তা জমানোর জন্য নয়, উড়িয়ে দেওয়ার জন্য। শহরজুড়ে অনেক অনেক নতুন মানুষের বসত হয়েছে, চারদিকে গজিয়ে উঠেছে ফ্ল্যাট।

এগুলো তো ভালো কথা, তাহলে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের ফল খারাপ কেন? উত্তর হল, খারাপ হয়নি তো। ইংরেজি বোর্ডগুলোর ফলাফল দেখুন। আসল সত্য, এই শহরের জন্য জেলার রেজাল্ট ভালো হত। শহরের কয়েকটা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ওপর নির্ভর করে। তাদের মেধাতালিকায় অবস্থানে ঢাকা পড়ে যেত জেলার বাকি এলাকার দৈন্য। অবশ্য এর কয়েকটা ব্যতিক্রমও ছিল।

এখন সেই নিম্নমধ্যবিত্ত, সরকারি চাকুরেরা হাতেগোনা জলপাইগুড়িতে। আর যাঁরা আছেন, তাঁরাও যুগের হাওয়ায় গা ভাসিয়ে শহরের ভালো বাংলামাধ্যমের স্কুলে তাঁদের বাচ্চাদের পড়ান না। কেন পড়ান না, তার অনেক কারণ। প্রধান কারণ, বেশ কয়েক বছর শহরের দুটো স্কুলে লটারির মাধ্যমে ভর্তির কারণে। আবার ভালো করে দেখলে দেখা যাবে, এইসব ভালো স্কুলে বেশিরভাগ শিক্ষকই ছিলেন শহরের আদি বাসিন্দা। তাঁদের স্কুলের প্রতি ভালোবাসার জায়গা অন্যরকম ছিল।

ইংরেজি বলতে পারা এখন একটা অন্যতম প্রধান আকর্ষণ এবং প্রয়োজনীয় তো বটেই। অনেক নতুন নতুন পেশায় ইংরেজি জানা আর বলা আসল বিবেচ্য বিষয়। তাই শহরে এত ইংরেজিমাধ্যম স্কুল এবং তাদের কলেবর দিন-দিন বেড়েই চলেছে। সব স্কুলেরই খুব ভালো রেজাল্ট হচ্ছে, ভালো ফল করা ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক কিন্তু মধ্যবিত্ত চাকুরে। যাঁরা তাঁদের সন্তানের জন্য সময় দেন আর রোজগারের একটা সিংহভাগ খরচ করেন তাদের শিক্ষার উন্নতির জন্য।

তাই এই শহরে আর রিকশা যেমন ফিরবে না, তেমন বাংলামাধ্যমের ফলও সুদিন দেখবে না। এটাই বাস্তব। অন্য জেলার এই সমস্যা আছে, তবে এত প্রকট নয়। এখানে চা বাগানের বিশাল অঞ্চল রয়েছে। তারা উচ্চমাধ্যমিক, মাধ্যমিক পড়ে বেশির ভাগ। ফল ভালো হয় না। তার প্রভাব পড়ে জেলায়। শহরের ছাপোষা মানুষ চিরকাল চেয়ে এসেছে তার সন্তান সেরা সুযোগ পাক, আর তাই এখনও শহরে এত বড় বড় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার। এই শহরের জিনে আছে শিক্ষা। এবং শিক্ষার পরিবেশ যেখানে যখন পাওয়া যাবে, সেখানে ভিড় বাড়বেই।

(লেখক শিক্ষক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

মাঝেও বিষণ্ণতার সুর

জয়ন্ত চক্রবর্তী

মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে অন্যান্য বছরের মতো এবারও মেধাতালিকায় উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীকে জায়গা করে নিতে দেখা গেল।

এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, একটা সময়ে উত্তরের ছাত্রছাত্রীদের সচরাচর মেধাতালিকায় দেখা যেত না। ছবিটা পালটাতে শুরু করে মোটামুটি এই শতকের প্রথম ভাগ থেকে। এর পেছনে রয়েছে অভিভাবক সহ ছাত্রছাত্রীদের সচেতনতা এবং স্কুল সার্ভিস কমিশন দ্বারা নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ। একটা সময় পর্যন্ত নিয়মিত শিক্ষক নিয়োগের ফলে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে উত্তরের প্রান্তিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত এবং শিক্ষকের গুণগত মানের ফারাক অনেকটাই ঘুচে যায়।

উত্তরের প্রান্তিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নতুন নতুন শিক্ষকদের সান্নিধ্যে আসায়, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিরও খানিকটা পরিবর্তন ঘটে। যা শিক্ষার্থীদের পঠনপাঠন অভিমুখী হতে এবং বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানে আরও আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে। পাশাপাশি নতুন শিক্ষক আসায় বিশেষত গ্রামীণ স্কুলগুলোর সাংস্কৃতিক পরিবেশের উন্নতি ঘটে।

বিগত কয়েক বছরে মেধাতালিকায় আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। সেটি হল শহরকে ছাপিয়ে গ্রামীণ স্কুলের ছাত্রছাত্রীর মেধাতালিকায় উঠে আসা। স্কুল-শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি সদর্থক সূচক মনে হলেও, এমন ফলের পেছনে রয়েছে অন্য এক নিগূঢ় কারণ।

শহরাঞ্চলের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েদের উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের প্রতি অনুরাগের কারণে বাংলামাধ্যম স্কুলগুলি ক্রমাগত মেধাহীনতার শিকার হচ্ছে। এই উপসর্গটি অনেকদিন আগেই কলকাতা এবং কলকাতার শহরতলির সরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে। যার ফলস্বরূপ, দীর্ঘদিন ধরেই মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক মেধাতালিকায় কলকাতার সরকারি স্কুলগুলো প্রায় ব্রাত্য। গ্রাম এলাকায় বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলগুলো এখনও শাখা বাড়ায়নি। তাই গ্রামের মেধাবী ছেলেমেয়েরা সরকারি স্কুলে পড়তে বাধ্য হচ্ছে। তাই তো গ্রামীণ স্কুলগুলোর ছাত্রছাত্রীদের মেধাতালিকায় এমন উত্তরণ।

সদ্য প্রকাশিত ফলাফলে উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অন্ধকার দিক কী? যে জেলাগুলি থেকে এক বা একাধিক ছাত্রছাত্রী মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছে, ঠিক সেই জেলাগুলি-ই সার্বিক পাশের হারে অনেকটা পিছিয়ে। এর নেপথ্যে রয়েছে অনেকগুলি আর্থসামাজিক এবং ভৌগোলিক কারণ। এর ফলে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের ফল নিয়ে অনেক প্রশ্ন থাকে।

প্রথমত, উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলার পাহাড় জঙ্গল ঘেরা প্রতিকূল ভৌগোলিক অবস্থান। দ্বিতীয়ত, কৃষিকাজ নির্ভরতা এবং এক বড় অংশের মানুষের চা শ্রমিক হিসেবে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে জীবিকানির্বাহ। তৃতীয়ত, পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কখনও বাবা, কখনও মা, আবার কখনও উভয়েই বাইরে থাকায়, এক বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী অভিভাবকহীন হয়ে থাকে।

এমন অজস্র কারণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কোভিডের পর থেকে মনস্তাত্ত্বিক কারণে এক বৃহৎ অংশের ছাত্রছাত্রীর স্কুলবিমুখতা। যদিও স্কুলের খাতায় বছরের পর বছর তাদের নাম থেকে যায়। হঠাৎ কখনও সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা নিতে তারা স্কুলে এসে হাজির হয়, কিন্তু দৈনন্দিন পঠনপাঠনে তাদের তীব্র অনীহা। এভাবেই ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে থাকা ছাত্রছাত্রীরা যখন মাধ্যমিক কিংবা উচ্চমাধ্যমিকের মতো বড় পরীক্ষার দোরগোড়ায় এসে পৌঁছায়, আশানুরূপ ফলাফল করতে তারা ব্যর্থ হয়।

মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের ফল বলে দেয়, উত্তরবঙ্গে মেধা রয়েছে কিন্তু মেধা বিকাশে অন্তরায় পিছু ছাড়ছে না। এক বৃহৎ সংখ্যক ছাত্রছাত্রী উচ্চমাধ্যমিকে নব্বই শতাংশের ওপর নম্বর পেলেও সর্বভারতীয় স্তরের পরীক্ষায় খুব সাফল্য অর্জন করতে পারছে না। তার অন্যতম কারণ, মেট্রোপলিটান শহরগুলির মতো উত্তরবঙ্গে এই ধরনের পরীক্ষা প্রস্তুতির সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে।

সুযোগ নেই, যুগের চাহিদার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আগামীদিনে বিভিন্ন পেশাগত বিষয় নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের। স্কুল স্তরে নির্দিষ্ট পাঠক্রমের বাইরে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পেশাগত বিষয়গুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতেও শিক্ষকদের খুব একটা উদ্যোগী হতে দেখা যায় না। কিছু স্কুলে কারিগরি শিক্ষা পাঠক্রমটি চালু থাকলেও প্রশিক্ষকের অভাবে সেটি গুরুত্বহীন। উত্তরবঙ্গের কিছু কলেজে ট্যুরিজম, মাস কমিউনিকেশন, লাইব্রেরি সায়েন্স, ডেটা সায়েন্স, বায়োটেকনলজি, কিংবা মাইক্রোবায়োলজির মতো আধুনিক বিষয়গুলি চালু। তবু যোগ্য প্রশিক্ষক এবং সঠিক পরিকাঠামোর অভাবে সেগুলো ধুঁকছে। এমতাবস্থায় উচ্চমাধ্যমিকে সাফল্যের পর অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এই অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা সঠিক বিষয় নির্বাচন করে উচ্চশিক্ষায় গিয়ে এক বিশাল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। তাই মেধাতালিকায় সাফল্য পাওয়া উত্তরের কিছু কৃতী ছাত্রছাত্রীর উজ্জ্বল নামগুলো দেখে আমরা গর্বিত হলেও, কোথাও যেন আজও বেহাগের বিষণ্ণ সুর বাজে।

(লেখক দিনহাটার শিক্ষক)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar, Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

রাস্তা আটকে ধান, ভুট্টা শুকোনোয় বিপদ

ঘোকসাডাঙ্গা, ১০ মে : ইতিমধ্যে জমি থেকে ভুট্টা তুলতে শুরু করেছেন ভুট্টাচাষিরা। আর তার ফলে বিপদ দেখা দিয়েছে, পুণ্ডিবাড়ি-ফালাকাটা জাতীয় সড়ক, ঘোকসাডাঙ্গা-মাথাভাঙ্গা রাজ্য সড়ক এবং মাথাভাঙ্গা-ফালাকাটা রাজ্য সড়কে। এমনকি গ্রামের পাকা রাস্তা দখল করে ভুট্টা শুকোনোর জন্য রেখে দিচ্ছেন অনেকে। শুধু তাই নয়, রাস্তার কিছুটা অংশ পাথর বা গাছের গুঁড়ি দিয়ে ঘিরে সেখানে ভুট্টা আর ধান শুকাতে দিচ্ছেন সকলে। আর তাতে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা হতে পারে। সব থেকে বেশি দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে বাইক আরোহীদের। পাশাপাশি উলটোদিক থেকে আসা যানবাহনকে জায়গা দেওয়ার সময়েও দুর্ঘটনা ঘটছে।

মোটরবাইক নিয়ে জাতীয় সড়ক বা রাজ্য সড়ক ধরে নিয়মিত যাতায়াত করতে হয় সুবীর দাস, বাপন দত্ত, পরিমল বর্মনকে। তাঁদের কথায়, প্রতিবছর এই সময়টায় জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক তো বটেই, গ্রামের রাস্তাগুলো পর্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে থাকে। চাষিরা ধান, ভুট্টা শুকোনোর জন্য পথচলতি মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। যে কোনওসময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। শুধু তাই নয়, রাস্তার দু'ধারে গাছের গুঁড়ি, কাঠের বাটাম, পাথর দিয়ে ঘিরে রাখছেন। ফলে বিপদ আরও বেশি হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা নিত্যযাত্রী প্রদীপ বর্মন, কমল সরকারদের কথায়, পুলিশ প্রশাসনের বিষয়টি দেখা উচিত। ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি তাদেরও নজরে এসেছে। শনিবার দুই জায়গায় রাস্তা থেকে ভুট্টা, ধান সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এলাকায় সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। আর যেন এভাবে ধান, ভুট্টা না শুকোতে দেওয়া হয়, মাইকে তা প্রচার করাও হয়েছে। তারপরেও যদি কেউ কথা না শোনেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনমাফিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মানুষ সচেতন না হলে এই ধরনের কাজ বন্ধ হবে না।

গ্রেপ্তার ১

দিনহাটা, ১০ মে : এক বাংলাদেশি মহিলা অনুপ্রবেশকারীকে আটক করে বিএসএফের ১৬২ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দিল। ওই মহিলার নাম শাহিনুর (৫০)। পুলিশ ও বিএসএফ সূত্রে খবর, শনিবার সে পূর্ব সাহেবগঞ্জ এলাকায় সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে বাংলাদেশের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। বিএসএফ জওয়ানরা তাকে আটক করে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। তার কাছ থেকে ভুয়ো আধার কার্ড, প্যান কার্ড ও বাংলাদেশি সিম কার্ড বাজেয়াপ্ত হয়। এরপর তাকে সীমান্ত রক্ষীবাহিনী সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। বিষয়টি পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

নাবালিকা উদ্ধার

ঘোকসাডাঙ্গা, ১০ মে : ময়নাগুড়ি থানা এলাকার নিখোঁজ নাবালিকা মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকে উদ্ধার হল। এই ঘটনায় পুলিশ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। ওই নাবালিকার পরিবারের তরফে নিখোঁজ সংক্রান্ত মামলা করা হয়েছিল। শুক্রবার রাতে ময়নাগুড়ি ও ঘোকসাডাঙ্গার পুলিশ যৌথভাবে নিখোঁজ নাবালিকাকে উদ্ধার করে।

হুহু করে মূল্যবৃদ্ধি গত তিনদিনে

নিত্যপ্রয়োজনীয়ের দামে লাগাম, আশা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১০ মে : ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে 'যুদ্ধ' শুরু হতেই সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। যে কারণে অনেকেই বাড়িতে নিত্যপ্রয়োজনীয় হিসেবে চাল, ডাল ও তেল সঞ্চয় করতে শুরু করেছিলেন। এতে কোচবিহারে চাল-ডাল-তেলের বিক্রি বাড়তে শুরু করেছিল। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চাল, ডাল ও তেলের দামও বেশ কিছুটা বাড়িয়েছিলেন খুচরো ব্যবসায়ীরা। শনিবার বিকালে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম আবার কমে যাবে? খুচরো ব্যবসায়ীরাও আশা করছেন, দুই-চারদিনের মধ্যে দাম আবার আগের মতোই হয়ে যাবে।

শনিবার কোচবিহার বড়বাজারের বিভিন্ন ক্রেতা, খুচরো ও পাইকারি চাল-ডাল ও তেল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, চালের দাম কুইন্টাল প্রতি ১০০ থেকে ১৫০ টাকা করে বেড়েছে। ডালের দামও কুইন্টাল প্রতি ১৫০ থেকে ২০০ টাকা করে বেড়েছে। তবে সবচেয়ে বেড়েছে সর্ষে ও বিভিন্ন রিফাইনড তেলের দাম। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর গত তিন-চারদিনে তেলের দাম পেটি (১২ লিটার) প্রতি বেড়েছে ৬০ থেকে ৬৫ টাকা করে।

কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজ ঘোষ বলেন, 'আমাদের বাজারে প্রচুর পরিমাণে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস মজুত করা রয়েছে। এবার যদি আতঙ্কে বাসিন্দারা চাল, ডাল, তেল মজুত করা শুরু করেন সেক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। তবে, খুচরো ব্যবসায়ীদেরও বলব, তাঁরা যেন পরিস্থিতির সুবিধা না নেয়।'

কোচবিহারে চালের দোকানে মজুত করে রাখা হয়েছে বস্তা। ছবি : জয়দেব দাস

কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের নজরদারি সবসময়

বাজারের হাল

- চালের দাম কুইন্টাল প্রতি বেড়েছে ১০০ থেকে ১৫০ টাকা
- ডালের দামও কুইন্টাল প্রতি ১৫০ থেকে ২০০ টাকা
- সবচেয়ে বেড়েছে সর্ষে ও বিভিন্ন রিফাইনড তেলের দাম
- পেটি (১২ লিটার) প্রতি তেলের দাম বেড়েছে ৬০-৬৫ টাকা

রয়েছে। তবে এনিয়ে কোনও নির্দেশ বা অভিযোগ এলে আমরা অভিযান চালাব।'

শনিবার বিকালে কোচবিহারের বাদুড়বাগান এলাকায় চালের খুচরো ও পাইকারি ব্যবসায়ী শান্তিগোপাল কুণ্ডু জানান, চলতি মাসে চালের বিক্রি অন্য মাসের তুলনায় প্রায় দেড়গুণ বেড়েছে। ক্রেতাদের অনেকেই এখন দুটো করে বস্তা নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর দোকানেই চাল নিচ্ছিলেন তপন বর্মন নামে এক ক্রেতা। তিনিও বলেন, 'যুদ্ধ শুরু হয়েছে। তাই চাল এক বস্তা বেশি নিয়ে রাখছি।'

বড়বাজারের পাইকারি তেল ব্যবসায়ী ধ্রুবজিৎ বণিক বলেন, 'তেলের বিক্রি বেশ কিছুটা বেড়েছে। আগে যে ক্রেতারা তিন-চার লিটার করে তেল নিয়ে যেতেন তাঁদের অনেকেই এক পেটি বা এক টিন তেল নিয়ে যাচ্ছেন। লিটারে দু'টাকা করে তেলের দাম বেড়েছে।'

এদিন পিলখানার খুচরো মুদির দোকানদার রাহুল ইসলাম বড়বাজারে এক পাইকারি দোকান থেকে তেল কেনার পর জানালেন, 'তেলের দাম অসম্ভব বেড়েছে। তাঁর কথায়, গত বৃহস্পতিবার এক পেটি তেল কিনেছি ১৩৮০ টাকায়। শুক্রবার এসে আবার তা কিনলাম ১৪০৫ টাকায়। শনিবার এসে আবার দেখি দাম ১৪৪৫ টাকা হয়ে গিয়েছে।' এদিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর পণ্যের দাম কতটা কমে, সেটাই দেখার।

মাছ ধরার প্রস্তুতি। ফুলবাড়ির জলঢাকা নদীতে শ্রীবাস মণ্ডলের তোলা ছবি।

অভাবকে জয় করে শিক্ষকতার স্বপ্ন ঝরুর

দেবাশিস দত্ত

পারডুবি, ১০ মে : আর্থিক অনটন নিত্যসঙ্গী। অসুস্থ বাবা ক্ষুদ্র চাষি। মা গৃহবধূ। এসব মাথায় নিয়ে ঝরুর স্বপ্ন শিক্ষক হওয়ার। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবির ঝরু মণ্ডল এবছরের উচ্চমাধ্যমিকে ৪৭৭ পেয়েছে। বাংলায় ৯৬, ইংরেজিতে ৭১, ভূগোলে ৯৯, ইতিহাসে ৯৮, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৮৭ এবং দর্শনে ৯৭ পেয়েছে।

ছেলের এত ভালো সাফল্যেও খুশির বদলে মুখভার পরিবারের। কেন? ছেলের পড়াশোনার খরচ কী করে জোগাড় হবে সেই চিন্তাতেই রাতের ঘুম উড়েছে তার বাবা-মায়ের। ঝরুরা দুই ভাই। দাদা অভি মণ্ডল উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে অভাবের কারণে আর পড়াশোনা করে উঠতে পারেননি। আর্থিক অবস্থা খারাপ হলেও তার মা পঞ্চমী মণ্ডল চান, ঝরু পড়াশোনা করুক। ঝরুর বাবা মেঘলাল মণ্ডল বলেন, 'কষ্ট হলেও ছেলেকে পড়াশোনা শেখানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

ঝরু জানায়, সে ভূগোলের শিক্ষক হতে চায়। তার ছাত্রছাত্রীদের

বাবা-মায়ের সঙ্গে ঝরু।

> দুর্নীতিমুক্ত পদ্ধতিতে স্বচ্ছভাবে নিয়োগ হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে আমার মতো আরও অনেকের শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন বাস্তব রূপ পাবে কী করে?
>
> – ঝরু মণ্ডল

পড়াতে, বোঝাতে ভালো লাগে। তবে বর্তমান অবস্থা নিয়ে সে মুখ খুলেছে। ঝরু বলে, 'দুর্নীতিমুক্ত পদ্ধতিতে স্বচ্ছভাবে নিয়োগ হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে আমার মতো আরও অনেকের শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন বাস্তব রূপ পাবে কী করে?'

কীভাবে পড়াশানা করে এই সাফল্য? ঝরু জানায়, সে খুব কম সময় পড়াশোনা করত। কোনও বাঁধাধরা রুটিন ছিল না। বাড়িতে বাবার কাজে সাহায্য করে যতটুকু সময় পেত সেই সময়টুকুই পড়াশোনা করত। পাশাপাশি ছবি আঁকতে ও খেলাধুলো করতেও ভালো লাগে তার। পারডুবি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুব্রত চক্রবর্তীর বলেন, 'ঝরু আগাগোড়াই ভালো ছাত্র। সে মাধ্যমিকেও এই স্কুলের সেরা হয়ে আমাদের সকলের মুখ উজ্জ্বল করেছিল।' ঝরুর সাফল্য কামনা করে বিডিও অর্ণব মুখোপাধ্যায় তাকে সরকারি সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।

খোলাবাজারে বিক্রি নয় সেনার পোশাক

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১০ মে : খোলাবাজারে দেদার বিকোচ্ছে সেনাবাহিনী এবং পুলিশের পোশাক। অল্প কিছু টাকা খরচ করলেই হাতের মুঠোয় চলে আসছে সেই পোশাক। কাশ্মীরের পহলগামে সেনাবাহিনীর পোশাক পরেই হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। তাই শনিবার কোচবিহার জেলায় খোলাবাজারে সাধারণ মানুষের কাছে সেনাবাহিনী এবং পুলিশের পোশাক বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল জেলা পুলিশ। জওয়ান বা পুলিশকর্মীদের পরিচয়পত্র না দেখে কোনওভাবে যাতে সেই পোশাক বিক্রি বা তৈরি করা না হয়।

সেনাবাহিনীর সদস্য ছাড়া কেউ ওই পোশাক পরে বিভ্রান্তি তৈরি করলে তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছে জেলা পুলিশ। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বললেন, 'আর্মি বা পুলিশের পোশাক যাতে সাধারণ মানুষের কাছে না পৌঁছায়, সেজন্য এদিন জেলাজুড়ে বস্ত্র প্রতিষ্ঠান এবং দর্জির দোকানগুলিতে অভিযান চালানো হয়েছে।'

এদিন দুপুরের দিকে ভবানীগঞ্জ বাজারে অভিযানে যান কোতোয়ালি থানার আইসি তপন পাল, টাউনবাবু কপিলদেব বর্মন, জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজকুমার ঘোষ। কোতোয়ালি থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে পুলিশ লাইন চৌপথিতে একটি দর্জির দোকান রয়েছে। দোকানদার মিরাজ খানের বক্তব্য, 'পুলিশ বলে গেল যাতে সাধারণ মানুষের কাছে এই ধরনের পোশাক বিক্রি না করি। সেনাবাহিনী বা পুলিশের পরিচয়পত্র দেখে যাতে পোশাক দিই। অবশ্য আমরা আগে থেকেই এই নিয়মে কাজ করি।' ভবানীগঞ্জ বাজারের পোশাক বিক্রেতা তাপস করণিও একই কথা বললেন।

কাশ্মীরে জঙ্গিহানার ঘটনার পর দেশজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হয়েছে। কোচবিহারের বহু এলাকায় আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে, সেই এলাকাগুলিতেও বাড়তি নজর রাখা হচ্ছে। সীমান্ত এলাকাগুলিতে প্রশাসনের তরফে মাইকে প্রচার চলছে। এদিন দিনহাটা-২ ব্লকের চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় মাইকযোগে প্রচারে বলা হয়, কেউ যাতে জিরো পয়েন্ট এলাকায়

> আর্মি বা পুলিশের পোশাক যাতে সাধারণ মানুষের কাছে না পৌঁছায়, সেজন্য এদিন জেলাজুড়ে বস্ত্র প্রতিষ্ঠান এবং দর্জির দোকানগুলিতে অভিযান চালানো হয়েছে।
>
> – দ্যুতিমান ভট্টাচার্য
> *পুলিশ সুপার*

ঘোরাঘুরি না করেন। নিরাপত্তা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বিএসএফের দফায় দফায় বৈঠক চলছে। সীমান্ত এলাকাগুলিতে অতিরিক্ত পুলিশও মোতায়েন হয়েছে।

শনিবার পুণ্ডিবাড়ি রেলওয়ে ওভারব্রিজ, কোচবিহার-২ ব্লকের সাজেরপাড় সেতু সহ বিভিন্ন সেতুতে পুলিশের তরফে তল্লাশি করা হয়েছে। তবে অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়েনি বলে পুলিশের দাবি।

কোচবিহারে পোশাকের দোকানে পুলিশের অভিযান। ছবি : জয়দেব দাস

অপহরণের গল্প ফেঁদে টাকা আদায়ের চেষ্টা

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১০ মে : সিনেমার কায়দায় নিজের অপহরণের ছক কষে বাবার থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টা করল এক নাবালক। কিন্তু পুলিশের সক্রিয়তায় অবশেষে কাঁচা মাথার বুদ্ধি ভেস্তে গেল। ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। পুলিশি সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে ওই নাবালক শিলিগুড়ি যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়েই অপহরণের ফন্দি আঁটে। প্রায় দুই-আড়াই ঘণ্টা পর বাবাকে ফোন করে ছেলের অপহরণের কথা বলা হয়। বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে ছেলেটি কান্নাকাটি করে। প্রথম অবস্থায় ৬০ হাজার টাকা দাবি করে নিজের মোবাইল ফোনে টাকা পাঠাতে বলে। কিছু বুঝতে না পেরে ওই কিশোরের বাবা তার ভাইকে ফোন করে গোটা ঘটনাটি জানান। ভাইকে বিষয়টি জানানোর পাশাপাশি ছেলের নম্বরে ফোন করে জানান, এত টাকা নেই। তখন ফোনের ওপার থেকে ৫০ হাজার

মহান কীর্তি

- নিজের অপহরণের গল্প ফেঁদে বাবাকে ফোন কিশোরের
- শিলিগুড়িতে আটকে থাকার কথা বলে ৬০ হাজার টাকার দাবি
- মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে খোঁজ পায় পুলিশ
- জলঢাকা থেকে সন্ধান মেলে কিশোরের

টাকা পাঠানোর কথা বলা হয়। ওই কিশোর জানায় অন্যথায় তাকে মেরে ফেলা হবে। শিলিগুড়িতে কোনও এক টোটোচালক রেলগেট পার করে জঙ্গলে আটকে রেখেছে বলেও জানায়। এমন কথা শুনতে পেয়ে ভীত হয়ে ভাইকে ফের ফোন করেন ও টাকা জোগাড়ের চেষ্টা করতে থাকেন ওই কিশোরের বাবা।

এদিকে, ছেলেটির কাকা তৎক্ষণে ডাউকিমারি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি রমেন লস্করকে পুরো ঘটনা ফোনে জানান। সেই মুহূর্তে ওসি উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা পড়ুয়াদের সংবর্ধনার কাজে ছিলেন। খবর পাওয়ামাত্রই পুলিশ ওই অপহৃত কিশোরের মোবাইল ট্র্যাকিং সিস্টেমে দেন। মাঝে আবার ওসি কিশোরকে ফোন করে হোয়াটসঅ্যাপে লাইভ লোকেশন চেয়ে পাঠান। কিন্তু কিশোর দিতে অস্বীকার করে। পুলিশের সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। এরই মধ্যে ট্র্যাকিং সিস্টেম থেকে প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে কিশোরের লোকেশন পুলিশের কাছে চলে আসে এবং দেখা যায় ধূপগুড়ি ব্লকের জলঢাকা এলাকায় কিশোরের মোবাইল লোকেশন রয়েছে।

এতেই পুলিশের সন্দেহ হয় এবং লোকেশনে থাকা স্পটে পৌঁছায় পুলিশ। কিন্তু অনেক চেষ্টার পরও লুকিয়ে থাকা কিশোরকে খুঁজে পাচ্ছিল না পুলিশ। বাধ্য হয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল ছেড়ে একটু আড়াল হয় এবং কিশোরের কাকাকে ঘটনাস্থলে ঢুকে ভাইপোকে চেনার জন্য পাঠানো হয়। খোঁজাখুঁজির পর কিশোরকে পাওয়া যায়। পরে অবশ্য ডাউকিমারি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি কিশোরকে থানায় এনে কাউন্সেলিং করিয়েছে।

অফিস কক্ষে কী কী চুরি গিয়েছে, দেখাচ্ছেন সহকারী শিক্ষক বিদ্যুৎ রায়

স্কুলের পাম্প, ফ্যান চুরি

প্রতাপকুমার ঝাঁ

জামালদহ, ১০ মে : মেখলিগঞ্জ ব্লকের জামালদহ জুনিয়ার বেসিক স্কুলের অফিসঘরে চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। শনিবার স্কুলের মাঠে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে স্থানীয়দের বিষয়টি নজরে পড়ে। তাঁরা স্কুল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান। খবর পেয়ে স্কুলে আসনে সহকারী শিক্ষক বিদ্যুৎ রায় এবং প্রধান শিক্ষক জয়দীপ সেন। এদিন মেখলিগঞ্জ থানায় চুরি নিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণিভূষণ সরকার জানান, স্কুলের তরফে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সেই ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রধান শিক্ষক জয়দীপ সেন জানান, অফিসঘরের তালা ভেঙে জলের পাম্প , ফ্যান, মিড-ডে মিলের জন্য রাখা পাঁচ বস্তা চাল নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। আলমারি খুলে গুরুত্বপূর্ণ নথিও ঘাঁটাঘাঁটি করেছিল। তাঁর কথায়, 'এর আগেও স্কুলে একাধিকবার চুরি হয়েছে। এদিনের ঘটনার পর চিন্তা বেড়েছে। স্কুলে কোনও সোলার পাম্প না থাকায় বৈদ্যুতিক মোটর দিয়ে মিড-ডে মিলের রান্না সহ পানীয় জলের জোগান দেওয়া হত। এবার যে কী হবে?' ঘটনার তদন্তে এদিন স্কুলে যান জামালদহ পুলিশ ক্যাম্পের কর্তব্যরত এসআই বিশেষ তামাং। তিনি বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষে সিসিটিভি লাগানোর পরামর্শ দিয়েছেন।

মেখলিগঞ্জ ব্লকের জামালদহ বাসস্ট্যান্ড থেকে দক্ষিণদিকে কংক্রিটের রাস্তা পেরিয়ে এগোলে চোখে পড়বে একটা মাঠ। সেই মাঠের দুই প্রান্তে রয়েছে জামালদহ জুনিয়ার বেসিক স্কুল এবং জামালদহ জুনিয়ার গার্লস স্কুল। স্থানীয় বাসিন্দা লিংকন দত্ত অধিকারী জানান, সন্ধ্যা হলেই বিদ্যালয় চত্বর অন্ধকারে ডুবে থাকে। সেই সুযোগে বিদ্যালয়ে দুষ্কৃতীদের আনাগোনা বাড়ে। তিনি বলেন, 'প্রশাসনের তরফে দ্রুত স্কুলের মাঠে আলোর ব্যবস্থা করা হোক এবং এলাকায় পুলিশি টহলদারি বাড়ানো হোক।'

খুলে গিয়েছে সেতুর লোহার পাটাতন

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ১০ মে : জনগণের যাতায়াতের সুবিধার্থে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ২০২০ সালে বুড়া রায়ডাক নদীর ওপর তৈরি হয়েছিল লোহার সেতুটি। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে সেতুর পাটাতন খুলে গিয়েছে। যে কোনও সময় সেতুর ওই খুলে যাওয়া ফাঁকা অংশ দিয়ে পা ঢুকে গেলে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। সাইকেল কিংবা বাইকের চাকাও ঢুকে যেতে পারে।

ভানুকুমারী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নম্বর ধলডাবরিতে বুড়া রায়ডাকের ওপরের সেতুটির এই দুরবস্থা। কয়েকদিন আগের ঘটনা। স্কুল থেকে ফেরার পথে এক পড়ুয়ার সাইকেলের চাকা ঢুকে যায় পাটাতনের খোলা জায়গাটিতে।

অল্পের জন্য নদীতে পড়ে যায়নি ওই কিশোর। সেসময় সেতুতে থাকা বাকিরা তাকে টেনে তোলেন।

বিডিও অফিস, বক্সিরহাট থানা সব জায়গায় যেতে ভরসা এই সেতু। স্থানীয় বাসিন্দা ভজন আর্য বলেন, 'উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, ধলডাবরি হাইস্কুল, র‍্যাশন তোলার জন্য এই সেতুর গুরুত্ব রয়েছে। দ্রুত ভগ্নদশার এই সেতুর সংস্কার করা হোক।' ভানুকুমারী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিদ্যা দাস বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

চকিয়ারছড়া নদীঘাট সংস্কারের দাবি

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ১০ মে : বেহাল নিশিগঞ্জ পশ্চিমপাড়া ঘাট। প্রায় ১০ বছর আগে নিশিগঞ্জ চকিয়ারছড়া নদীতে এই ঘাটের সংস্কার করা হয়েছিল। বাঁধানো ঘাটের পাশে বসার ব্যবস্থাও করা হয় গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে। প্রতিদিন বিকালে স্থানীয়রা ভিড় জমাতেন নদীঘাটটিতে। তারপর কেটে গিয়েছে এক দশক। আর সংস্কার করা হয়নি। দীর্ঘদিন ঘাটের পাড় সংস্কার না হওয়ায় আগাছায় ঢেকে গিয়েছে গোটা ঘাট চত্বর। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এক সময় সূর্যাস্ত পর্যন্ত মানুষ নদীঘাটে ভিড় করতেন। এখন চকিয়ারছড়া নদীটি কচুরিপানায় ঢেকে গিয়েছে। নদীর পাড় দখল করে বিভিন্ন জায়গায় অবৈধ নির্মাণ হচ্ছে। ঘাট পাড়ের মিনি পার্কটিও আগাছায় ঢেকে গিয়েছে। দ্রুত নদীঘাটটি সংস্কারের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় বাসিন্দা প্রতাপ রায়ের বক্তব্য, 'নিশিগঞ্জ বাজার এলাকায় বড় কোনও নদীর ঘাট নেই। পুজোর প্রতিমা নিরঞ্জন সহ সামাজিক কাজে চকিয়ারছড়া নদীর ঘাট ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাই দ্রুত নদীঘাটটি সংস্কার করা প্রয়োজন।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গ্রামবাসী জানালেন, নদীঘাট বেহাল হয়ে পড়ায় এখন সেখানে মানুষজন যায় না। শুধু তাই নয়, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা না থাকায় সন্ধ্যা হলেই পাকা ঘাট চত্বরে চলে অসামাজিক কার্যকলাপ। নদীঘাটের বেহাল দশার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রজনীকান্ত বড়ুয়া। তিনি বলেন, 'নদীঘাটটিতে পুজোর সময় প্রতিমা নিরঞ্জন হয়। বর্ষার পর নদীর কচুরিপানা সরানোর পাশাপাশি ঘাটটির সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া হবে।'

নিশিগঞ্জে শিশু উদ্যানের দাবি দীর্ঘদিনের। সেই দাবি পূরণ না হলেও এক দশক আগে নিশিগঞ্জ চকিয়ারছড়া নদীর ঘাট সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই ঘাটটি ব্যবহার হয়। একশো দিনের কাজে পশ্চিম চকিয়ারছড়ার নদীর ঘাট সংস্কার করা হয়। ঘাটের পাড় পাকা করে বাঁধানো হয়। বসার ব্যবস্থাও করা হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়ায় ঘাটটি বেহাল হয়ে পড়েছে। স্থানীয়রা ঘাট চত্বর সংস্কার করে সেখানে সোলার লাইট বসানোর দাবি তুলেছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ সাহা বলেন, 'ঘাটটি সংস্কার করে শিশু উদ্যানের ব্যবস্থা করলে জায়গাটি

আগাছায় ঢেকেছে নিশিগঞ্জের চকিয়ারছড়া ঘাট।

মনোরম হবে।'

নদীঘাটের বেহাল দশা নিয়ে নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান ঘোষালচন্দ্র বর্মন জানালেন, তিনি প্রধান থাকার সময় নদীঘাটটি সংস্কার করা হয়েছিল। মিনি পার্কের আদল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। ফলে প্রতিদিন বিকালে নদীর পাড়ে বিভিন্ন বয়সের মানুষের ভিড় হত। প্রশাসনের কাছে দ্রুত নদীঘাটটি সংস্কারের দাবি করেন তিনি।

জেলায় অধরা ভুট্টা প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকেন্দ্র

জাকির হোসেন

ফেশ্যাবাড়ি, ১০ মে : আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে কমেছে পরিশ্রম। বেড়েছে লাভ। সেকারণে কম খরচে ভুট্টা চাষের প্রতি ঝুঁকছেন কোচবিহারের প্রান্তিক চাষিদের একাংশ। কিন্তু জেলার কোথাও ভুট্টা প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকেন্দ্র না থাকায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে চাষিদের। উপায় না থাকায় কম দরে খোলা বাজারে ভুট্টা বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা।

চাষিদের এই সমস্যা বাস্তবায়নে কোনও রাজনৈতিক দল উচ্চবাচ্য না করায় হতাশ তাঁরা। অবিলম্বে তাঁদের দাবি মেনে জেলায় ভুট্টা প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকেন্দ্র তৈরি করা হোক, চাইছেন ভুট্টাচাষিরা। শনিবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ আশ্বস্ত করে বললেন, 'এ ব্যাপারে সরকার চিন্তাভাবনা করছে। এ নিয়ে আগেও কথা বলেছি, ফের উদ্যোগ নেব।'

কোচবিহারের উৎপাদিত ভুট্টা পাইকারদের হাত ধরে বাইরে রপ্তানি হয়ে থাকে। ভুট্টার বাজারদর সম্বন্ধে চাষিদের কাছে কোনও তথ্য না থাকায় তাঁরা সঠিক দর পান না। গত বছর ২২০০ টাকার আশপাশে বাজারদর থাকলেও বর্তমানে কুইন্টাল প্রতি ১৯০০-২০০০ টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। কৃষি দপ্তর থেকে জানা গিয়েছে, শুধু কোচবিহার জেলায় এবছর রবি এবং খরিফ মরশুমে প্রায় ৪৬ হাজার হেক্টর জমিতে ভুট্টা চাষ হয়েছে। গড়ে সেখান থেকে ৪ লক্ষ মেট্রিক টন ভুট্টা উৎপাদিত হবে।

ধানের থেকে ফলন বেশি

যন্ত্রের সাহায্যে ভুট্টা ঘরে তোলা চলছে। সাতমাইলে।

হওয়ায় ভুট্টা বরাবরই চাষিদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জেলা কৃষি দপ্তরের প্রচেষ্টায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে জেলায় ভুট্টা চাষ ব্যাপক হারে বেড়েছে। জেলা কৃষি দপ্তরের উপ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) অসিতবরণ মণ্ডলের বক্তব্য, 'জেলায় ভুট্টার প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে উঠলে অনেক কৃষক লাভবান হবেন।'

ভুট্টার এত চাহিদা কেন? উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিজ্ঞানী (প্ল্যান্ট প্যাথলজি) ডঃ অপূর্ব চৌধুরীর মতে, বিভিন্ন নামী কোম্পানির বেবি ফুড, বিস্কুট, ইথানল তৈরিতে ভুট্টা ব্যবহৃত হয়। পাশাপাশি পোলট্রি খামারের খাবার, গবাদিপশুর খাবার, মৎস্য চাষ, পপকর্ন ইত্যাদিতেও কাজে লাগে ভুট্টা।

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ভুট্টাচাষি এরশাদ আলির কথায়, 'চাষিদের সমস্যা নিয়ে কোনও দলই মাথা ঘামায় না। ভুট্টাকেন্দ্রিক শিল্প গড়তে এবার প্রশাসন উদ্যোগ নিক।'

একই কথা বললেন কৃষি এবং কৃষকদের নিয়ে কর্মরত সাতমাইল সতীশ ফার্মার্স ক্লাবের সম্পাদক অমল রায়।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।। *রাবাংলায় ছবিটি তুলেছেন জলপাইগুড়ি শহরের আশ্রমপাড়ার জয়দীপ চক্রবর্তী।*

নেই রাস্তা-সেতু, ক্ষোভ কুটিশাকদলে

সঞ্জয় সরকার

দিনহাটা, ১০ মে : স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত পাকা রাস্তার মুখ দেখেননি কুটিশাকদলের বাসিন্দারা। যে কাঁচা রাস্তা আছে তা দিয়ে সাহেবগঞ্জ যেতে হলে ৫ কিলোমিটার ঘুরতে হয়। সেকারণে রাস্তার পাশেই থাকা বিশাল বিলের ওপর সেতু তৈরিরও দাবি করে আসছেন গ্রামবাসীরা। তবে তাঁদের কোনও দাবিতেই কেউ কান দেননি বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। এ নিয়ে বিস্তর ক্ষোভ রয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে।

দিনহাটা থেকে সাহেবগঞ্জ রোড ধরে প্রায় ১০ কিমি এগোলেই গ্রামীণ বাজার খারুভাঁজ। এই বাজার সংলগ্ন খারুভাঁজ-বামনহাট পাকা রাস্তা ধরে ডানদিকে ২০০ মিটার গেলে চোখে পড়বে সুবিশাল এক বিল। স্থানীয়দের কাছে বিলটি নয়ারছড়া বলে পরিচিত। তিন দিক দিয়ে ঘেরা এই বিল কুটিশাকদলকে সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। ফলে শুধুমাত্র বিলটি পেরোলেই সরাসরি সাহেবগঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব। কিন্তু স্থলপথে কুটিশাকদল থেকে সাহেবগঞ্জ পৌঁছাতে হলে লাগোয়া বড়শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমুলবাড়ি দিয়ে প্রায় ৫ কিলোমিটার ঘুরতে হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, ভোটের আগে শুধু এলাকাবাসীর খোঁজ নেন নেতারা। কিন্তু ভোট ফুরোলেই আর কেউ খোঁজখবর রাখেন না। কুটিশাকদলের মানুষরা চিরকালই বঞ্চিত।

অজিত বর্মন নামে এক গ্রামবাসীর কথায়, 'নয়ারছড়ায় সেতুর দাবি বারবার উঠছে। তবে সেতু তৈরির মতো টাকা নেই বলে বারবার দায় এড়িয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত।' সেতু নিয়ে গ্রামবাসীদের ক্ষোভের কথা জানেন সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অভিজিৎ বর্মন। তাঁর বক্তব্য,

কুটিশাকদলের একমাত্র বেহাল রাস্তা।

> উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীকে পুরো বিষয়টি জানানো হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব সেতু এবং রাস্তা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে।
>
> **সুভাষিণী বর্মন,** *সভাপতি দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতি*

'সেতু তৈরির বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ খোঁজখবর নিয়েছেন। রাস্তার বিষয়টিও তাঁকে জানানো আছে। আশা করছি সমস্যা মিটে যাবে।'

বছর ছয়েক আগে রাস্তাটিতে পাথর বিছানো হলেও তারপর আর কোনও উদ্যোগ নজরে পড়েনি। ফলে নিত্যদিন সমস্যায় পড়ছেন এলাকাবাসী। সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন এই বিলটির আকৃতি অনেকটা ইংরেজি অক্ষর 'ইউ'-এর মতো। বিলটিতে সারা বছরই জল থাকে। বর্ষাকালে বিল ফুলেফেঁপে উঠে রাস্তা ডুবে যায়। সেসময়ে কুটিশাকদল কার্যত দ্বীপের আকার নেয়। রাস্তা সহ একাধিক সমস্যা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে অসন্তোষ আছে। অবশ্য দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষিণী বর্মনের আশ্বাস, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীকে পুরো বিষয়টি জানানো হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব সেতু এবং রাস্তা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

স্থানীয় বাসিন্দা বৈদ্যনাথ বর্মন বলেন, 'একই প্রতিশ্রুতি শুনে শুনে আমরা ক্লান্ত। হাটবাজার থেকে স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালতে পৌঁছানোর একমাত্র পথ এটি। গর্ভবতী মহিলা, শিশু থেকে বয়স্কদের এই রাস্তায় চলতে কষ্ট হয়।' তাঁর আরও সংযোজন, 'এই সমস্যার বিষয়টি অন্তত মাথায় রাখুক প্রশাসন।'

টুকরো খবর

সম্প্রীতির বার্তা দিতে পুজো

শীতলকুচি, ১০ মে : শনিবার শীতলকুচি ব্লকের পাগলাপিরের মন্দিরে কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, তৃণমূল কংগ্রেসের শীতলকুচি ব্লক সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপক রায় প্রামাণিক সহ অন্যরা পুজো দিলেন। পুজো উদ্যোক্তারা জানান, তাঁদের এই পুজো সম্প্রীতির বার্তা দেয়। এদিন সকাল থেকে পুজোর আয়োজনে নুরজামান মিয়াঁ, আব্দুর রশিদ মিয়াঁ, গোপাল দাস ও বিজেন বর্মনরা ব্যস্ত ছিলেন। সাংসদ বলেন, 'হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে পাগলাপিরের পুজো করছেন। এটা সত্যিই আনন্দের। স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা মানত করেছিলেন ভোটে জিতলে ভালো করে পুজো দেবেন। তাই তাঁদের হয়ে পুজো দিতে এসেছি।'

অভিযান

চ্যাংরাবান্ধা, ১০ মে : গাড়ির জাল ইনসুরেন্স কাণ্ডে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ একটি বাড়িতে তল্লাশি চালাল। শনিবার চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের খেতাবেচা এলাকায়। মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, 'গত ১৪ এপ্রিল চ্যাংরাবান্ধা বাইপাস থেকে গাড়ির জাল ইনসুরেন্স কাণ্ডে একজন গ্রেপ্তার হয়। সে বর্তমানে জুডিসিয়াল কাস্টডিতে রয়েছে। তার বয়ান ও আমাদের তদন্তের ভিত্তিতে বেশ কয়েকটি নাম উঠে এসেছে। তাদের মধ্যে একজনের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। তবে অভিযুক্তকে পাওয়া যায়নি। সে পলাতক। তার খোঁজ করছি।'

ঝুলন্ত দেহ

শীতলকুচি, ১০ মে : দুই তরুণের ঝুলন্ত দেহ পুলিশ উদ্ধার করল। শনিবার শীতলকুচি ব্লকের গোলেনাওহাটি গ্রাম ও শীতলকুচি ব্লকের নগর লালবাজার গ্রাম থেকে। দুই তরুণের দেহ তাঁদের শোয়ার ঘর থেকে উদ্ধার হয়। গোলেনাওহাটির যুবকের নাম সামিউল মিয়াঁ (২৮) এবং নগর লালবাজার এলাকার মৃতের নাম উত্তম বর্মন (৩২)। পুলিশ জানিয়েছে, দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠানো হয়েছে।

প্রচার

দিনহাটা, ১০ মে : যুদ্ধের আবহে ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া বাসিন্দাদের সীমান্ত সম্পর্কে সচেতন করতে চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েত উদ্যোগ নিল। শনিবার দিনহাটা-২ ব্লকের চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় মাইকে ভ্রাম্যমাণ প্রচার করা হয়। মূলত কোনও বেআইনি কাজে যুক্ত না থাকা, জিরো পয়েন্ট এলাকায় ঘোরাঘুরি না করা সহ নানা বিষয়ে স্থানীয়দের সচেতনতা বৃদ্ধি ছিল এদিনের কর্মসূচির লক্ষ্য।

স্পিডব্রেকার

কোচবিহার, ১০ মে : ঘোকসাডাঙ্গা থেকে বক্সিরহাট পর্যন্ত ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে যে রাস্তাগুলি এসে মিশেছে সেগুলিতে স্পিডব্রেকার বসানো শুরু হল। শনিবার কোচবিহার জেলা পুলিশের উদ্যোগে এই কাজের সূচনা হয়। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানান, দুর্ঘটনা রোধের জন্য স্পিডব্রেকার বসানো হচ্ছে।

আলোচনা

পারডুবি, ১০ মে : সিপিএমের দলীয় কার্যালয়ে রাজনৈতিক রণকৌশলের কর্মসূচি 'পাঠচক্র' হল। শনিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবিতে। পাঠচক্রে সিপিএম নেতা উত্তম বর্মন, অলয় দে ও ভারতী বর্মন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আবাসনে নিজস্ব চেম্বার

ফ্লেক্স লাগিয়ে রোগী দেখছেন বিএমওএইচ

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১০ মে : আইন ভেঙে সরকারি আবাসনে ফ্লেক্স টাঙিয়ে খোদ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক (বিএমওএইচ) নিজস্ব চেম্বার খুলে বসেছেন। অভিযোগ, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা পরিষেবা না দিয়ে মোটা টাকা ভিজিট নিয়ে হাসপাতালের আবাসনে তিনি চুটিয়ে রোগী দেখছেন। সরকারি আবাসনের বাইরে রোগী দেখার সময়সীমা লেখা ফ্লেক্স পর্যন্ত টাঙানো হয়েছে। রোগীরা যেখানে সঠিক সময়ে চিকিৎসা পরিষেবা পান না, সেখানে বক্সিরহাট ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এভাবে কি সরকারি আবাসনে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা যায়? জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রিকুমার আড়ির উত্তর, 'কোনওভাবেই না। সরকারি আবাসনে কোনও চিকিৎসক রোগী দেখতে পারেন না। অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

শনিবার বক্সিরহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে গিয়ে দেখা গেল বিএমওএইচ সহ অন্য চিকিৎসকরাও সরকারি আবাসনে বসে রোগী দেখছেন। আবাসনের দেওয়ালে চিকিৎসকদের নাম লেখা ফ্লেক্স লাগানো হয়েছে। রোগীরা এখানে এসে টাকার বিনিময়ে চিকিৎসককে দেখান। এনিয়ে রোগীদের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ রয়েছে। রোগীর এক আত্মীয়র কথায়, 'স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডিউটিতে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সেভাবে নজর নেই। কোনও রকমে সেখানকার কাজ সেরে আবাসনে এসে রোগী দেখতে পারলেই তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।'

আবাসনের বাইরে ঝুলছে চিকিৎসকের নাম লেখা ফ্লেক্স। বক্সিরহাটে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ৩০ শয্যাবিশিষ্ট বক্সিরহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। নিম্ন অসম সহ ব্লকের ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল। এখানে একজন দন্ত চিকিৎসক, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ চারজন চিকিৎসক রয়েছেন। বিএমওএইচ চিকিৎসা পরিষেবায় সহযোগিতা না করায় মাত্র দুজন জেনারেল ফিজিশিয়ান দিয়ে গোটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালাতে কার্যত হিমসিম অবস্থা।

অনেকদিন ধরে ওই বিএমওএইচের বিরুদ্ধে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঠিকমতো চিকিৎসা পরিষেবা না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারি আবাসনে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের ঘটনায় ক্ষোভ আরও বেড়েছে।

বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে বিএমওএইচ মনোরঞ্জন দাস বলেন, 'এখানে অন্যায়ের কিছু নেই। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডিউটি করার পর যতটুকু সময় পাই, বিনা পয়সায় রোগী দেখি। অন্য গ্রামীণ হাসপাতালের আবাসনে চিকিৎসকরা রোগী দেখছেন তাই আমিও দেখছি।' তবে এজন্য ডিউটিতে হেলাফেলার অভিযোগ ঠিক নয় বলে তাঁর দাবি।

এদিকে, গোটা বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা সরব হয়েছে। বিজেপির জেলা সহ সভাপতি উৎপল দাসের বক্তব্য, 'বিএমওএইচ কীভাবে সরকারি আবাসনে নিজস্ব চেম্বার চালান তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।'

ডিওআইএফআই জেলা কমিটির সহ সম্পাদক ইউসুফ আলির মন্তব্য, 'এই রাজ্য সরকারের আমলে এসবই হবে। এর থেকে বেশি সাধারণ মানুষ আর কী আশা করতে পারে।'

নতুন রথ তৈরির ব্যস্ততা। শনিবার কোচবিহার শহরে। ছবি ঃ ভাস্কর সেহানবিশ।

শীতলকুচি-সিতাই সড়কে বিশ্রামঘরের দাবি

দ্রুত সমস্যা মেটাতে চাইছেন বাসিন্দারা

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ১০ মে : গ্রীষ্মের প্রখর তাপ হোক বা বর্ষা শীতলকুচি-সিতাই সড়কের বাসস্টপগুলিতে যাত্রীদের দাঁড়ানোর জায়গা নেই। প্রায় পাঁচ বছর আগে শীতলকুচি থেকে সিতাই পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ শেষ হয়েছিল। সেই সময়েই সিতাই থেকে শীতলকুচি পর্যন্ত রাস্তার পাশে থাকা বিশ্রামঘর, দোকানপাট ও অন্যান্য ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলা হয়। পরবর্তীতে এলাকার বাসিন্দারা নিজেদের দোকানপাট ফের বানিয়ে নিলেও বাসস্টপগুলিতে নতুন করে কোনও বিশ্রামঘর তৈরি হয়নি। তাই বর্তমানে রাস্তার পাশের বাসস্টপগুলিতে দ্রুত বিশ্রামঘর তৈরি করার দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। তা না হলে নিত্যযাত্রী সহ পথচলতি সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগের মুখে পড়তে হচ্ছে। এবিষয়ে শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন বর্মন বলেন, 'বিশ্রামঘর না থাকার বিষয়টি আমার নজরে রয়েছে। নতুন বিশ্রামঘর তৈরির জন্য অর্থ মঞ্জুর করতে কিছুটা সময় লাগবে।'

এর আগে রাস্তা বানানোর সময় ভেঙে ফেলা বিশ্রামঘরগুলি বেশিরভাগই গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির তহবিল থেকে তৈরি করা হয়েছিল। শীতলকুচি ব্লকের রথেরডাঙ্গা, বড়মরিচা বাজার, বটতলা, পাগলাপির, লালবাজার চৌপথি ইত্যাদি বাসস্টপগুলিতে রোজ প্রায় কয়েক হাজার মানুষ বাস ধরার জন্য আসেন। আর তাঁদের গরমকালে চড়া রোদে কিংবা বৃষ্টির মধ্যে প্রবল সমস্যায় পড়তে হয়। বিশেষ করে বয়স্ক মানুষ ও কলেজ পড়ুয়াদের সমস্যা বাড়ে।

সকলকেই রোদ ও বৃষ্টিতে বাসস্টপের পাশে থাকা দোকান বা বাড়িগুলিতে আশ্রয় নিতে হয়। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বিশ্রামঘরগুলিতে শুধু যাত্রীরাই নন, সাধারণ মানুষও আশ্রয় পেতেন। দ্রুত এলাকায় বিশ্রামঘর তৈরির দাবি জানিয়ে কলেজ ছাত্রী সুলেখা পারভিন বলেন, 'বাস ধরতে এসে আমাদের রোদ-জলে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বিশ্রামঘরগুলি ভেঙে ফেলার ফলে আমাদের খুবই অসুবিধে হচ্ছে। তাই আসন্ন বর্ষার কথা মাথায় রেখে স্থানীয় প্রশাসন শীঘ্রই নতুন বিশ্রামঘর বানানোর উদ্যোগ গ্রহণ করুক, আমরা সকলে এমনটাই চাই।'

সমস্যা যেখানে

- প্রায় পাঁচ বছর আগে শীতলকুচি থেকে সিতাই পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ শেষ হয়েছিল
- সেই সময় সিতাই থেকে শীতলকুচি পর্যন্ত রাস্তার পাশে থাকা বিশ্রামঘর, দোকানপাট ও অন্যান্য ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলা হয়
- এলাকার বাসিন্দারা নিজেদের দোকানপাট ফের বানিয়ে নিলেও বাসস্টপগুলিতে নতুন করে কোনও বিশ্রামঘর তৈরি হয়নি

ঠান্ডা পানীয় জলের দাবি

সঞ্জয় সরকার

দিনহাটা, ১০ মে : ঠান্ডা পানীয় জলের খোঁজে কেউ দৌড়াচ্ছেন স্টেশন সংলগ্ন দোকানে, আবার কেউ বা বাধ্য হয়ে প্ল্যাটফর্ম চত্বরে থাকা জলাধারের গরম হয়ে যাওয়া জলেই চোখ-মুখ ও গলা ভেজাচ্ছেন। গ্রীষ্মের চড়া রোদে একটু ঠান্ডা জলের খোঁজে এমন ভোগান্তির ছবি কোচবিহারের দিনহাটা-২ ব্লকের সবচেয়ে বড় ও ব্যস্ত রেলস্টেশন বামনহাটে।

নিত্যযাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের আক্ষেপ, গত গরমে ছবিটা অন্যরকম ছিল। স্টেশন চত্বরে ছিল ঠান্ডা জলের মেশিন। তা থেকে নিজেদের প্রয়োজনমতো জল পেতেন যাত্রীরা। কয়েক মাস আগে মেশিনটি খোলা হয়েছে। আর ঠান্ডা জল পাচ্ছেন না যাত্রীরা। প্ল্যাটফর্ম চত্বরে ছড়িয়ে থাকা কলগুলি থেকে জল মিললেও এই গরমে তা খাওয়ার যোগ্য নয়। ঠান্ডা জলের মেশিন বসানোর দাবি তুলছেন যাত্রীরা।

শনিবার বামনহাট স্টেশনে এসেছিলেন সাহেবগঞ্জের কল্পিতা বর্মন। তাঁর কথায়, 'এই গরমে ঠান্ডা জল সকলের দরকার। জল কেনার সামর্থ্য সকলের থাকে না। ব্যবস্থা করুক কর্তৃপক্ষ।' আরেক যাত্রী কন্ট্রোলেরহাটের দয়াময়ী বর্মনের কথায়, 'প্ল্যাটফর্মের কলগুলির জল দিনে এত গরম হয় যে খাওয়া যায় না।' বামনহাট স্টেশনের আধিকারিক মণীশ ঠাকুর ফোন না তোলায় তাঁর বক্তব্য মেলেনি। তবে রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের এক আধিকারিক বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

দিনভর একাধিক ট্রেন চলে বামনহাট দিয়ে। যাত্রীদের ভিড় লেগেই থাকে স্টেশনে। স্টেশনে ঠান্ডা জল না থাকার বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বামনহাট রেল উন্নয়ন দাবি সমিতির পদাধিকারী শুভঙ্কর ভাদুড়ি। তাঁর কথায়, 'গরমে যাত্রীদের স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে জোর দিক স্টেশন কর্তৃপক্ষ।'

ছোট্ট তারা

মীনাক্ষী দে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের দেওচড়াই হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। সে পড়াশোনার পাশাপাশি নাচে ও আঁকায় পারদর্শী। স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই খুদে অংশগ্রহণ করে।

জনসংযোগ

ফেশ্যাবাড়ি, ১০ মে : তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক জনসংযোগ কর্মসূচি করলেন। শনিবার কোচবিহার-১ ব্লকের মোয়ামারিতে। এদিন সেখানে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মাধবী নাগ সহ অঞ্চল নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন এলাকা ঘুরে মানুষের দাবি শোনেন ও তা পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন।

স্কুল ভিত্তিক ফলাফল উচ্চ মাধ্যমিক

- ক্ষেতি উচ্চবিদ্যালয় (উঃমাঃ)
  মোট পরীক্ষার্থী : ১০৬, উত্তীর্ণ : ৮৬, সর্বোচ্চ : বিপ্লব বর্মন (৪৭৯)
- নিশিগঞ্জ নিশিময়ী হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী-১৭১, উত্তীর্ণ : ১০৭, সর্বোচ্চ : অয়ন্তিকা মালাকার (৪৫৫)
- প্রেমেরডাঙ্গা দেওয়ান বর্মন উচ্চবিদ্যালয়
  মোট পরীক্ষার্থী : ১৪৬, উত্তীর্ণ : ৮০, সর্বোচ্চ : পায়েল মণ্ডল (৪৬৩)

রেজিস্ট্রেশন নম্বর আড়াল করে ছুটছে গাড়ি

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ১০ মে : বৃহস্পতিবার দুপুরে মোটরবাইকে ভেটাগুড়ি থেকে কোচবিহার যাচ্ছিলেন সঞ্জীববাবু। পথে কলাকাটার কাছে একটি ট্রাক কার্যত তাঁর বাইক ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। একটু হলেই সজোরে ধাক্কা লাগত মোটরবাইকে। নিজেকে সামলে রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেখতে ট্রাকের পিছু নেন তিনি। কিন্তু অনেকটা গিয়েও উদ্দেশ্য সফল হয়নি তাঁর। হবেই বা কী করে? পেছনের নম্বর প্লেট এমন কৌশলে লাগানো যে, তা দেখার উপায় নেই। শুধু ওই ট্রাকটি নয়, জেলায় এমন দৃষ্টান্ত অসংখ্য। ফলে পরিবহণ আইন ও পথ নিরাপত্তা কার্যত প্রশ্নের মুখে। সচেতন নাগরিকরা এ ব্যাপারে প্রশাসনিক পদক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন।

যে কোনও যাত্রীবাহী বা পণ্যবাহী গাড়িতে রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্লেট থাকা বাধ্যতামূলক। শুধু তাই নয়, নম্বর প্লেট যাতে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, পরিষ্কারভাবে সেকথাও রয়েছে পরিবহণ আইনে। যাতে অবৈধ কাজের সঙ্গে যুক্ত গাড়ি বা দুর্ঘটনার পর কোনও যানবাহন চিহ্নিতকরণ সহজ হয়। বর্তমানে ট্রাফিক পুলিশও সিসি ক্যামেরার রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেখে আইনভঙ্গকারী গাড়ির বিরুদ্ধে জরিমানার চালান ইস্যু করছে। কিন্তু সেই নম্বর প্লেটই যদি দেখা না যায়! তাহলে করার কী আছে?

বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরে যোগাযোগ করা হয়। সংশ্লিষ্ট আধিকারিক নবীন অধিকারীর বক্তব্য, 'গাড়ির নম্বর প্লেট কোনওভাবেই ঢেকে রাখা চলবে না। ফি বছর গাড়ির ফিটনেস পরীক্ষার সময় অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি এক্ষেত্রেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। হয়তো ওই পরীক্ষার পর কোনও গাড়ির মালিক নম্বর প্লেট ভিন্ন জায়গায় লাগিয়েছেন।' তাঁর এই কথাতেই উঠছে বড় প্রশ্ন। অসৎ কোনও উদ্দেশ্যে গাড়িতে নম্বর প্লেটের জায়গা পরিবর্তন করলে, তা ট্রাফিক পুলিশ কেন দেখছে না? বিষয়টি নিয়ে কোচবিহারের ডিএসপি (ট্রাফিক) অঙ্কুর সিংহ রায়কে বিকাল ৪.৫০ ও সন্ধ্যা ৬.১২-তে দু'বার ফোন করা হয়। কিন্তু ফোন বেজে গেলেও ধরেননি তিনি। ফলে তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

নম্বর প্লেট থাকলেও বোঝার উপায় নেই। কোচবিহার-দিনহাটা রাজ্য সড়কে।

> পরিবহণ আইন ভঙ্গ করে রাস্তায় কোনও গাড়ি চললে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও ট্রাফিক পুলিশ দায় এড়াতে পারে না। তাছাড়া বর্তমান ভারত-পাক উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে সীমান্ত ঘেরা কোচবিহার জেলায় প্রতিটি গাড়িতে বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠন নম্বর প্লেটে কারচুপি করে গাড়ি নিয়ে হামলা চালাতেই পারে।
>
> **রাজু রায়,** *সভাপতি নাগরিক অধিকার সুরক্ষা মঞ্চ, কোচবিহার*

গাড়ির নম্বর প্লেটের কারসাজিতে সচেতন নাগরিকরা যারপরনাই উদ্বিগ্ন। কোচবিহার নাগরিক অধিকার সুরক্ষা মঞ্চের সভাপতি তথা বিশিষ্ট আইনজীবী রাজু রায়ের কথায়, 'পরিবহণ আইন ভঙ্গ করে রাস্তায় কোনও গাড়ি চললে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও ট্রাফিক পুলিশ দায় এড়াতে পারে না। তাছাড়া বর্তমান ভারত-পাক উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে সীমান্ত ঘেরা কোচবিহার জেলায় প্রতিটি গাড়িতে বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠন নম্বর প্লেটে কারচুপি করে গাড়ি নিয়ে হামলা চালাতেই পারে।' পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে এমন বিষয়ে নজর দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি। একই বক্তব্য আরও অনেকের।

স্কুল ভিত্তিক ফলাফল মাধ্যমিক

- ফুলকাডাবরি নবীনচন্দ্র হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ১১৫, উত্তীর্ণ : ৯১, সর্বোচ্চ : সঞ্জিত বর্মন (৫৮২)
- চ্যাংরাবান্ধা উচ্চবিদ্যালয়
  মোট পরীক্ষার্থী : ২৯৩, উত্তীর্ণ : ২১৭, সর্বোচ্চ : সুরাইয়াতুন নাহার (৬১৩)
- চৌরঙ্গি উচ্চবিদ্যালয়
  মোট পরীক্ষার্থী : ১৯৭, উত্তীর্ণ : ১১৮, সর্বোচ্চ : নবনীতা সেন (৪৯৮)
- ভোটবাড়ি সীতানাথ উচ্চবিদ্যালয়
  মোট পরীক্ষার্থী : ৯৬, উত্তীর্ণ : ৭৯, সর্বোচ্চ : মানব বিশ্বাস (৫৮৫)
- দেওয়ানগঞ্জ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়
  মোট পরীক্ষার্থী : ৩৬০, উত্তীর্ণ : ২৫২, সর্বোচ্চ : অনীশ সাহা (৬০৯)
- হলদিবাড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়
  মোট পরীক্ষার্থী : ৩১৭, উত্তীর্ণ : ২৭৩, সর্বোচ্চ : আরমান ইসলাম সরকার (৬৫০)
- হলদিবাড়ি উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়
  মোট পরীক্ষার্থী : ২৬০, উত্তীর্ণ : ২৩৪, সর্বোচ্চ : মেহের সরকার (৬৪৯)
- বক্সিগঞ্জ আব্দুল কাদের সরকার হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ৮৬, উত্তীর্ণ : ৬৭, সর্বোচ্চ : কোয়েল রায় (৫৭৫)
- ধৈর্যনারায়ণ হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ৫৬, উত্তীর্ণ : ৪৮, সর্বোচ্চ : রিনিয়াস সরকার (৪৯০)
- বগরিবাড়ি ওহাবুল উল্লুম হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ৬০, উত্তীর্ণ : ২২, সর্বোচ্চ : সাগরিকা রায় (৪৮২)
- হেমকুমারী উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ৯৯, উত্তীর্ণ : ৬৯, সর্বোচ্চ : সুলতানা আক্তার সরকার (৬০৮)
- দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুল (বাংলামাধ্যম)
  মোট পরীক্ষার্থী : ৬৩, উত্তীর্ণ : ৫৫, সর্বোচ্চ : সুশোভন রায় (৬২৪)
- নবকিশোর হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ৩০, উত্তীর্ণ : ১৩, সর্বোচ্চ : মহম্মদ শাহিদ (৪৬৬)
- কালুরাম হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ৬৪, উত্তীর্ণ : ৩৫, সর্বোচ্চ : স্মৃতি সরকার (৩৩৯)
- কমলাকান্ত হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ১৩৩, উত্তীর্ণ : ৮৮, সর্বোচ্চ : তাজরিনা আক্তার (৫৮০)।
- বোচামারি হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ১০৫, উত্তীর্ণ : ১০০, সর্বোচ্চ : বিকাশ বর্মন (৫৯৮)
- হরিরহাট হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ৯০, উত্তীর্ণ : ৮২, সর্বোচ্চ : মল্লিকা মান্তা (৪৫৪)

আদৃতই আদৃত
(৩ মে)

রায়গঞ্জ করোনেশন উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র আদৃত সরকার এবারের মাধ্যমিকে রাজ্যসেরা হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে উত্তরবঙ্গের রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের (মালদা) অনুভব বিশ্বাস।

তুষারের কীর্তি
(৮ মে)

উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় রাজ্যে দ্বিতীয় স্থানে বক্সিরহাট উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তুষার দেবনাথ। এর আগে মাধ্যমিক পরীক্ষায় তুষার রাজ্যে নবম স্থান পেয়েছিল।

মিটল খরা
(৬ মে)

মাধ্যমিকে আলিপুরদুয়ার–১ ব্লকের উত্তর শিমলাবাড়ি গ্রামের দেওডাঙ্গা হাইস্কুলের সৌরভ রায় ও দীপ বর্মন ৭৫ শতাংশের বেশি নম্বর পেল। স্কুলের ইতিহাসে রেকর্ড।

ট্রলিতে মৃতদেহ
(৩ মে)

বাগুইআটি, মধ্যমগ্রামের সুটকেস কাণ্ডর ছায়া এবারে ইসলামপুরে। শহরের একটি ভুট্টাখেতে দামি ট্রলিব্যাগে মৃতদেহ উদ্ধার হল। ঘটনাটিকে ঘিরে এলাকায় তোলপাড়।

দেওয়াল দরদ

দীপঙ্কর মিত্র

দুরন্তই বটে। স্কুল–কলেজের নানা দেওয়াল কত পড়ুয়াকে যে টুকলিতে সাহায্য করেছে তার ঠিকঠিকানা নেই। সেই দেওয়াল–আখ্যান নিয়ে এই প্রতিবেদন।

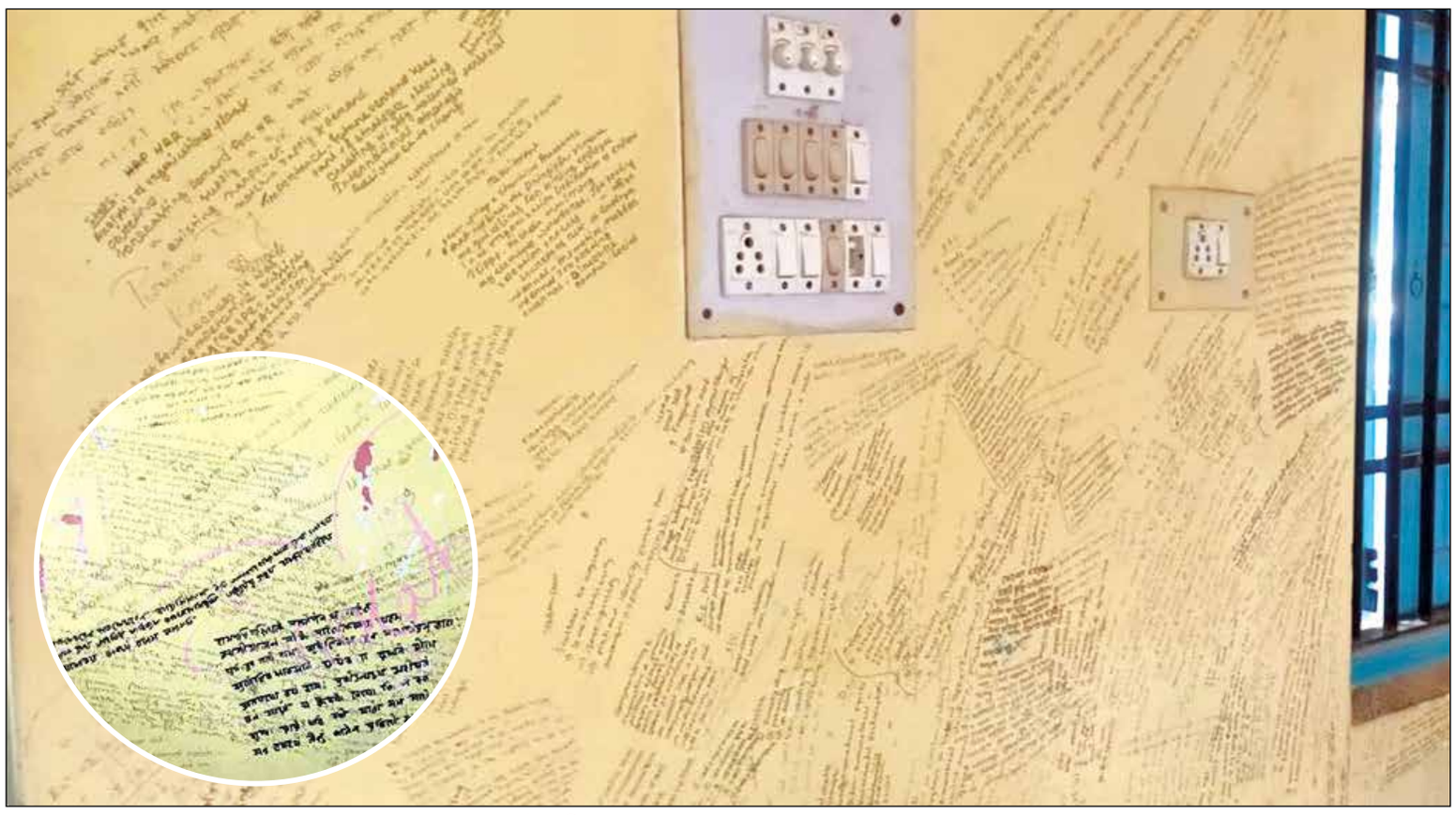

সেই ছবি।। *রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস ঘরের দেওয়াল।*

শ্রেণিকক্ষে পড়ুয়ারা উপস্থিত, স্বভাবগম্ভীর শিক্ষক এসে ভাবলেন আজ নতুন কিছু শেখানো যাক। বোর্ডের দিকে ঘুরে সবে বিষয়টি লেখা শুরু করেছেন, হঠাৎ পেছন থেকে কয়েকজন পড়ুয়া সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'স্যর আমরা তো এগুলো সব জানি।' খানিক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেও নিজেকে সামলে নিয়ে শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন, 'জানিস মানে, এই তো আজ প্রথম ক্লাস।' এরপর তিনি যা শুনলেন তাতে তাঁর মাথা ঘুরে যাওয়ার উপক্রম, 'কেন স্যর দেওয়ালেই তো লেখা রয়েছে।' ওপরের ঘটনাটি শুনতে মজার হলেও, কোথাও যেন বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার কঙ্কালসার চেহারাটাই সামনে নিয়ে আসে।

'পরীক্ষায় নকল করা' স্কুল-কলেজের গণ্ডি পেরোনো যে কারও কাছে অতিপরিচিত ঘটনা। ছোট চিরকুট থেকে হালের মাইক্রো ফোটোকপি, স্কেল-বোর্ড-পেন্সিলবক্সের মধ্যে লিখে নিয়ে যাওয়া থেকে পরীক্ষার দিনে জামাপ্যান্টের মধ্যে গুপ্ত পকেট। ইতিহাস খুঁজতে বসলে দেখা যাবে এই পরীক্ষায় নকল এবং তার সহযোগী উপকরণ যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী। এছাড়া পরীক্ষার হলের বাইরে থেকে মাইকে উত্তর বলে দেওয়া কিংবা পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও 'বিশেষ সুবিধার' দ্বারা উত্তরপত্র সহ কারও কারও পরীক্ষা দেওয়ার মতো উচ্চমার্গীয় বিষয় তো রয়েছেই। এর জেরে অক্ষয়কুমারের 'জলি এলএলবি ২' হোক কিংবা হালের '১২ ফেইল' সিনেমায় পরীক্ষায় নকল উঠে এসেছে বেশ স্বমহিমায়। এই নকলেরই এক অতি প্রাচীন এবং পরীক্ষিত পন্থা হল দেওয়ালে লিখে রাখা।

যার জেরে বর্তমানে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শ্রেণিকক্ষে প্রথমবারের জন্য ঢুকলে মনে হবে দেওয়ালের মধ্যে যেন কোনও বিশেষ কারুকার্য করা। কিন্তু ওখানেই তো বিরাট ফাঁকি। কারণ এরপর আপনি কৌতূহলী হয়ে যেই কাছে যাবেন, অমনি ভাঙবে ভ্রম, আপনি হবেন হতাশ। কারণ সেখানে কোথাও লেখা বিশেষ ফর্মুলা তো কোথাও হয়তো সাল-তারিখ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের স্নাতক স্তরের ষষ্ঠ সিমেস্টারের পড়ুয়া আরিজ আখতার জানান, শুধু তাঁদের ডিপার্টমেন্ট নয়, বরং সব জায়গায় একই দশা। অন্যদিকে, দ্বিতীয় সিমেস্টারের পড়ুয়া বিশ্বজিৎ দাস, সামসুর জাহান জানান, ইংরেজিমাধ্যমে যখন পড়াশোনা হত তখন দেওয়ালে নকল বেশি হত, এখন সেটা অনেক কমেছে। তবে এমনটা যে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়েই রয়েছে, সেরকম নয়। বরং জেলার অনেক স্কুলে গেলেও নজরে আসবে এই ছবি। অথচ অবস্থাটা কিন্তু কয়েক বছর আগেও এমন মোটেও ছিল না।

নব্বইয়ের দশকে রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের ছাত্র থাকাকালীন দেখেছি পরীক্ষার সময় মাথা অবধি ঘোরাতে দিতেন না শিক্ষকরা। পিছনে বা সামনে যারা বসত তাদের সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই খাতা কেড়ে নিতেন। শুধু তাই নয়, বেঞ্চে বা দেওয়ালের কোনও লেখার সঙ্গে কিংবা চিরকুটে লেখা টুকলির সঙ্গে খাতার লেখায় মিল পাওয়া গেলে তৎক্ষণাৎ ডাক পড়ত প্রধান শিক্ষকের, ডাকা হত অভিভাবকদের। এরপর নোটিশ করে এক্সপেল করে দেওয়া হত। এর মাঝেও কয়েকজন পাকা খেলোয়াড় অবশ্য ঠিকই এই জেড ক্যাটিগোরির নিরাপত্তা ভেঙে ঠিক নিজের কাজ হাসিল করে নিত। আর যারা পারত না, সেই বেচারারা অন্তত ছোট প্রশ্নের উত্তর শুনে খানিক মান রক্ষার জন্য অপেক্ষা করত প্রথম ঘণ্টার আর তারপর শৌচাগারে যাওয়ার। তবে সেখানেও যে বিশেষ শান্তি ছিল এমন নয়। কারণ ভিড় দেখলেই সেখানেও পৌঁছে যেতেন প্রধান শিক্ষক চঞ্চল ব্যানার্জি।

এরপর ১৯৯১ সালে গেলাম রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজে। সেখানেও পরীক্ষায় ছিল যথেষ্ট নজরদারি। তবে সেসময়েও বিশেষ ছাড় পেতেন 'ইউনিয়নের দাদারা'। তবে তখনও বেঞ্চে বা দেওয়ালে এভাবে নীল ও কালোর কারুকার্য বিশেষ দেখা যেত না। কথা হচ্ছিল রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স কাউন্সিলের সভাপতি দেবাশিস বিশ্বাসের সঙ্গে। তাঁর মতে, 'পড়ুয়াদের উচিত পরীক্ষার নিয়মকানুন ভালোভাবে মেনে চলা। ক্লাসরুমের দেওয়ালে উত্তর লেখার মতো কোনও অনিয়ম না করা। এটি একটি অনিয়মিত এবং অনৈতিক কাজ। পরীক্ষার নিয়ম মেনে চললে এবং নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী উত্তর লেখার চেষ্টা করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।'

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পড়েছিলাম সত্তরের দশকের প্রথম পাঁচ বছর পর্যন্ত উচ্চমাধ্যমিক থেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বই দেখে দেদার নকল চলেছিল। কোনও কোনও পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও পরীক্ষা চলত। তবে ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার পর এই গণহারে নকল বন্ধ হয়। ১৯৭৭ সালে রাজ্যে বাম সরকার ক্ষমতায় আসার পরও এই অবস্থা বজায় ছিল, পরীক্ষা ব্যবস্থা স্বাভাবিক হয়। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও আধিকারিকরাও নিশ্চয়ই পারবেন এই অবস্থার পরিবর্তন করতে। কারণ জেলারই অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে কড়া অবস্থান নেওয়া আরম্ভ করেছে। যেমন-রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ চন্দন রায়ের কথায়, 'আমাদের কলেজে পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি যথেষ্ট শক্ত। কারণ পরীক্ষার সময় কড়া নজরদারি না চালালে মুড়ি-মুড়কি এক হয়ে যাবে। সেইজন্য পরীক্ষা চলার সময় বেঞ্চের পাশাপাশি দেওয়াগুলির দিকে আমাদের কড়া নজরদারি থাকে।' এখন দেখার রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থার কবে পরিবর্তন হয়। সেখানকার দেওয়াল ভবিষ্যতে হতাশা বাড়ায় নাকি নতুন আশার সঞ্চার করে।

লাস্টে ফার্স্ট

সপ্তর্ষি সরকার

ফি বছর মাধ্যমিকের পাশের হারে সারারাজ্যের জেলাগুলির মধ্যে জলপাইগুড়ি শেষ জায়গাটা জোরালোভাবে দখল করে রেখেছে। বিষয়টি যথেষ্টই উদ্বেগের। পিছনে বহু কারণ।

ধারাবাহিকতা ব্যাপারটাকে এমনিতে ইতিবাচক হিসেবেই দেখা হয়। তবে তা যদি হয় ব্যর্থতার তাহলে অবশ্য ভ্রূ কুঁচকানো স্বাভাবিক। এই যেমন ফি বছর মাধ্যমিকের পাশের হারে সারারাজ্যের জেলাগুলির মধ্যে জলপাইগুড়ি শেষ জায়গাটা জোরালোভাবে দখল করে রেখেছে। আর যাই হোক একে ধারাবাহিকতার ভালো বা ইতিবাচক উদাহরণ হিসেবে মোটেই ধরা যায় না। রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আয়োজিত এই পরীক্ষায় লাগাতার শেষ স্থানে থাকা জেলার ফলাফল নিয়ে হাজারো চর্বিতচর্বণ আলোচনা, প্রতিকার বিধান, পরিসংখ্যানের কচকচি ঝড় তুললেও তাতে যে কাজের কাজ কিছুই হয়নি তার সবথেকে বড় প্রমাণ এবারের ফলাফল। গতবারের ৬৭.০৯ থেকে বেড়ে এবছর জেলায় মাধ্যমিক পাশের হার ৬৯.৪৭ শতাংশ হলেও রাজ্যের নিরিখে জেলার অবস্থানে বদল আসেনি। জেলার নাম থেকে ঘোচেনি লাস্ট বয় তকমা।

জলপাইগুড়ি জেলায় সরকারপোষিত হাই ও হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলগুলির হাল মোটেই ভালো নয়। এই জেলায় ৩৫টি হাই এবং ১৪৬টি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল মিলে মোট ১৮১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মোট ২৬৮০২ জন পড়ুয়া চলতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল। এদের মধ্যে ২৩০৮৮ জন এই প্রথমবার পরীক্ষা দিল আবার এর আগে অকৃতকার্য আরও ৩৭১৪ জন এবারে ফের পরীক্ষায় বসেছিল। এতগুলো সংখ্যা লিখতেই হল কারণ এছাড়া এই ধারাবাহিক লাস্ট বয় তকমার তলে পৌঁছানো যাবে না।

যারা এবারে প্রথমবার মাধ্যমিক দিল অর্থাৎ রেগুলার পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১০০৪৮ জন ছাত্র এবং ১৩০৪০ জন ছাত্রী ছিল। এর মধ্যে ছাত্রদের পাশের হার ৭৬.৭৯ এবং ছাত্রীদের ৭৩.৬৭ শতাংশ। রেগুলার পরীক্ষার্থীদের পাশের হারের গড় করলে জেলায় এবারে পাশের হার দাঁড়ায় ৭৫.২৩ শতাংশ। এবারে আসা যাক তাদের কথায় যারা গতবার অসফল হয়ে ফের এবারে পরীক্ষায় বসেছিল। এমন সিসি বা কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার্থীদের ১০৯৮ জন ছাত্রের মধ্যে পাশের হার ৪০.৪৪ এবং ২৬১৬ জন ছাত্রীর মধ্যে পাশের হার মাত্র ৩২.১৫ শতাংশ। এই দুয়ের গড় করলে দাঁড়াবে ৩৬.২৯ শতাংশ। এই হিসেব থেকে পরিষ্কার রেগুলার পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পাশের হার মোটের ওপর মন্দ না হলেও অতীতে অসফল পরীক্ষার্থীদের জের টানতে গিয়েই নেমে যাচ্ছে সার্বিক পাশের হার। এভাবেই হয়তো এবারের জের আগামীবারেও জেলার মাধ্যমিক ফলাফলকে নীচে টেনে নামাবে।

ধূপগুড়ি ব্লকের অন্যতম বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিদ্যাশ্রম দিব্যজ্যোতি বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুদীপ মল্লিকের কথায়, 'জেলার অকৃতকার্য পড়ুয়াদের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। রেজাল্টের পর সারাবছর এদের হদিস মেলা শক্ত। এরপর ফর্ম ফিলআপের সময় স্কুলে একবার ঢুঁ দিয়ে একেবারে পরীক্ষার হলে পৌঁছে এরা মরিয়া চেষ্টা করছে পাশ করার। তাতে কাজের কাজ হচ্ছে না। এটাই জেলার সার্বিক ফলে প্রভাব ফেলছে। জেলার গড় ভালো করতে হলে সিসি ক্যান্ডিডেটদের আলাদা করে মনিটর করতেই হবে আমাদের।'

পাশ ফেলের এই পরিসংখ্যানকে আরেকটু ঘাঁটলে বোঝা যায় জেলায় নির্দিষ্টভাবে কিছু ডার্ক স্পট রয়েছে যেখানে প্রতিবছর গাদাগাদা পড়ুয়া মাধ্যমিকে অকৃতকার্য হচ্ছে আবার তারাই পরের বার নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে জেলার ফলাফলে। জেলার শিক্ষা মানচিত্রে এমন ডার্ক স্পটগুলি খুঁজতে গেলে আগে জলপাইগুড়ি জেলাকে তিন ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। এর প্রথম ভাগে কৃষি বলয়, দ্বিতীয় ভাগে ছোট ও মাঝারি শহর এবং তৃতীয় ভাগে রয়েছে চা বাগান ও বনবস্তি অধ্যুষিত এলাকা। এই তৃতীয় ভাগেই বাংলার পাশাপাশি নেপালি ও হিন্দিমাধ্যম স্কুলগুলির বেশিরভাগ পড়েছে।

এবারে তিন ভাগে এই এলাকার স্কুলগুলির ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জেলার তিন পুর এলাকার মধ্যে জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি, মালবাজার কিংবা ময়নাগুড়ি শহরের স্কুলগুলির পাশের হার গড়ে ৮৫ থেকে ৯৬ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। ছোট বা মাঝারি শহুরে এলাকার এই ফলাফল নিঃসন্দেহে রাজ্যের যে কোনও জেলার ফলাফলকে টেক্কা দিতে সক্ষম। এরপর শহরতলি হয়ে গ্রামীণ কৃষি বলয়ে ঢুকলেই ফলাফলে পাশের হার ৬৫ থেকে ৮০ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। এরপর মালবাজার ও ধূপগুড়ি মহকুমার চা বাগিচা ও বনবস্তি ঘেঁষা এলাকায় ঢুকলেই খেই হারিয়ে ফেলে মাধ্যমিকের পাশের হার। সেখানে ৩০ থেকে ৫৫ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করে বেশিরভাগ স্কুলের পাশের হার। একই জেলার তিনটি আলাদা অংশে ফলাফলের এই বিশাল ফারাক সার্বিকভাবে নীচে টেনে নামাচ্ছে জেলার পাশের হারকে। সমস্যার হদিস মেলা যতটা সহজ ততটা সহজ নয় প্রতিকার। তাছাড়া উদ্যোগ কে নেবে, কীভাবে নেবে এবং কে কার আগে বা পরে সে কাজ করবে তা নির্ধারণ করাও কঠিন কাজ। তাই বলে এসব নিয়ে কেউ কোথাও কিছু ভাবে না এমনটাও নয়।

রাজ্য মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ মনোনীত জেলার মাধ্যমিক পরীক্ষা আয়োজকমণ্ডলীর যুগ্ম আহ্বায়ক ননীভূষণ রায়ের কথায়, 'এমনটা নয় যে গোটা জেলার হাল খারাপ। অভিভাবক, প্রশাসক, ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সকলের মতামত নিয়ে খামতি এবং তার সুরাহার দিকগুলি খোঁজার চেষ্টা চলছে। শিক্ষা প্রশাসন এবং পর্ষদের নজরেও আনা হয়েছে পুরো বিষয়টি। যৌথ প্রচেষ্টাতেই এই অবস্থা থেকে জলপাইগুড়ি জেলাকে টেনে তুলতেই হবে।

দুঃখের মাঝেও আনন্দ।। মাধ্যমিকের ফলাফল বের হওয়ার পর।

তোমার ঘরে বসত করে...

শুভ সরকার

বাড়িভাড়া নিয়ে সাধারণের মনে যত আগ্রহ, ভাড়াটেদের তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে কিন্তু ততটা নয়। অথচ এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করাটা অনেকটাই জরুরি। নইলে অগোচরে বিপদ ঘটতেই পারে।

কয়জনা? মন না জানে না জানুক, আপনি কি জানেন? এটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

বাড়িওয়ালা-ভাড়াটের অম্ল-মধুর সম্পর্ক নিয়ে নানা কাহিনী লেখা হয়েছে। সিনেমা হয়েছে। নাটক হয়েছে। যেটা হয়নি, সেটা হল সচেতনতার প্রচার। তাই তো আজও বাড়িভাড়া দিয়ে দু'পয়সা উপার্জনে লোকজন যতটা আগ্রহী, ভাড়াটের তথ্য পুলিশের কাছে জানাতে তার বিন্দুমাত্রও উৎসাহী নয়।

তাই পুলিশও ঠুঁটো জগন্নাথের মতোই হয়ে থাকছে। তাদের আর কী-ই বা করার থাকতে পারে? এদিকে, পাশের ব্লকের কেউ ফালাকাটায় এসে বাড়ি ভাড়া নিয়ে দিব্যি মাদকের জমাটি কারবার খুলে বসছে। দিনের পর দিন চলছে। অথচ সেই কারবারির বাড়িওয়ালা, প্রতিবেশী থেকে শুরু করে পুলিশ, সকলেই অন্ধকারে। যখন ধরা পড়ছে, তখন কিছু হইচই হচ্ছে। পুলিশকে তথ্য জানানোর প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু আলাপ-আলোচনা চলছে। ব্যস ওই পর্যন্তই। তারপর আবার যে-কে-সেই।

আপনার কাছে কেউ বাড়িভাড়া নিতে এলে একেবারে প্রাথমিক কাজটাই হওয়া উচিত তাঁর ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া। তাঁর আধার কার্ড দেখা, তার একটা প্রতিলিপি নিজের কাছে রাখা। আর আধার কার্ডের আরেক কপি পুলিশের কাছে জমা দিয়ে আসা। এই আধার কার্ডের বদলে ড্রাইভিং লাইসেন্স বা ভোটার কার্ড, যে কোনও পরিচয়পত্র হলেই হল। কিন্তু আপনি কাকে আপনার ঘরে ডেকে এনে ঢোকাচ্ছেন, তার একটা নথিপত্র তো রাখতেই হবে।

সম্প্রতি জটেশ্বরের একটি ঘটনার পর আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায় ভাড়াটের তথ্য নিয়ে ভারী হইচই চলছে। বাইরে থেকে এসে জটেশ্বরে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন অণিমা মজুমদার। জটেশ্বর ফাঁড়ির ক্যান্টিনে রাঁধুনির কাজ নিয়েছিলেন। সেই সুবাদে পুলিশের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক। এদিকে, বাড়িতে মাদকের কারবার। ধরা পড়ার পর বাড়ির মালিকের চক্ষু চড়কগাছ। সেইসঙ্গে এলাকার অন্যান্য বাড়িওয়ালাও উদ্বিগ্ন। এই যে কেউ চট করে আগ বাড়িয়ে থানায় ভাড়াটের তথ্য জানান না, এই সমস্যার প্রতিকার কী হতে পারে? বাড়িওয়ালারাই বাতলে দিচ্ছেন এর সমাধান। জটেশ্বরেরই এক বাড়ির মালিক হৃষীকেশ দাস যেমন বললেন, এলাকা ধরে ধরে বাড়িওয়ালাদের নিয়ে একটা ইউনিট তৈরি করা হোক। সেই ইউনিটই এই বিষয়টির দেখভাল করবে। কার বাড়িতে নতুন ভাড়াটে এল, তার সম্পর্কে থানায় তথ্য জানানো হল কি না, সেদিকে নজর রাখা হবে। প্রয়োজনে মাসে মাসে এলাকার ভাড়াটে সংক্রান্ত তথ্য আপডেট করা হবে।

এবার প্রশ্ন উঠছে, এধরনের প্রস্তাব কতটা বাস্তবসম্মত। আর বাড়িওয়ালারাই বা কেন এমন তথ্যপ্রদানে খুব একটা উৎসাহ দেখান না। আসলে বাড়িভাড়া দেওয়া নিয়ে অনেকের মধ্যেই একটা অন্যরকম মানসিকতা কাজ করে। এইসব বাড়িভাড়া থেকে যা উপার্জন হয়, তার তো কোনও হিসাবনিকাশ থাকে না, তাই এই উপার্জনের কোনও আয়করও হয় না। বাড়িওয়ালাদের একটা বড় অংশ মনে করেন, পুলিশে ভাড়াটের তথ্য জানানো মানেই তো বিষয়টি 'অফিশিয়াল' হয়ে গেল। এবার কি তাহলে কর দিতে হবে? তাই লুকোছাপার বিষয়টি সবার মধ্যেই কাজ করে, তা তিনি ভাড়া থেকে কমবেশি যা-ই উপার্জন করুন না কেন।

শহরাঞ্চলে তবুও বাড়িওয়ালাদের মধ্যে সচেতনতা একটু হলেও বেশি। সেখানে তাও কেউ কেউ পুলিশের কাছে ভাড়াটের তথ্য জানিয়ে রাখেন। অন্তত, নিজের কাছে ভাড়াটের সচিত্র পরিচয়পত্রের প্রতিলিপি রাখেন। যাতে আপদে বিপদে কাজে লাগে। গ্রামাঞ্চলে তো সেটাও কার্যত কেউ করেন না। এদিকে, এখন তো জনঘনত্বের চাপে ওই গ্রাম-শহরের সীমানা আস্তে আস্তে মুছেই যাচ্ছে। আলিপুরদুয়ার বা ফালাকাটা শহরের সঙ্গে সঙ্গে সেইসব এলাকা সংলগ্ন গ্রামীণ এলাকাগুলিতেও এখন বহু লোকের আনাগোনা। সেখানেও বহিরাগতদের সংখ্যা বাড়ছে। বাড়িভাড়ার চাহিদা বাড়ছে। বাড়িভাড়ার রেট বাড়ছে। আর এসবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বাইরে থেকে এসে বাড়ি ভাড়া নিয়ে দুষ্কর্মের ঘটনা।

সম্প্রতি কামাখ্যাগুড়িতে বাড়িতে চুরি, সোনার দোকানে চুরির মতো ঘটনা ঘটেছে। সেখানে তো সংলগ্ন অসম থেকে অনেকেই এসে বাড়িভাড়া করে থাকেন কর্মসূত্রে। তদন্তে নেমে এখন পুলিশ জানতে চাইছে এলাকায় ভাড়াটেদের তথ্য। কতজন ভাড়াটে সেই এলাকায় থাকেন, কতদিন ধরে থাকেন, সেসব তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। আর তা করতে বেগ পেতে হচ্ছে পুলিশকে। সেজন্য পুলিশ চাইছে, সাধারণ মানুষই সতর্ক হোক। সচেতন হোক।

তথ্য জানাতে আপত্তি নেই ভাড়াটেদেরও। অসম থেকে এসে কামাখ্যাগুড়িতে ভাড়া থাকেন, এমনই এক ভাড়াটে বললেন, 'যদি কোনও অপরাধ না করি, তাহলে নিজের পরিচয় জানাতে আপত্তি হবেই বা কেন?'

সমর্থন তালিবান সরকারের

আফগানিস্তানে হামলার অভিযোগ খারিজ ভারতের

নয়াদিল্লি, ১০ মে : পাকিস্তানের আচমকা 'আফগান-প্রেম'-এ জল ঢেলে দিল ভারত। খোঁচা দিয়েছে কাবুলও। ফলে নয়াদিল্লিকে কাদায় ফেলতে গিয়ে ল্যাজেগোবরে অবস্থা হয়েছে ইসলামাবাদের। শুক্রবার রাতের পর শনিবার ভোরেও দুই পক্ষের মধ্যে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে লড়াই হয়। তারপরই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তরফে দাবি করা হয়, ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে আফগান ভূখণ্ডে।

সেই অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। উলটে আফগানিস্তানের ওপর পাকিস্তানের লাগাতার হামলার প্রসঙ্গ টেনে এদিন সকালে কেন্দ্রীয় বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি বলেন, 'এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন একটি অভিযোগ। গত দেড় বছর ধরে কোন দেশ আফগানিস্তানের ওপর বারবার আঘাত হেনেছে, আমি সেটা আফগান মানুষদের নতুন করে মনে করিয়ে দিতে চাই না।'

আফগানিস্তানও পাকিস্তানের সমালোচনা করেছে। সেদেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রকের মুখপাত্র ইনায়াতুল্লা খোওয়ারিজমি বলেন, 'পাকিস্তান যা বলেছে তার একবর্ণও সত্যি নয়। আফগানিস্তানে ভারতের কোনও ক্ষেপণাস্ত্র হানা হয়নি।'

শুধু আফগানিস্তানকে নিয়েই নয়, ভারতের নাগরিক সমাজ সেদেশের সরকারের কাজকর্মে খুশি নয় বলেই তাঁদের শান্ত রাখতে যুদ্ধজিগির তুলেছে বলে পাকিস্তান অভিযোগ করেছে। সেটিও মানতে অস্বীকার করেন মিস্রি। এই প্রসঙ্গে ভারতের গণতন্ত্রের মজবুত বুনিয়াদের কথা তুলে ধরেন তিনি। কেন্দ্রীয় বিদেশ সচিব বলেন, 'বিভিন্ন ইস্যুতে ভারতের সাধারণ মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করলেই পাকিস্তানি সেনা আপ্লুত হয়। নিজের দেশের নাগরিকরা তাদের সরকারের সমালোচনা করছে এটা পাকিস্তান বিস্ময়চোখে দেখছে। অথচ এটাই একটি খোলামেলা এবং কার্যক্ষম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার হলমার্ক হওয়া চাই। যেহেতু পাকিস্তানিদের কাছে এই ব্যবস্থায় শামিল হওয়ার সুযোগ নেই তাই তারা এমনটা যে বলবে সেটাই স্বাভাবিক।'

সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি।

মিম-যুদ্ধ শুরু হয়েছিল আগেই। দুই দেশের নেটনাগরিকরা একে অপরের বিরুদ্ধে মিম বানিয়ে পোস্ট করছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে ঘোষণার পরই তাঁকে নিয়ে মিমের ঝড় ওঠে।

» দক্ষিণী সিনেমার একটি বিখ্যাত দৃশ্য। মাঝের অভিনেতা (এই মিমে তিনি ট্রাম্প) দু'পাশের ব্যক্তিদের (ভারত ও পাকিস্তান) মধ্যে ঝামেলা মেটানোর চেষ্টা করছেন।

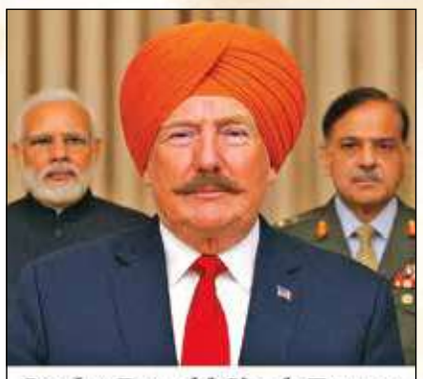

» আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে দেখানো হয়েছে সরপঞ্চ (গ্রামের প্রধান) চরিত্রে। তাঁর পেছনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ।

» কোনও মিমে 'বাজিরাও মস্তানি' সিনেমায় অভিনেতা রণবীর সিং-এর চরিত্রে ট্রাম্প। কোনওটিতে টম অ্যান্ড জেরি-র কার্টুন চরিত্রগুলোকে রূপক হিসেবে দেখানো হচ্ছে। যেখানে পাকিস্তানকে প্রত্যাঘাত করা থেকে ভারতকে বিরত করছেন ট্রাম্প।

ট্রাম্পের হাতে ট্রুথ সোশ্যাল

সামাজিক মাধ্যমে ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটা পোস্ট। আর তারপরই ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে চলতে থাকা সংঘর্ষে ইতি। তবে ট্রাম্পের পোস্টটি ফেসবুক-টুইটারের মতো কোনও পরিচিত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে নয়, বরং স্বল্প পরিচিত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে করা হয়।

ভারত ও পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে বলে এই প্ল্যাটফর্মেই জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট। শনিবারের আগে অনেকেই এই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মটির নাম পর্যন্ত জানতেন না। তবে, এদিনের ট্রাম্পের পোস্টের পর মুহূর্তে ট্রুথ সোশ্যাল বিখ্যাত হয়ে যায়। ট্রুথ সোশ্যাল একটি মার্কিন গণমাধ্যম ও প্রযুক্তি কোম্পানি। ২০২১ সালের অক্টোবরে ট্রাম্পই এর প্রতিষ্ঠা করেন। ট্রুথ সোশ্যাল ট্রাম্প মিডিয়া অ্যান্ড টেকনলজি গ্রুপ দ্বারা তৈরি করা হয়।

২০২২ সালের মে মাস পর্যন্ত ট্রুথ সোশ্যালের পরিষেবা শুধুমাত্র আইফোন অ্যাপের মাধ্যমে পাওয়া যেত। ফলে এই সীমাবদ্ধতা একে জনপ্রিয় করে তোলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমেরিকা ও কানাডাতেই এই প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। ২০২২ সালের মে মাসে এই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মটিতে প্রবেশ করার জন্য একটি ওয়েব অ্যাপ চালু করা হয়। যা যে কোনও ইন্টারনেট ব্রাউজার ব্যবহারকারীকে সাইটটিতে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়। যদিও এর প্রবেশাধিকার এখনও সীমাবদ্ধ রয়েছে। তথ্য বলছে, ২০২২-এর এপ্রিল পর্যন্ত এই প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত সক্রিয় সদস্য ৫,১৩,০০০।

'অপারেশন সিঁদুর' যে পথে

ভারতীয় সেনার তরফে একাধিক ছবি প্রকাশ করল সংবাদ সংস্থা পিটিআই। কোনওটিতে জওয়ানদের গোলা ছুড়তে দেখা যাচ্ছে, আবার কোনও ছবিতে ধরা পড়ল পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদীদের ডেরা ধ্বংস হওয়ার মুহূর্ত।

সিঁদুরের বদলা অপারেশন বুনিয়ান-উল-মারসুস

ইসলামাবাদ, ১০ মে : পাকিস্তান শনিবার কাকভোরে ভারতের দিকে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমে এই হামলাকে বলা হচ্ছে 'অপারেশন বুনিয়ান-উল-মারসুস'। এই অভিযানে পাকিস্তান ফতেহ-১ ব্যালিস্টিক মিসাইল ব্যবহার করেছে। এর আগের দিন ভারত অপারেশন সিঁদুরের অংশ হিসাবে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি স্থানে সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিতে হামলা চালায়।

বুনিয়ান-উল-মারসুস একটি আরবি-কোরানিক শব্দ। এর অর্থ, 'সিসার শক্ত প্রাচীর'। কোরানের একটি আয়াতে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালোবাসেন তাদের, যারা তাঁর পথে যুদ্ধ করে ঐক্যবদ্ধ প্রাচীরের মতো।' পাকিস্তান এই নাম দিয়ে নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে কার্যত দুর্ভেদ্য দাবি করেছে।

পাকিস্তান সম্ভবত এই নাম দিয়ে বোঝাতে চাইছে, তারা একটি ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করছে এবং দুর্ভেদ্য দেওয়ালের মতো প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। তবে সমর বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নাম দেওয়াই প্রমাণ করে যে, পাকিস্তান রক্ষণাত্মক অবস্থানে চলে গিয়েছে। কারণ, ভারত প্রথমবার ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে (সীমান্ত থেকে ১০০ কিমি ভিতরে) হামলা চালিয়েছে।

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা কৌশল নিয়ে প্রকারান্তরে প্রতিক্রিয়া দিয়েছে ভারতও। বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি বলেন, 'পাকিস্তান আবারও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়াতে মরিয়া। ভারতের ঐক্যই ওদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।'

বিশেষজ্ঞদের দাবি, 'বুনিয়ান-আল-মারসুস' নাম দিয়ে পাকিস্তান নিজের ধর্মীয় মোড়কে সন্ত্রাসবাদকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই নামই বলে দিচ্ছে, পাকিস্তান প্রতিরক্ষা ও রাজনৈতিক দিক থেকে চাপে আছে। আন্তর্জাতিক মহলে এও পরিষ্কার যে, পাকিস্তান বহু বছর ধরে জঙ্গিবাদকে রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ করে রেখেছে। ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণের পিছনে থাকা পাকিস্তানের এই ভয়ংকর উদ্দেশ্য কোনও ধর্মীয় শব্দ দিয়ে ঢাকা যাবে না।

চর্চায় পরমাণু হামলা প্রসঙ্গ

ইসলামাবাদ, ১০ মে : নিয়ন্ত্রণরেখা এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর ভারতের একাধিক শহর এবং সামরিক ঘাঁটিগুলি লক্ষ্য করে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান।

জবাবে শনিবার সকালে পালটা পাক সেনা ও বায়ুসেনা ঘাঁটিগুলিতে আঘাত হানে ভারত। সেই পরিস্থিতিতে ভারতকে 'সবক' শেখাতে পাকিস্তান পরমাণু হামলার পথে হাঁটবে কি না, তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছিল শরিফ সরকার ও সেনাবাহিনীর অন্দরে। যদিও ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যস্থতা সেই জল্পনায় জল ঢেলে দেয়।

শনিবার সেনাবাহিনীর তরফে প্রথমে জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ন্যাশনাল কমান্ড অথরিটির (এনসিএ) একটি বৈঠক ডেকেছেন। পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্রাগার সহ জাতীয় সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা হল এনসিএ। কিন্তু পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ জানিয়েছেন, এনসিএ-র কোনও বৈঠক ডাকা হয়নি। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'ন্যাশনাল কমান্ড অথরিটির কোনও বৈঠক হয়নি, কোনও বৈঠক হওয়ার কর্মসূচিও ছিল না।'

ভারত-পাকিস্তান সামরিক সংঘাত যেভাবে উত্তরোত্তর বাড়ছে, তাতে পরমাণু হামলার হুঁশিয়ারি আগেই দিয়ে রেখেছিল ইসলামাবাদ। সম্প্রতি পাকিস্তানের এক মন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, তাঁদের অস্ত্রভাণ্ডারে পারমাণবিক অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্রগুলি নেহাতই প্রদর্শনের জন্য রেখে দেওয়া নেই।

এদিকে পাকিস্তান যে প্রয়োজন পড়লে মাদ্রাসার পড়ুয়াদের সেনার উর্দি পরিয়ে রণাঙ্গনে পাঠাতে প্রস্তুত, সেই বার্তাও দিয়েছিলেন খোয়াজা আসিফ।

মাসুদ-ঘনিষ্ঠ পাঁচ পাক সন্ত্রাসবাদী নিকেশ

নয়াদিল্লি, ১০ মে : পহলগামে ২২ এপ্রিল পর্যটক হত্যাকাণ্ডের পর ভারত তার প্রথম জবাব দেয় ৭ মে ভোররাতে। ভারতীয় সেনা 'অপারেশন সিঁদুর' চালিয়ে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে)-এর গভীরে থাকা বেশ কয়েকটি জঙ্গি ঘাঁটি ভেঙে দেয়। এতে নিহত হয় জইশ-ই-মহম্মদ ও লস্কর-ই-তইবার সঙ্গে যুক্ত প্রথম সারির পাঁচ জঙ্গি। নিহত জঙ্গিদের প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিল বলে সরকারি সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

গত বুধবারের ওই হামলায় নিহত পাঁচ জঙ্গির নাম প্রকাশ করা হয়েছে। এদের মধ্যে দু'জন লস্করের, অন্য তিনজন জইশের। নিহতদের মধ্যে জইশ প্রধান মৌলানা মাসুদ আজহারের দুই আত্মীয়ও রয়েছে। নিহতেরা হল মুদাস্সর খাড়িয়ান খাস, হাফিজ মুহম্মদ জামিল, মহম্মদ ইউসুফ আজহার, আবু আকাশ ওরফে খালিদ এবং মহম্মদ হাসান খান।

মুদাস্সর খাড়িয়ান খাস : পাকিস্তানের মুরিদকেতে অবস্থিত 'মারকাজ তইবা' নামের প্রশিক্ষণ শিবিরটি চালাত এই শীর্ষস্থানীয় লস্কর জঙ্গি। এই শিবিরেরই ছাত্র ছিল ২৬/১১ মুম্বই হামলায় যুক্ত জঙ্গি আজমল কাসভ ও ডেভিড হেডলি। মুদাস্সরের শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন পাক সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের এক পুলিশকর্তা এবং পাক সেনার এক কর্তব্যরত লেফটেন্যান্ট জেনারেলকেও প্রার্থনায় যোগ দিতে দেখা যায়। নিহত ওই জঙ্গিকে পাক সেনার তরফে 'গার্ড অফ অনার'ও দেওয়া হয়। এই জঙ্গিকে শেষশ্রদ্ধা জানাতে ফুলের তোড়াও পাঠানো হয় সেনাপ্রধান আসিম মুনির ও পঞ্জাব প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম নওয়াজের তরফে।

হাফিজ মুহম্মদ জামিল : জইশের সক্রিয় সদস্য ও জইশ প্রধান মাসুদ আজহারের ভগ্নীপতি। পাকিস্তানের বাহাওয়ালপুরে অবস্থিত 'মারকাজ সুবহান আল্লাহ' ক্যাম্পে নতুন সদস্যদের মগজধোলাই ও অর্থ সংগ্রহের দায়িত্বে ছিল হাফিজ।

মহম্মদ ইউসুফ আজহার : ওস্তাদজি নামে পরিচিত এই জঙ্গি মাসুদ আজহারের আরেক ভগ্নীপতি। সে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিত এবং ১৯৯৯ সালের আইসি-৮১৪ বিমান ছিনতাইয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কান্দাহার বিমান অপহরণ কাণ্ডে ভারতকে বাধ্য হয়ে মাসুদ আজহারকে মুক্তি দিতে হয়।

আবু আকাশ ওরফে খালিদ : লস্করের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। আফগানিস্তান থেকে অস্ত্র চোরাচালানে তার বড় ভূমিকা ছিল। তার শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন পাক সেনার উচ্চপদস্থ কর্তারা ও ফয়সালাবাদের জেলা প্রশাসক।

মহম্মদ হাসান খান : জইশের সদস্য এবং পিওকে-তে জইশের অপারেশনাল কমান্ডার মুফতি আসগর খানের পুত্র। জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা চালানোর কাজে যুক্ত ছিল।

সম্প্রতি নিহত এই পাঁচ জঙ্গির মরদেহ সমাহিত করার সময় পাকিস্তানের সেনা ও প্রশাসনের উপস্থিতির ছবি ভাইরাল হয়। এতে ফের প্রমাণ মেলে, পাকিস্তানের সেনাবাহিনী দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। আন্তর্জাতিক মহলে এই প্রমাণ তুলে ধরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে ভারত।

পাক হামলায় হত 'রাজৌরির মুখ' রাজকুমার

জম্মু, ১০ মে : রাজৌরিতে পাকিস্তানের গোলাবর্ষণে মৃত্যু হল জম্মু ও কাশ্মীর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের অতিরিক্ত জেলা উন্নয়ন কমিশনার রাজকুমার থাপার। শনিবার ভোরে তাঁর সরকারি বাসভবনে সরাসরি একটি গোলা এসে পড়লে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। রাজকুমারের মৃত্যুতে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

শনিবার ভোরে জম্মু, পুঞ্চ ও রাজৌরি জেলার বিভিন্ন এলাকায় ভারী গোলাবর্ষণ করে পাকিস্তানি সেনা। ওই হামলায় রাজকুমার সহ অন্তত পাঁচজনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহতদের মধ্যে রয়েছেন নিহত সরকারি আধিকারিকের দুই কর্মচারীও।

রাজৌরিতে খুব জনপ্রিয় ছিলেন রাজকুমার। তাঁকে 'রাজৌরির মুখ' বলা হত। আপদে-বিপদে সবসময়েই তাঁকে পাশে পেয়েছেন জম্মু-কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার বাসিন্দারা। একজন দক্ষ ও দায়িত্বশীল আধিকারিক হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল প্রশাসনিক মহলেও।

গত জানুয়ারিতে রাজৌরির বড়হাল গ্রামে আচমকাই স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটে। সেখানে গত ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারির মধ্যে তিনটি পরিবারের ১৩ জন শিশু সহ ১৭ জনের অজানা অসুখে মৃত্যু হয়। সেই মৃত্যুমিছিলে রাশ টানতে বড় ভূমিকা ছিল রাজকুমারের।

সরকারের প্রশাসনিক পরিষেবায় যোগ দেওয়ার আগে পেশাদার চিকিৎসক ছিলেন ৫৪ বছর বয়সি রাজকুমার। ২০০১ সালে প্রশাসনিক সেবায় তিনি যোগ দেন। দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান ও মানুষের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক গড়ে তোলার দক্ষতার জন্য তিনি ছিলেন রাজৌরির তৃণমূল স্তর পর্যন্ত অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয়। গত বছর মার্চে তাঁকে রাজৌরিতে পোস্টিং দেওয়া হয়েছিল।

রাজকুমার থাপার পরিবারকে সান্ত্বনা জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর।

পহলগাম কাণ্ডের জেরে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে তীব্র অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন এলাকা লক্ষ্য করে ক্রমাগত গোলাবর্ষণ করে চলেছে পাকিস্তান। তার মধ্যে রয়েছে জম্মু, পুঞ্চ, রাজৌরি, সাম্বা, আখনুর। সংযত থেকেও পালটা জবাব দিচ্ছে ভারতীয় সেনাও। বাসিন্দারা কতটা নিরাপদে রয়েছেন, কোন কোন জায়গায় হামলা বেশি হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখতে শুক্রবার উপমুখ্যমন্ত্রী সুরেন্দ্রকুমার চৌধুরীর সঙ্গে বেরিয়েছিলেন কমিশনার রাজকুমার। তারপর তিনি মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে বৈঠকও করেন।

শনিবার নিজের বাসভবনেই ছিলেন রাজকুমার। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, সেইসময় একটি পাক গোলা তাঁর বাড়িতে এসে আঘাত করে। আর তাতেই মৃত্যু হয় জম্মু-কাশ্মীরের শীর্ষ এই আধিকারিকের। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর। তিনি বলেন, 'অত্যন্ত দক্ষ এক আধিকারিককে আমরা হারালাম। এই বিশাল ক্ষতি কোনও ভাষা দিয়েই বোঝানো যাবে না। সবে গতকালই তিনি উপমুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জেলাজুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন ও আমার সভাপতিত্বে অনলাইন মিটিংয়ে অংশ নিয়েছিলেন। আজ পাকিস্তানি গোলার আঘাতে তাঁর বাসভবন ধ্বংস হয়ে গেল এবং তিনি প্রাণ হারালেন। ভাবতে পারছি না।'

ক্ষতি ভারতের, ক্ষতিপূরণ পাকিস্তানকে

অস্ত্রের জন্য ঋণ, আইএমএফ-এর কড়া সমালোচনা ওমরের মুখে

নয়াদিল্লি, ১০ মে : ভারতের তীব্র বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে পাকিস্তানকে ১ বিলিয়ন ডলার ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএফ)। পহলগামে ২৬ জনকে খুন করেছে পাক সেনা ও আইএসআইয়ের মদতপুষ্ট জঙ্গিরা। তার জেরে দু'দেশের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। ৩ দিন ধরে ভারতের সীমান্তবর্তী জনপদগুলিকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। এই পরিস্থিতিতে আইএমএফের তরফে তাদের টাকার জোগান দেওয়া কতটা যুক্তিসংগত, সেই প্রশ্ন উঠেছে।

শুক্রবার আইএমএফের বৈঠকে পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্যের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল ভারত। কিন্তু তাতে কাজ না হওয়ায় ভোটাভুটিতে যোগ দেননি ভারতের প্রতিনিধি। কূটনীতিকদের বড় অংশের মতে, আইএমএফের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ বিশ্বকে ভুল বার্তা দিল। প্রাক্তন বিদেশসচিব কনওয়াল সিবাল জানান, আইএমএফে পশ্চিমী দেশগুলির গভীর প্রভাব রয়েছে। পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক সংস্থাটি যেভাবে সাহায্য করছে, তা এক ভয়ংকর দৃষ্টিভঙ্গি।

অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সুশান্ত সারিন বলেন, 'এই তহবিল পাকিস্তানে সংস্কার কাজের বদলে সেনাবাহিনীর প্রভাবকে আরও বাড়াবে।' আইএমএফের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থার বিরুদ্ধে ভারতের একজন মুখ্যমন্ত্রীর প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দেওয়ার ঘটনা বেনজির। সেটাই ঘটেছে শনিবার। ওমরের প্রশ্ন, কাশ্মীর তথা ভারতের অসামরিক পরিকাঠামোগুলিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে পাকিস্তান। সেজন্য পাকিস্তানকেই কি ক্ষতিপূরণ হিসাবে বিপুল অর্থ দিচ্ছে আইএমএফ? এক্স হ্যান্ডেলে এক পোস্টে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোভাব বুঝতে পারছি না। ওরা কি মনে করছে যে এর ফলে উপমহাদেশে অস্থিরতায় রাশ টানা যাবে? পুঞ্চ, রাজৌরি, উরি, তাংধর এবং আরও অনেক জায়গা ধ্বংস করার জন্য যেসব অস্ত্র ব্যবহার করছে পাকিস্তান, তার জন্যই ওদের টাকা দেওয়া হচ্ছে।' আইএমএফের পদক্ষেপ কীভাবে উপমহাদেশে শান্তি ফেরাবে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন ওমর। এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসির আশঙ্কা, আইএমএফের তহবিল ভারতবিরোধী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে অক্সিজেন জোগানোর কাজ করবে। মনোবিদ যশবন্ত দেশমুখের পর্যবেক্ষণ, 'আইএমএফের হাতে রক্ত লেগে রয়েছে।'

পুঞ্চে বিধ্বস্ত অঞ্চল ঘুরে দেখেন ওমর আবদুল্লা। শনিবার।

বিদেশমন্ত্রকের এক আধিকারিকের কথায়, 'এ ধরনের আর্থিক সহযোগিতা হঠাৎ করে হয় না। এর পিছনে প্রচুর আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া ও প্রস্তুতি থাকে।' এই বাস্তবতা সামনে আসার পর পর্যবেক্ষক মহলের প্রশ্ন, তাহলে কি পহলগামের হামলা এক বৃহত্তর রাজনৈতিক চক্রান্তের অংশ? আর পাকিস্তান কি আগেভাগেই আন্তর্জাতিক মিত্র ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখেছিল ভারতের প্রত্যাঘাত সামাল দেওয়ার জন্য?

আইএমএফের নিয়ম অনুযায়ী, ঋণ মঞ্জুরের প্রস্তাবে সদস্য দেশগুলির 'না' বলার সুযোগ নেই। ভোটাভুটিতে তারা হয় প্রস্তাবের সমর্থনে ভোট দেয়, নয়তো ভোটদানে বিরত থাকে। ফলে পাকিস্তানকে ঋণ মঞ্জুর না করার পক্ষে ভারতের জোরালো যুক্তি থাকা সত্ত্বেও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেওয়া সম্ভব ছিল না। সূত্রের খবর, তাই ভারত ভোটদানে বিরত থেকেছে।

> পুঞ্চ, রাজৌরি, উরি, তাংধর এবং আরও অনেক জায়গা ধ্বংস করার জন্য যেসব অস্ত্র ব্যবহার করছে পাকিস্তান, তার জন্যই ওদের টাকা দেওয়া হচ্ছে
>
> **ওমর আবদুল্লা**
> *মুখ্যমন্ত্রী, জম্মু ও কাশ্মীর*

শুক্রবার আইএমএফের এক্সটেন্ডেড ফান্ড ফেসিলিটি প্রকল্পের আওতায় এই ১ বিলিয়ন ডলার ঋণের কিস্তি মঞ্জুর করা হয়। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবিলায় তাদের আরও ১.৪ বিলিয়ন ডলার অনুদানে ছাড়পত্র দিয়েছে আইএমএফ। ভারতের অর্থমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'আইএমএফের পদক্ষেপে নৈতিক নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। এই অর্থ সামরিক বা জঙ্গি কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের ঝুঁকি রয়েছে।'

'সংযত' ভারতকে বুঝিয়ে লাভ নেই

রুবিয়োকে বার্তা জয়শংকরের

নয়াদিল্লি, ১০ মে : ভারত-পাকিস্তানকে সংযত হওয়ার আবেদন জানাল জি-৭ দেশগুলি। একই কথা বলেছে আমেরিকা, সৌদি আরব, ইরান। গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতের অপারেশন সিঁদুর বনাম পাকিস্তানের অপারেশন বানিয়ান মারসুস নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলের মনোভাব এমনই। শনিবার ভোরে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে ফোন করেন মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়ো।

ফোনালাপের পর এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্টে জয়শংকর লিখেছেন, 'মার্কিন বিদেশসচিবের সঙ্গে কথা হয়েছে। ভারত সবসময় সংযত ও দায়িত্বশীল পদক্ষেপে বিশ্বাসী। অতীতে হয়নি, ভবিষ্যতেও এর অন্যথা হবে না।' বিদেশমন্ত্রীর পোস্টটিকে আমেরিকাকে ভারতের বার্তা বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। বিদেশমন্ত্রকের একটি সূত্র জানিয়েছে, অপারেশন সিঁদুরের শুরু থেকে সংযত পদক্ষেপ করছে ভারত। পহলগাম হত্যাকাণ্ডের জবাবে পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাক পঞ্জাবের জঙ্গিঘাঁটিগুলি লক্ষ্য করে সীমিত পরিসরে হামলা চালিয়েছিল ভারতীয় সেনা। কিন্তু পাকিস্তান ভারতের অসামরিক পরিকাঠামো ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। নিশানা করছে সাধারণ মানুষকে। গত ৭২ ঘণ্টায় পাকিস্তানের তরফে যাবতীয় প্ররোচনা সত্ত্বেও সেদেশের নিরীহ বাসিন্দাদের ক্ষয়ক্ষতি সীমিত রেখে পাক সেনার মোকাবিলা করছে ভারতীয় বাহিনী। আমেরিকার বিদেশসচিবকেও সেই কথাই বলেছেন জয়শংকর।

এদিকে ভারত ও পাকিস্তানের উদ্দেশে একসঙ্গে বার্তা দিয়েছেন জি-৭ গোষ্ঠীর বিদেশমন্ত্রীরা। সেখানে বলা হয়েছে, 'কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, ব্রিটেন এবং আমেরিকার বিদেশমন্ত্রীরা ২২ এপ্রিল পহলগামে ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করছেন। ভারত ও পাকিস্তান দু'পক্ষের কাছে সংযম দেখানোর আবেদন জানাচ্ছে জি-৭ রাষ্ট্রগোষ্ঠী।' সংঘাত বন্ধের জন্য পাকিস্তানের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ছে। হোয়াইট হাউসের প্রেসসচিব ক্যারোলিন লিভিট জানান, জয়শংকরকে ফোন করার আগে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিফ মুনিরের সঙ্গে কথা বলেছেন মার্কো রুবিয়ো। সংঘাত যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায় সেজন্য আমেরিকার হস্তক্ষেপের বিষয়টিও স্পষ্ট করেছেন তিনি।

এর আগে ভারত-পাক সংঘাতে হস্তক্ষেপ না করার কথা বলেছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তারপর আমেরিকার এদিনের বয়ান তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। শনিবার জয়শংকরকে ফোন করেন সৌদি আরবের বিদেশমন্ত্রী ফয়জল বিন ফরহান বিন আবদুল্লা।

পাক বিদেশমন্ত্রী ইসাক দারের সঙ্গেও কথা বলেছেন তিনি। সৌদি বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, সংঘর্ষ বন্ধ করতে দু'পক্ষের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে সৌদি আরব।

১৭ বছর পর গ্রেপ্তার ধর্ষণে অভিযুক্ত বাবা

নয়াদিল্লি, ১০ মে : ধর্ষণ ও খুনের মামলা চলছে তার বিরুদ্ধে। সঙ্গীরা সকলে দোষী সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ১৭ বছর ধরে সে লুকিয়েছিল পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে। অবশেষে চলন্ত ট্রেন থেকে ধরা পড়ল ফেরার আসামি। ঘটনাটি প্রকাশ্যে এসেছে শনিবার।

দিল্লির বাসিন্দা মহম্মদ আলমের বয়স এখন ৪৩ বছর। ২০০৮ সালে তার নাম জড়ায় বিহারে একটি খুনের ঘটনায়। তার সঙ্গে আরও চারজন জড়িত ছিল ওই মামলায়। বাকিদের খোঁজ মিললেও আলম পালিয়ে যায়। বছর তিনেক পরে আলমের মেয়ে দিল্লি পুলিশের কাছে বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তাঁর দাবি, বাবা তাঁকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করেছে। কিন্তু দিল্লির লক্ষ্মীনগর থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরেই আবার পালায় আলম। ইতিমধ্যে দিল্লির নিম্ন আদালতে মামলা চলছিল। কিন্তু আলমকে কোথাও পাওয়া যায়নি। তবে হাল ছাড়েনি পুলিশও।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গত ৬ মে মধ্যপ্রদেশ থেকে যাত্রা শুরু করা শ্রমিক এক্সপ্রেসে হানা দেয় দিল্লি পুলিশের একটি দল। টানা ৩ ঘণ্টার সেই অভিযানের পর অভিযুক্ত ধরা পড়ে মহারাষ্ট্র থেকে। দিল্লি পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'একের পর এক বগিতে হানা দিই আমরা। শেষমেশ জলগাঁও জংশনের কাছে অভিযুক্তকে পাকড়াও করি।'

এবার বর্ষা আসছে ২৭ মে

নয়াদিল্লি, ১০ মে : 'আবার এসেছে আষাঢ়', এবার একটু আগেভাগেই গাইতে হতে পারে! কারণ, চলতি বছরে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু অর্থাৎ বর্ষা সময়ের আগেই ভারতের মূল ভূখণ্ডে ঢুকে পড়তে চলেছে। ভারতের আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি) জানিয়েছে, এবছর কেরলে বর্ষা পৌঁছোতে পারে ২৭ মে'র মধ্যে, স্বাভাবিক সময় ১ জুনের আগে। শনিবার এই ঘোষণা করা হয়। আবহাওয়া দপ্তরের বুলেটিনে বলা হয়েছে, 'কেরলে বর্ষা ঢোকার সম্ভাব্য তারিখ ২৭ মে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে চারদিন আগে।' সাধারণত ১ জুন ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে বর্ষার আগমন ঘটে। তার পর ৮ জুলাইয়ের মধ্যে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই মৌসুমি বায়ুর জন্যই বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয় দেশের নানা প্রান্তে।

আবহবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, সম্ভাবনা অনুযায়ী বর্ষা যদি সত্যিই ২৭ মে ভারতে ঢুকে পড়ে, তবে ১৬ বছর পর এই প্রথম এত দ্রুত মৌসুমি বায়ু ঢুকবে কেরলে। এর আগে ২০০৯ সালে ২৩ মে বর্ষা ঢুকেছিল দক্ষিণের প্রান্তিক রাজ্যটিতে।

সতর্কতা

আহমেদাবাদ, ১০ মে : ভারত-পাকিস্তানের হামলা পালটা হামলার পর আপাতত যুদ্ধবিরতির ঘোষণা। তবু সীমান্তবর্তী এলাকাতে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে গুজরাট সরকার। পাক সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি যে কোনও সময়ে খালি করার জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত রাখতে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার কচ্ছ, বনাসকাঁঠা, জামনগর এবং পাটানের জেলাশাসকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র পটেল।

আওয়ামির বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্যের ডাক

এএইচ খদ্দিমান

ঢাকা, ১০ মে : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধের দাবিতে জাতীয় ঐক্যের ডাক। আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধের দাবি নিয়ে শনিবারও দেশজুড়ে অবরোধ অব্যাহত রয়েছে। আওয়ামি লিগ নিষিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত যাবতীয় কর্মসূচি ঐকমত্যের ভিত্তিতে 'ফ্যাসিবাদবিরোধী জাতীয় ঐক্য' ব্যানারে পালিত হবে। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ একথা জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধের দাবিতে গত দু'দিন ধরে ছাত্র-জনতা রাস্তায় ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এই অবস্থান কর্মসূচি নিয়েছে। জুলাইয়ের গণ অভ্যুত্থানে দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশের সর্বস্তরের ছাত্র ও নাগরিকরা স্বৈরাচারের পতন ঘটাতে সক্ষম হলেও এখনও পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ফ্যাসিস্ট ও সন্ত্রাসী দল হিসেবে আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করতে পারেনি।' এ বিষয়ে এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন জানিয়েছেন, আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করতে টালবাহানা করা হলে দেশের জনগণ তা মেনে নেবে না। আখতার হোসেন বলেন, 'আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করতে ৫ অগাস্ট বাংলাদেশের জনগণ সমর্থন দিয়েছে। তারা আর রাজনীতি করতে পারবে না। অবিলম্বে আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করতে হবে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালে আওয়ামি লিগকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বিবেচিত করে আইনের আওতায় আনতে হবে।' জুলাই ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নের দাবি জানান তিনি।

ভারতে ৪ টিভি সম্প্রচার বন্ধের ব্যাখ্যা চাইবে ঢাকা : ভারতে বাংলাদেশের চারটি টেলিভিশন চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়ে ইউটিউবের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়ব। শুক্রবার রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি একথা জানান। ফয়েজ আহমেদ বলেন, 'ইউটিউব কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের অন্তত চারটি টিভি স্টেশনকে ভারতের জন্য জিও-ব্লক করেছে। ফলে ভারতে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকরা চ্যানেলগুলি দেখতে পারছেন না, যা তাঁদের ভোগ দখলের অধিকার ক্ষুণ্ন করছে।' তিনি আরও বলেছেন, 'ব্রডকাস্ট মিডিয়ামের ভৌগোলিক অবস্থান হিসেবে বাংলাদেশকে ব্লক করা আন্তর্জাতিক কনভিউমার রাইটস রীতির পরিপন্থী। আমরা ইউটিউবের কাছে এর ব্যাখ্যা চাইব। যদি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পাই, তাহলে পালটা পদক্ষেপ করতে বাধ্য হব।'

পাকিস্তানের মিসাইল হানায় ক্ষতবিক্ষত বাড়ি। শনিবার নৌসেরাতে।

পাকিস্তানে ভূমিকম্প

ইসলামাবাদ, ১০ মে : শনিবার সকালে আবারও ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পাকিস্তান। গত ২৪ ঘণ্টায় দ্বিতীয়বার। রিখটার স্কেলে এই কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৭। শুক্রবার ভারতীয় সময় মধ্যরাত ১টা ৪৪ মিনিটে প্রথম একবার ৪.০ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। এরপর শনিবার সকালে দ্বিতীয় দফায় ফের সামান্য বেশি মাত্রার কম্পন অনুভূত হয়। যদিও ভূমিকম্পজনিত কারণে হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর মেলেনি।

ভারতের জাতীয় ভূকম্পবিদ্যা কেন্দ্র (এনসিএস) জানিয়েছে, দ্বিতীয় ভূমিকম্পটির উপকেন্দ্র ছিল ২৯.৬৭° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৬৬.১০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে, ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে। এত কম গভীরতায় কম্পন হলে সাধারণত তার প্রভাব বেশি পড়ে কারণ, ভূকম্পনের উৎস ও ভূপৃষ্ঠের দূরত্ব কম থাকে।

গত ৫ মে বিকাল ৪টে নাগাদ পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের কিছু অংশে ৪.২ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এই কম্পনের কেন্দ্র ছিল পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের চিত্রাল জেলার কাছাকাছি আফগান সীমান্তের কাছে। ওই একই দিনে দুপুর ১২টা ৩৫ মিনিটে আফগানিস্তানেও একটি ৪.২ মাত্রার কম্পন রেকর্ড করা হয়। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ভূপৃষ্ঠ থেকে ৭০ কিলোমিটারের কম গভীরে ঘটা এই ধরনের অগভীর ভূমিকম্প আশপাশের এলাকায় বেশি ক্ষতি করতে পারে। কারণ, ভূকম্পনের শক্তি সহজেই মাটি কাঁপিয়ে দেয়।

'দেশরক্ষায় আমার সিঁদুর পাঠাচ্ছি'

মুম্বই, ১০ মে : তাঁদের বিয়ে হয়েছিল ৫ মে। আর পাঁচটা ক্ষেত্রে যেখানে বিয়ের পর নববিবাহিত স্বামী-স্ত্রী চায় একে-অপরের যতটা সম্ভব কাছাকাছি থাকতে, সেখানে এই নবদম্পতির গল্পটা সম্পূর্ণ আলাদা। এক্ষেত্রে স্বামী অর্থাৎ মহারাষ্ট্রের জলগাঁওয়ের মনোজ দানেশ্বর পাতিল রওনা হলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। আর এই সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ সমর্থন জানালেন তাঁর নববিবাহিতা স্ত্রী যামিনী। পাঁচোড়া স্টেশন থেকে মনোজের ট্রেন যখন গন্তব্যের দিকে এগোচ্ছে, তখন সেখানে দুই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে উপস্থিত যামিনী বেশ দৃপ্তকণ্ঠে বলেন, 'দেশের থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নয়। আমি গর্বিত কারণ দেশরক্ষায় আমি নিজের সিঁদুর পাঠানোর সুযোগ পেয়েছি।' তিনিও চান যেভাবে জঙ্গিরা পর্যটকদের খুন করেছে, সেই বদলা নিক ভারত। তাঁর স্বামীর হাতে

দেশরক্ষার ভার। কোনও আক্ষেপ নেই তাঁর। মনোজ সেনাবাহিনীতে কর্মরত। বিয়ে উপলক্ষ্যে ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনী 'অপারেশন সিঁদুর'-এর মাধ্যমে প্রত্যাঘাত করে। এরপরেই মনোজের কাছে নির্দেশ আসে কাজে যোগ দেওয়ার। আকস্মিক এই ঘটনায় সবাই যখন বেশ দোলাচলে সেই সময় যামিনীই প্রথম মনোজকে কাজে যোগ দিতে উৎসাহিত করেন।

হস্টেলে খুন পড়ুয়া

পাটনা, ১০ মে : হস্টেলে ঢুকে এক পড়ুয়াকে গুলি করে খুনের অভিযোগ পাটনায়। মৃত চন্দন (২১) বিহারের নওদা জেলার বাসিন্দা। তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন বিভাগের দ্বিতীয় সিমেস্টারের ছাত্র ছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার ভোরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দপুর হস্টেলে ঢুকে তাঁকে গুলি করে আততায়ীরা। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা চন্দনকে মৃত ঘোষণা করেন। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরেই এই খুন। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে হত্যাকারীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। পরিবার ও হস্টেলের আবাসিকদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ঘটনায় হস্টেলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

দূষণ সূচকে সামান্য উন্নতি ভারতের

জুরিখ, ১০ মে : আগে গাছপালা, পুকুর ছিল। এখন শুধুই পিচ আর কংক্রিট। কার্বন চেপে ধরেছে বাতাসের গলা। দূষণে ভরে গিয়েছে দেশ। প্রতিটি শ্বাসে ঢুকছে বিষ। সাম্প্রতিক দূষণ সূচকে ভারতের অবস্থার সামান্য উন্নতি হলেও, সেটা নিছকই খাতায়-কলমে। পরিস্থিতি সেই তিমিরেই।

সম্প্রতি একটি সুইস সংস্থা প্রকাশিত আইকিউএয়ার-এর ২০২৪-'২৫ সালের প্রতিবেদন বলছে, বায়ুদূষণ এখনও বিশ্বজুড়ে এক ভয়ংকর সমস্যা হয়ে আছে। দক্ষিণ এশিয়ায় এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে। তবে এবারের প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে, ভারত তার অবস্থান কিছুটা উন্নত করেছে, যদিও পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এখনও বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত দেশের তালিকায় শীর্ষে বিরাজ করছে।

সমীক্ষাটি করা হয়েছে ১৩৮টি দেশের বাতাসের গুণমান পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত পিএম ২.৫-এর পরিসংখ্যানকে বিচার করে। বায়ুদূষণের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক উপাদান হল ক্ষুদ্র ধুলিকণা বা পিএম২.৫। এই কণাগুলি ফুসফুসের গভীরে ঢুকে পড়ে এবং হৃদরোগ, হাঁপানি ও ক্যানসারের মতো গুরুতর অসুখের কারণ হয়। গবেষণা বলছে, প্রতি ৯টি মৃত্যুর মধ্যে ১টি এই বায়ুদূষণের কারণে হয়ে থাকে।

আইকিউএয়ার-এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে, পাকিস্তান তৃতীয় স্থানে, যার গড় পিএম২.৫ স্তর ৭৩.৭ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটার। এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। ভারত এবার কিছুটা উন্নতি করে পঞ্চম স্থানে নেমে এসেছে। ২০২৩ সালে ভারতের গড় পিএম২.৫ ছিল ৫৪.৪, যা কমে এখন ৫০.৬ হয়েছে। এই ক্রমতালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে আফ্রিকার দেশ চাদ। আর চার নম্বরে রয়েছে ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো।

অন্যদিকে আইসল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও ফিনল্যান্ড—এই দেশগুলি তাদের কঠোর পরিবেশ নীতি ও টেকসই উন্নয়নের কারণে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ধরে রাখতে পেরেছে।

এই প্রতিবেদন আবারও ইঙ্গিত দিয়েছে, দূষণ মোকাবিলায় আফ্রিকার মতো দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিরও আরও সচেতনতা ও কার্যকর পরিবেশ নীতি গ্রহণ করা জরুরি। শুধু স্বাস্থ্য নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তুলতে এখনই উদ্যোগ নিতে হবে ভারত সহ অন্য দেশগুলিকে।

লালফিতের ফাঁসে আটকে হাজার বছরের প্রাচীন কঙ্কাল

বড়নগর (গুজরাট), ১০ মে : পায়ের ওপর পা তুলে যেন বসে আছে কেউ। যে-সে জায়গায় নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মস্থান গুজরাটের মেহসানা জেলার বড়নগরের মাটির নীচে। ওই মানবকঙ্কাল যে হাজার বছরের প্রাচীন, দেখে কে বলবে! অথচ এখনও কোনও জাদুঘরে তার ঠাঁই হল না! প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে মহামূল্যবান কঙ্কালটি রাখা হয়েছে ত্রিপলে ঢাকা অস্থায়ী ছাউনির তলায়।

অথচ স্থানীয় ইতিহাসকে ধরে রাখতে বড়নগরের অদূরেই প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হয়েছে জাদুঘর। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র উদ্বোধন করা সেই 'আর্কিওলজিক্যাল এক্সপেরিয়েন্সিয়াল মিউজিয়াম'-এ ইতিমধ্যে জায়গা হয়েছে কয়েক হাজার প্রত্নবস্তুর। তার মধ্যে পদ্মাসনে বসা ওই কঙ্কালের একটি ছবি থাকলেও আসল কঙ্কালটি নেই!

কিন্তু কেন? খোঁজ নিতে গিয়ে মিলল বহু নিন্দিত সেই সরকারি লালফিতের ফাঁস। গুজরাট প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর অধিদপ্তরের পরিচালক পঙ্কজ শর্মা বললেন, 'এএসআই যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করায় কঙ্কালটিকে এখনও জাদুঘরে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয়নি।' আর এএসআই বলছে, কঙ্কাল সহ প্রায় ৯ হাজার প্রত্নবস্তু সরকারকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কেবল কঙ্কালটিই স্থান পায়নি জাদুঘরে। যদিও এ বিষয়ে এএসআই-এর প্রধান যদুবীর সিং রাওয়াত কোনও মন্তব্য করতে

চাননি। অবশ্য রাজ্যের যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের মুখ্যসচিব এম থেন্নারাসান জানিয়েছেন, 'কঙ্কালটিকে দ্রুত জাদুঘরে স্থানান্তরিত করতে সরকারি প্রক্রিয়া চলছে।'

২০১৯ সালে গুজরাটের বড়নগরে অন্তত এক হাজার বছরের পুরোনো বছর চল্লিশের এক মানুষের কঙ্কাল উদ্ধার হয়। কঙ্কালটি মাটির নীচে পাওয়া গিয়েছিল পদ্মাসনে বসা অবস্থায়। প্রশাসনিক জটিলতার

কারণে ছ'বছর পরেও সেটি রয়ে গিয়েছে একটি অসুরক্ষিত তাঁবুতে।

এই কঙ্কালটি আবিষ্কার করেছিলেন ভারতের প্রত্নতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (এএসআই)-এর মুম্বই শাখার প্রধান প্রত্নতত্ত্ববিদ অভিজিৎ আম্বেকর। তিনি জানান, কঙ্কালটি সম্ভবত ৯৪০ থেকে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গুজরাটের সোলাঙ্কি বা চালুক্য রাজবংশের সময়কার। আম্বেকরের কথায়, 'এই কঙ্কাল শুধু বড়নগরের নয়, গোটা দেশের অমূল্য সম্পদ। এটি আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবনধারা ও ইতিহাস সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য দিতে পারে।'

২০১৯ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক খোঁড়াখুঁড়ি করার সময় কঙ্কালের মাথার অংশটি প্রথম নজরে আসে। পরে দেখা যায়, এটি একটি সম্পূর্ণ কঙ্কাল যা পদ্মাসনে বসা অবস্থায় রয়েছে—ডান হাত কোলে আর বাঁ হাত যেন কোনও লাঠিতে ভর দিয়ে রাখা। গবেষকদের মতে, এটি 'সমাধি কবর' প্রাচীন হিন্দু সৎকার প্রথার কোনও নিদর্শন হতে পারে, যেখানে সম্মাননীয় ব্যক্তিদের মৃতদেহ না পুড়িয়ে মাটিচাপা দেওয়া হত।

স্বাগত ইউনূসের

ঢাকা, ১০ মে : ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতিকে স্বাগত জানালেন বাংলাদেশ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত হয়ে আলোচনায় বসতে রাজি হওয়ায় আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং শাহবাজ শরিফকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং বিদেশসচিব রুবিও যে কার্যকর মধ্যস্থতা করেছেন তার জন্যও তাঁদের প্রশংসা করছি আমি। কূটনীতির মাধ্যমে আমাদের দুই প্রতিবেশির মধ্যে থাকা যাবতীয় মতবিরোধ মেটাতে বাংলাদেশ কাজ করে যাবে।'

বিনিয়োগের সময় যেসব ভুল এড়ানো উচিত

প্রবীণ আগরওয়াল

গত কয়েক বছরে ডিজিটাইজেশন এবং আর্থিক সচেতনতা বাড়ার ফলে মিউচুয়াল ফান্ড খুচরো লগ্নিকারীদের কাছে বিনিয়োগের সেরা বিকল্প হয়ে উঠেছে। তবে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগকারীরা কিছু সাধারণ ভুল করেন। একটু সচেতন হলেই এই ভুলগুলি এড়ানো যায়। এখানে পাঁচটি সাধারণ ভুলের তালিকা দেওয়া হল, যা আপনি পরের বার মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের সময় এড়াতে পারেন।

■ বিনা অনুসন্ধানে বিনিয়োগ

প্রায়ই দেখা যায় বন্ধু, সহকর্মী বা পরিবারের সদস্যদের পরামর্শে মিউচুয়াল ফান্ড প্রকল্প বেছে নেন লগ্নিকারীরা। শুভাকাঙ্ক্ষীর পরামর্শ আপনি নিতেই পারেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করবেন না।

আপনাকে অবশ্যই তহবিলের অতীত প্রদর্শন, বিনিয়োগ ক্ষেত্র, ফান্ড ম্যানেজার, গড় রিটার্ন, রোলিং রিটার্ন এবং অন্যান্য দিকগুলি মূল্যায়ন করতে হবে। তারপর একই গোত্রের অন্যান্য তহবিলের সঙ্গে এর তুলনা করুন। এক্ষেত্রে সেরা উপায় হল ফান্ডের ফ্যাক্ট শিট পর্যালোচনা।

ফ্যাক্ট শিট হল একটি তহবিলের প্রয়োজনীয় তথ্যের আধার। এটি ফান্ডের অতীত প্রদর্শন এবং বেঞ্চমার্কের অনুপাতে এর কার্যকারিতা জানার একটি চমৎকার উৎস। ফ্যাক্ট শিট পরীক্ষা করে আপনি তহবিলের সামগ্রিক কার্যকারিতা সম্পর্কে মূল্যবান ধারণা পেতে পারেন, যা আপনাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে।

■ ঝুঁকির মাত্রা ও বিনিয়োগের মেয়াদ মূল্যায়ন না করা

বন্ধুদের চাপে লগ্নিকারীরা আরেকটি ভুল করে থাকেন। তা হল নিজেদের ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা, সময় বা আর্থিক লক্ষ্য বিবেচনা না করে তহবিলে বিনিয়োগ করা। আপনার এবং আপনার বন্ধুর ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বা আর্থিক লক্ষ্য এক নাও হতে পারে। সুতরাং, বন্ধুর প্রস্তাবিত কোনও তহবিলে বিনিয়োগ করার সময় আপনাকে বুঝতে হবে যে তহবিলের ঝুঁকির মাত্রা আপনার ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না। ধরুন আপনার বন্ধু দশ বছর পর একটি বাড়ি কেনার লক্ষ্য নিয়ে একটি স্মল ক্যাপ ইকুইটি ফান্ডে বিনিয়োগ করেছেন। তাঁর ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা বেশি। কিন্তু আপনার আর্থিক লক্ষ্য হল আগামী দুই বছরের মধ্যে একবার বিদেশ ভ্রমণ। তাই আপনি যদি বন্ধুর দেখাদেখি একই স্মল ক্যাপ ফান্ডে বিনিয়োগ করেন তাহলে দু'বছর পর যখন টাকার দরকার হবে, তখন আপনি বিনিয়োগের রিটার্ন দেখে খুশি হতে পারবেন না। যেহেতু স্মল ক্যাপ ফান্ডে অস্থিরতা বেশি, তাই এই তহবিলগুলি দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক লক্ষ্য এবং বেশি ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন লোকদের পক্ষে উপযুক্ত।

■ মাত্রাতিরিক্ত বৈচিত্র্য

সব ডিম একটি ঝুড়িতে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, তবে তার মানে এই নয় যে আপনি এক একটি ডিম আলাদা আলাদা ঝুড়িতে রাখবেন এবং শত শত ঝুড়ি তৈরি করবেন। সুতরাং, লগ্নির বৈচিত্র্য আপনাকে বিনিয়োগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করবে। মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নিকারীদের অনেকে যা করেন তা হল, বিনিয়োগে বৈচিত্র্য আনার জন্য তাঁদের কর্মক্ষমতা বা ঝুঁকির কারণ মূল্যায়ন না করে একাধিক তহবিল কিনে ফেলেন। এর ফলে তাঁদের পক্ষে প্রতিটি তহবিল পর্যবেক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

তাই আপনার বিনিয়োগকে ঠিকভাবে বৈচিত্র্যময় করাই হল মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নির সবচেয়ে ভালো পন্থা। আপনাকে এমনভাবে বৈচিত্র্য আনতে হবে যাতে একটি তহবিল খারাপ রিটার্ন দিলেও পোর্টফোলিওর সার্বিক রিটার্নে বড় প্রভাব পড়বে না।

■ গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্নের আশা

আরেকটি সাধারণ ভুল যা প্রায়শই নতুন বিনিয়োগকারীরা, এমনকি অভিজ্ঞরাও করে থাকেন তা হল তহবিল থেকে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ন আশা করা। যা অবাস্তব। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে এই ভুল ধারণা রয়েছে যে ডেট মিউচুয়াল ফান্ড ঝুঁকিমুক্ত এবং গ্যারান্টি যুক্ত রিটার্ন দেয়। মোটেও তা নয়। মিউচুয়াল ফান্ড রিটার্নের ব্যাপারে কোনও গ্যারান্টি দিতে পারে না। কারণ এই রিটার্ন বাজারের সঙ্গে যুক্ত। এটা সত্যি যে ডেট ফান্ডের রিটার্ন সাধারণত স্বল্প মেয়াদে ইকুইটি ফান্ডের তুলনায় স্থিতিশীল থাকে। কিন্তু সেটাও স্থির নয়।

■ মিউচুয়াল ফান্ডে সর্বস্ব লগ্নি

ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে ভালো রিটার্ন আশা করা যেতেই পারে। তার মানে এই নয় যে বিনিয়োগকারীরা তাঁদের সব সঞ্চয় ইকুইটি ফান্ডে রাখবেন। অপ্রত্যাশিত খরচ এবং অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি আর্থিক লক্ষ্যের জন্য আপনাকে লিকুইড ফান্ডের মতো ডেট মিউচুয়াল ফান্ডেও তহবিলের একাংশ রাখতে হবে।

এর ফলে সময়ের আগে আপনার ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ড থেকে টাকা তোলার দরকার পড়বে না, যা দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক উদ্দেশ্যের জন্য করা হয়েছে।

যেহেতু ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ড ডেট মিউচুয়াল ফান্ডের তুলনায় বেশি অনিশ্চিত, তাই যথাযথ পরিকল্পনা ছাড়া ইকুইটি ফান্ড থেকে লগ্নি তুলে নিলে রিটার্ন হারানোর ঝুঁকি থাকবে।

সুতরাং, পরের বার যখন আপনি মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করবেন, তখন সবার আগে নিশ্চিত করুন যে ওপরের ভুলগুলির পুনরাবৃত্তি করছেন কি না। সামান্য সচেতনতা এবং সতর্ক থাকার মাধ্যমেই এটি সম্ভব।

(লেখক- রেজিস্টার্ড মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটার)

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

ভারত-পাক সংঘাতের আবহে অস্থিরতা বাড়ল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। সপ্তাহ শেষে সূচক সেনসেক্স ও নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৭৯৪৫৪.৪৭ এবং ২৪০০৮.০০। ৫ দিনের লেনদেনে সেনসেক্স হারিয়েছে ১০৪৭.৫২ পয়েন্ট। অন্যদিকে নিফটি হারিয়েছে ৩৩৭.৩০ পয়েন্ট। আগামী কয়েক দিন সংঘাতের তীব্রতা শেয়ার বাজারের ওঠানামায় সব থেকে বড় ভূমিকা নেবে। বর্তমান পরিস্থিতি নেতিবাচক হলেও এই ধাক্কা সামাল দেওয়ার সক্ষমতা রয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারের। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে।

সাম্প্রতিক এই পতনের নেপথ্যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের তীব্রতা। পহলগামে জঙ্গি হামলার পর ভারতের তরফে প্রত্যাঘাত করা হবে তা একেবারেই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি তার থেকেও দীর্ঘ এবং বৃহত্তর লড়াইয়ের দিকে মোড় নিয়েছে। যার সাময়িক প্রভাবে ধাক্কা খেয়েছে শেয়ার বাজার। অতীতে যতবার যুদ্ধ পরিস্থিতি এসেছে ভারতীয় শেয়ার বাজার ৫ থেকে ১০ শতাংশ সংশোধিত হয়েছে। তার পরে সেই ধাক্কা সামাল দিয়ে দ্রুত স্বমহিমায় ফিরেছে শেয়ার বাজার। এর আগে কার্গিল যুদ্ধে পাকিস্তানের সঙ্গে জড়িয়েছিল ভারত। সেই সময়ে বড় উত্থান হয়েছিল শেয়ার বাজারে। তাই আতঙ্কিত না হয়ে এই সংশোধনকে লগ্নির সুযোগ হিসেবে নিতে হবে। গুছিয়ে নিতে হবে নিজের পোর্টফোলিও।

সাম্প্রতিক পতনে অন্যতম ভূমিকা নিয়েছে আমেরিকা-ভারত বাণিজ্য আলোচনাও। এখনও শুল্ক নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছোতে পারেনি দুই দেশ। যার প্রভাব পড়েছে শেয়ার বাজারে। ডলার ইন্ডেক্স ফের ১০০-এর ওপরে পৌঁছে যাওয়ায় ফের শক্তিশালী হচ্ছে ডলার। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে শেয়ার বাজারে।

বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের মূল্য বৃদ্ধিও শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এপ্রিলের শুরু থেকে শেয়ার বাজারের ঘুরে দাঁড়ানোয় বড় ভূমিকা নিয়েছে বিদেশি লগ্নি। ২০২৪-এর অক্টোবর থেকে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত বিদেশি লগ্নি সরে যাওয়ায় ধাক্কা খেয়েছিল শেয়ার বাজার। তারা আবার ক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ায় শেয়ার বাজার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আগামী দিনে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির ভূমিকাও সূচকের গতিপথ নির্ধারণে বড় ভূমিকা নেবে।

ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের দ্রুত পরিসমাপ্তি , বিদেশি লগ্নি, শুল্ক নিয়ে আলোচনার দ্রুত ইতিবাচক ফল, দেশজুড়ে স্বাভাবিক বর্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলি আগামী দিনে ফের শেয়ার বাজারকে চাঙ্গা করতে বড় ভূমিকা নেবে। বর্তমান সময়ে লগ্নিকারীদের বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে।

অন্যদিকে সর্বকালীন রেকর্ড দামে পৌঁছেছে সোনা। আগামী দিনে সোনার দাম বড় মাপের সংশোধন হতে পারে।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **সুপ্রিম ইন্ডাস্ট্রিজ :** বর্তমান মূল্য-৩৪৮৩.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৪৬০/৩০৯৫, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৩৩৫০-৩৪৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৪২৫৩, টার্গেট-৪৮০০।

■ **কোল ইন্ডিয়া :** বর্তমান মূল্য-৩৮২.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৪৩/৩৪৯, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৩৬০-৩৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৩৫৬৬২, টার্গেট-৪৭৫।

■ **স্ট্রাইডস ফার্মা :** বর্তমান মূল্য-৬৩৮.৪৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬৭৫/৫১৩, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৬০০-৬২৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫৮৮৪, টার্গেট-৮৩৫।

■ **মাজাগাঁও ডক :** বর্তমান মূল্য-২৯২২.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩১৭২/১০৪৫, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-২৮৫০-২৯০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৭৮৬৭, টার্গেট-৩৪৮০।

■ **অ্যাপোলো মাইক্রো সিস্টেম :** বর্তমান মূল্য-১৩০.৩১, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৫৭/৮৮, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-১২০-১২৭, মার্কেট ক্যাপ(কোটি)-৩৯৯৩, টার্গেট-১৫৮।

■ **ভারত ডায়নামিক্স :** বর্তমান মূল্য-১৫৩১.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭৯৪/৮৯০, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-১৪৫০-১৫০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫৬১৫০, টার্গেট-১৯০০।

■ **লরাস ল্যাব :** বর্তমান মূল্য-৫৮৮.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৬১/৩৮৫, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৫৪৫-৫৬৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩১৭৫১, টার্গেট-৭২৫।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : বাজাজ ফিন্যান্স

● **সেক্টর :** এনবিএফসি ● **বর্তমান মূল্য :** ৮৬৪১ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ৬৩৭৫/৯৬৬০ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ৫৩৬৯৭৬ কোটি ● **বুক ভ্যালু :** ১৩৯৬.৮৪ ● **ফেস ভ্যালু :** ২ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.৬৫ ● **ইপিএস :** ২৬৭.৭৩ ● **পিই :** ৩২.২৮ ● **পিবি :** ৬.১৯ ● **আরওসিই :** ১১.৩ শতাংশ ● **আরওই :** ১৯.২ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ১১৫০০

একনজরে

■ ১৯৮৭-তে গাড়ির ঋণ দেওয়া দিয়ে পথ চলা শুরু করা এই সংস্থা এখন দেশের অন্যতম বৃহত্তম ব্যাংক নয় এমন আর্থিক সংস্থা।

■ দেশের ৪১০০টি শাখা রয়েছে এই সংস্থার।

■ এখন গাড়ি, ভোগ্য পণ্য, ব্যক্তিগত ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়ার পাশাপাশি ছোট ও মাঝারি সংস্থা এবং গোল্ড লোন দেওয়া শুরু করেছে বাজাজ ফিন্যান্স।

■ দেশের অন্যান্য এনবিএফসির তুলনায় বাজাজ ফিন্যান্সের অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ অনেক।

■ বিগত ১০ বছরে সংস্থার ব্যবসা ৩০ শতাংশ হারে বেড়েছে।

■ নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।

■ বিগত ৫ বছরে ২৫.৯ শতাংশ হারে মুনাফা বৃদ্ধি করেছে বাজাজ ফিন্যান্স।

■ ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের চতুর্থ কোয়ার্টারে বাজাজ ফিন্যান্সের নিট মুনাফা ১৭ শতাংশ বেড়ে ৪৪৮০ কোটি টাকা হয়েছে। আয় ১৭ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১৮৪৫৭ কোটি টাকা।

■ ৪:১ হারে বোনাস এবং ১:১ হারে শেয়ার স্প্লিট করার কথা ঘোষণা করেছে এই সংস্থা।

■ প্রোমোটারের কাছে রয়েছে ৫৪.৭৩ শতাংশ শেয়ার। দেশি এবং বিদেশি আর্থিক সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ১৭.৪২ শতাংশ এবং ১৮.৯১ শতাংশ শেয়ার।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

অনিশ্চয়তার জেরে পতন ভারতীয় শেয়ার বাজারে

বোধিসত্ত্ব খান

ভারতকে নিরন্তর আক্রমণ করে চলেছে পাকিস্তান। সীমান্তে দিনের পর দিন গুলি বর্ষণ করার ফলে অন্তত ১৫ জন গ্রামবাসী নিহত হয়েছেন। শহিদ হয়েছেন কয়েকজন ভারতীয় জওয়ান। পঞ্জাব, গুজরাট, রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় ভারত সরকার সাধারণ মানুষ সতর্ক থাকতে আবেদন করেছে। জানিয়েছে, উপযুক্ত জবাব দেওয়া চলছে শত্রু দলকে। উত্তর-পশ্চিম রাজ্যগুলিতে উড়ানের ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই উত্তেজনার ছাপ পড়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারেও।

শুক্রবার নিফটি ১.১০ শতাংশ পতন দেখে। সেনসেক্স ৮৮০ পয়েন্টের ওপর নেমে যায়। নিফটি ব্যাংক পতন দেখে ১.৪২ শতাংশ। যদিও বিএসই স্মল ক্যাপ ও মিড ক্যাপ সামান্য সংশোধন দেখেছে। এদিন অবশ্য বিএসই ক্যাপিটাল গুডস ১.৬৭ শতাংশ এবং বিএসই কনজিউমার ডিউরেবলস ১.২৯ শতাংশ উত্থান দেখেছে। অবশ্য ডিফেন্স সেক্টরের বিভিন্ন কোম্পানিগুলিতে এদিন দারুণ র‍্যালি এসেছে। অ্যাস্ট্রা মাইক্রো ৬.২২ শতাংশ, ভারত ডাইনামিকস ৫.৩৪ শতাংশ, ভারত ইলেক্ট্রনিক্স ২.৯২ শতাংশ, ভারত ফোর্জ ৪.৬৭ শতাংশ, কোচিন শিপইয়ার্ড ২.৮৯ শতাংশ, ডেটা প্যাটার্ন ৪.৩৫ শতাংশ, ডিসিএক্স সিস্টেম ৮.২১ শতাংশ, গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স ১.৩৮ শতাংশ, হ্যাল ১.৮৪ শতাংশ, আইডিয়া ফোর্জ টেকনলজি ২০ শতাংশ, মাজাগাঁও ডক ৩.৬৬ শতাংশ, এমটিএআর টেকনলজি ২.৮১ শতাংশ, পরস ডিফেন্স ৭.২৮ শতাংশ, প্রিমিয়ার এক্সপ্লোসিভ ১৯.২৩ শতাংশ, সোলার ইন্ডাস্ট্রিজ ২.৯৫ শতাংশ ইত্যাদি।

পাকিস্তানের ওপর সফলভাবে ড্রোন হামলার পরে ভারতীয় কোম্পানিগুলি বিশেষত যারা ড্রোন টেকনলজি নিয়ে কাজ করছে, তাদের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে উড়ানের ব্যাপারে কিছু বিধিনিষেধ থাকার ফলে বিভিন্ন সেক্টর সাময়িকভাবে সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এয়ারলাইন্স, এয়ারপোর্ট ব্যবসা, ট্রান্সপোর্ট ও লজিস্টিক্স, বন্দর, তেল রিফাইনারি প্রভৃতি নিয়ে সতর্ক থাকা মন্দ হবে না। তবে যে সেক্টরগুলি এই সময় শক্তি দেখাতে পারে তার মধ্যে রয়েছে, ডিফেন্স, শিপবিল্ডিং, মেটাল, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ক্যাপিটাল গুডস প্রভৃতি।

ভারতের জনসাধারণের ওপর নিরন্তর ড্রোন আক্রমণ পাকিস্তানের

শুক্রবার যে কোম্পানিগুলি ৫২ সপ্তাহে নিম্নস্তর ছোঁয় তাদের মধ্যে রয়েছে সেন্ট্রাল ব্যাংক, জেনসল ইঞ্জিনিয়ারিং, জে কর্প, কেপি এনার্জি, কিরলোস্কার ইন্ডাস্ট্রিজ, ওয়ান মোবিকুইক, প্রাজ ইন্ডাস্ট্রিজ, সিএনসি ইনফ্রাটেক, রামকৃষ্ণ ফোর্জ, সিনজেন ইন্টারন্যাশনাল, ভোডাফোন আইডিয়া ইত্যাদি। যে কোম্পানিগুলি ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা ছুঁয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে কেপিআর মিল, রেডিংটন, ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক বাজারে এই সময় তেলের দাম একেবারে নীচে নেমে গিয়েছে। প্রতি ব্যারেল তেল (জ্বালানি) ট্রেড করছে ৫,২০৭ টাকায়। যুদ্ধ যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ভারতীয় শেয়ার বাজারে দোদুল্যমানতা থাকতে পারে এমনটি মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাই বিনিয়োগ করার আগে বিনিয়োগকারীদের সতর্ক থাকাটাই শ্রেয়। অবশ্য পাকিস্তান কতদিন যুদ্ধ টানতে পারবে সেটাই দেখার। এমনিতে এই দেশটির আর্থিকভাবে বেহাল দশা। আইএমএফের কাছ থেকে ২.৫ বিলিয়ন ডলার লোন নিয়েছে তারা। যে ভারতে ফরেন কারেন্সি রিজার্ভ এই সময় ৬৮৬ বিলিয়ন ডলারের মতো (বিশ্বে চতুর্থ স্থানে) সেখানে পাকিস্তানে এই সময় মাত্র ২৫.২৫ বিলিয়ন ডলারের মতো (বিশ্বে ৬৮তম স্থানে)। অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র কেনার মতো সামর্থ্য নেই তাদের।

তবে বলতে হয় এই সময়কালে ভারতীয় শেয়ার বাজার যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে চলেছে। অন্যদিকে ভারতের দ্বারা পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় উগ্রপন্থী ঘাঁটি উড়িয়ে দেওয়ার পর পাকিস্তানের করাচি স্টক এক্সচেঞ্জ প্রায় ১৩ শতাংশ পতন দেখে, যা ২০০৮-এর পর সর্বোচ্চ পতন। শেয়ার বাজারে যুদ্ধের ছোঁয়া আসতেই বিভিন্ন ক্যাপিটাল মার্কেট শেয়ারগুলিতে ভালো পতন আসে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

কুমার অদ্রীকনারায়ণ এপিক পাবলিক স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি সাঁতার কাটতে ভালোবাসে এই খুদে। ছবি আঁকায় তার পুরস্কার রয়েছে।

প্রশাসনের ভূমিকায় উঠছে প্রশ্ন

নির্দেশিকা উড়িয়ে ফুটপাথে ব্যবসা

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১০ মে : মাথাভাঙ্গা শহরের রাস্তা ও ফুটপাথের জবরদখল নিয়ে শহরবাসীর অভিযোগের শেষ নেই। অথচ সব দেখেশুনেও নির্বিকার পুরসভা এবং প্রশাসন। বেশ কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর পুরসভা এবং প্রশাসনের তরফে অন্য শহরের মতো মাথাভাঙ্গা শহরেও জবরদখল উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। তবে তারপর দীর্ঘদিন নজরদারির অভাবে ধীরে ধীরে ফের শহরের রাস্তা ও ফুটপাথ জবরদখলকারীদের কবজায় চলে গিয়েছে।

মাথাভাঙ্গা শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা শীতলকুচি রোড। শহরের চৌপথি থেকে পচাগড় তেপথি পর্যন্ত রাস্তাটি আবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে 'আমার আদর্শ রাস্তা'র তকমা পেয়েছে। রাস্তাটি 'আমার আদর্শ রাস্তা'র তকমা পাওয়ার পর থেকেই বিতর্ক শুরু হয়েছিল। সাধারণ নাগরিকদের পাশাপাশি বিরোধীদলগুলিও ফুটপাথহীন একটি রাস্তাকে কেন 'আমার আদর্শ রাস্তা' হিসাবে ঘোষণা করা হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। সম্প্রতি পূর্ত দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন রাস্তাটির পাশে পেভার্স ব্লক বসিয়ে সেখান দিয়ে যাতে সাধারণ মানুষ হেঁটে চলাচল করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পেভার্স ব্লক বসানোর পর পূর্ত বিভাগের মাথাভাঙ্গার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সুবোধ কর্মকার জানিয়েছিলেন, রাস্তাটি সংকীর্ণ হওয়ায় রাস্তার ধারে যেখানে যেখানে জায়গা পাওয়া গিয়েছে সেখানে পেভার্স ব্লক বসানো হয়েছে। যাতে সাধারণ নাগরিকরা হেঁটে চলাচল করতে পারেন।

পেভার্স ব্লক বসানোর পর রাস্তার উলটো চিত্র। প্রতিদিন দুপুরের পর থেকে রাত পর্যন্ত পেভার্স ব্লকের ফুটপাথ দখল করে একাধিক ফাস্ট ফুডের দোকান বসছে। শুধু তাই নয়, রাস্তায় টুল বসিয়ে বিনা বাধায় চলছে ব্যবসা। সব দেখেশুনেও নির্বিকার পুরসভা এবং প্রশাসন। এনিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ।

শহরের বাসিন্দা সমর রায়ের অভিযোগ, 'সাধারণ মানুষের হেঁটে চলাচলের জন্য যদি পেভার্স ব্লক তৈরি করা হয়ে থাকে তাহলে সেখানে কেন প্রতিদিন দোকান বসছে তা দেখা উচিত পুরসভা এবং প্রশাসনের।'

পেভার্স ব্লকের ফুটপাথ দখল করে নিয়মিত বসে ফাস্ট ফুডের স্টল।

সমস্যা কোথায়

- রোজ পেভার্স ব্লকের ফুটপাথে একাধিক ফাস্ট ফুডের দোকান বসছে
- রাস্তায় টুল বসিয়ে রমরমা ব্যবসা চলছে
- শনি মন্দির সংলগ্ন মোরঙ্গা রোডের ধারে বালি-পাথর সহ নির্মাণসামগ্রী রাখা হয়েছে
- ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য রাস্তার ধার বরাবর প্লাস্টিকের কোন বসানো হয়েছে
- এরফলে রাস্তাটি আরও সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়ছেন পথচারীরা

অপরদিকে, শহরের শনি মন্দির মোড় ও তার সংলগ্ন এলাকা চওড়া করার জন্য শহরবাসীর দাবি দীর্ঘদিনের। অভিযোগ, রাস্তা চওড়া তো হয়নি, উলটে শনি মন্দির সংলগ্ন মোরঙ্গা রোডের ধারে বালি, পাথর সহ বিভিন্ন নির্মাণসামগ্রী রাখা হয়েছে। ট্রাফিক পুলিশের তরফে রাস্তার ধার বরাবর ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য প্লাস্টিকের কোন বসানো হয়েছে।

শনিমন্দির মোড় সংলগ্ন মোরঙ্গা রোডের বাসিন্দা মহাবীর বথরার অভিযোগ, 'অবিলম্বে শহরের গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি সম্প্রসারণ করে ওয়ান ওয়ে করা জরুরি। রাস্তাটিওয়ান ওয়ে করার জন্য পর্যাপ্ত জমিও রয়েছে। অথচ রাস্তাটি সম্প্রসারণের কোন উদ্যোগ নেই।' একই অভিযোগ মোরঙ্গা রোডের ধারের বাসিন্দা আইনজীবী সব্যসাচী তরফদারের।

যদিও ট্রাফিক পুলিশের মাথাভাঙ্গার ওসি তেনজিং ভুটিয়ার দাবি, 'শনি মন্দির মোড় সংলগ্ন ওই স্থানে যাতে টোটো দাঁড়িয়ে থাকতে না পারে সেজন্য প্লাস্টিকের কোন বসানো হয়েছে।'

এবিষয়ে মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক বলেন, 'শীতলকুচি রোডের ধারের পেভার্স ব্লক দখল করে বসা ফাস্ট ফুডের স্টল ও শনি মন্দির মোড় সংলগ্ন মোরঙ্গা রোডের বসানো প্লাস্টিকের কোন তুলে দেওয়ার বিষয় নিয়ে ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করব।'

নিকাশিনালা দখল করে চলছে দোকান

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১০ মে : গোপালনগর স্কুলের ঠিক পাশের রাস্তায় শনিবার দেখা গেল বেশ কয়েকটি দোকান নিকাশিনালার ওপর তৈরি করা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে আবার কিছু দোকান খোলা। বোঝা গেল দখল হচ্ছে শহরের ফুটপাথ। স্থানীয়রা বলছেন, তাঁরাও হঠাৎ করে এই দোকানগুলি লক্ষ্য করছেন। তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেল দখলকারীরা বাড়িতেই কখনও ভ্যানের ওপর, আবার কখনও কাঠ, টিন দিয়ে অস্থায়ী দোকানগুলি বানাচ্ছে। এরপর রাতারাতি সেই দোকানগুলি বসিয়ে দিচ্ছে ফুটপাথ ও নিকাশিনালার ওপর, আর প্রশাসন বোঝার আগেই দোকান চালু।

আর সব দেখেও নীরব দিনহাটা পুরসভা। গত বছর জুলাই মাসে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সারা রাজ্যের পাশাপাশি দিনহাটা পুরসভাও ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে পথে নামে। এরপর আর ফুটপাথ দখল অভিযানে নামতে দেখা যায়নি পুরসভার আধিকারিকদের। স্বাভাবিকভাবেই শহরের পকেটরুট থেকে মূল রাস্তায় সর্বত্রই দখলকারীদের রমরমা। পুরসভার নজর এড়িয়ে যাচ্ছে কী করে তা নিয়েই বাসিন্দাদের মধ্যে উঠছে প্রশ্ন।

যদিও এবিষয়ে দিনহাটা পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা দে নন্দীর বক্তব্য, 'আমাদের নজরদারি চালু রয়েছে। শীঘ্রই যারা অবৈধভাবে দোকানপাট তৈরি করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

পুরসভার ভূমিকা নিয়ে সন্তুষ্ট নয় দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতি থেকে সাধারণ শহরবাসী। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, গত কয়েকমাসের মধ্যে গোপালনগর, মেইন রোড, রংপুর রোড, বলরামপুর রোড, গোসানি রোড ও ঝুড়িপাড়া রোড সহ একাধিক এলাকায় ফুটপাথ ও নিকাশিনালা দখল করে থাকা দোকানপাটের সংখ্যা বেড়েছে। দেখা যাচ্ছে এর মধ্যে ফাস্ট ফুডের দোকান সবচাইতে বেশি। এরফলে খাবারের গুণগত মান নিয়েও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামী বলেন, 'পুরসভার নিয়মিত নজরদারির অভাবেই এভাবে অবৈধ দোকান বাড়ছে, এরফলে সরকারি রাজস্বের ক্ষতি হচ্ছে।'

গত কয়েকবছরে যানবাহনের সংখ্যা বাড়লেও দিনহাটা শহরের রাস্তাঘাট সেভাবে বাড়েনি। তার ওপর ব্যবসায়ীদের ফুটপাথ দখলের প্রবণতায় বিপাকে পড়েছে পথচলতি সাধারণ মানুষ। শহরের বাসিন্দা প্রদীপ দে'র অভিযোগ, 'এমনিতেই ছোট শহর আমাদের। তার ওপর ফুটপাথ বলতে ওই নিকাশিনালার ওপর তৈরি স্ল্যাব। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেটুকু জায়গাও দখল হয়ে যাচ্ছে। আর তাতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে।' বিষয়টি পুর প্রশাসনের গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত বলেই স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি।

এভাবেই নিকাশিনালার ওপর গড়ে উঠছে দোকান।

মেঘলা আকাশ।। *কোচবিহারের খোলটা এলাকায়। শনিবার জয়দেব দাসের তোলা ছবি।*

বাস নেই, ঝুলেই ঝুঁকির যাতায়াত

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১০ মে : হাতে সময় কম। গাড়িও কম। গন্তব্যে পৌঁছাতে হবে। তাই যাত্রীবাহী ছোটগাড়ির পেছনে ঝুলে ঝুলে যাত্রা। এই দৃশ্য মেখলিগঞ্জ-চ্যাংরাবান্ধা সড়কে। একটা সময় এই রুটে যাতায়াত ছিল শুধুমাত্র সরকারি বা বেসরকারি পরিবহণ (বাসের) নির্ভর। কিন্তু দূরত্ব মাত্র ১০ কিমি হওয়ায় সময়ের সঙ্গে কমতে থাকে বাসের সংখ্যা। মানুষের চাহিদার কথা মাথায় রেখে চলতে শুরু করে ছোটগাড়ি। আর অসচেতন মানুষ ছোটগাড়ির পেছনে বাদুড়ঝোলা হয়ে মেখলিগঞ্জ-চ্যাংরাবান্ধা রুটে যাতায়াত করছেন। অনেকক্ষেত্রেই অতিরিক্ত রোজগারের লোভে চালকও তাতে মানা করছেন না। আর এর জেরেই যাত্রী নিরাপত্তা বিপন্ন হচ্ছে।

মেখলিগঞ্জে ঝাঁ চকচকে রাস্তা থেকে নতুন সেতু, কালভার্ট তৈরি করা হলেও যাতায়াত ব্যবস্থা এখনও সেই তিমিরেই। যে কোনও মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন বাসিন্দাদের একাংশ। একই পরিস্থিতি মেখলিগঞ্জ-কুচলিবাড়ি রুটেও।

মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা মানস করের কথায়, 'এই প্রবণতা দীর্ঘদিনের। পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় তা অনেকটা কমলেও এখনও রয়েছে।'

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এবিষয়ে পুলিশ সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করুক। যদি কেউ নিয়ম না মানে সেক্ষেত্রে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।

মেখলিগঞ্জ পুলিশের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, 'ট্রাফিকের তরফে নিয়মিত সচেতনতা কর্মসূচি করা হয়। একাধিকবার ছোটগাড়ির চালকদের সচেতন করা হয়। যাতে ম্যাজিক গাড়ির পেছনে মানুষ ঝুলে যাত্রা না করতে পারে সেজন্য অভিযানও চলে। দ্রুত এবিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মেখলিগঞ্জ-চ্যাংরাবান্ধা রুটের বাস প্রায় নেই। ছোটগাড়ি থাকলেও যথেষ্ট নয়। সময়ের অভাবে জায়গা না থাকলেও গাড়িতে উঠতে হয়। যদিও চালকরা জানিয়েছেন, যাত্রীরা অনেকেই নিজেরা গাজোয়ারি করে গরমে ভেতরে না বসে বাইরে ঝুলে যাচ্ছে। পুলিশকেও বিষয়টি দেখতে হবে। স্থানীয় বাসিন্দা সৌরভ দাস বলেন, 'গরমে এরকম চললে রাস্তায় যে কোনও দিন বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

বাড়ছে উদ্বেগ

- মেখলিগঞ্জ-চ্যাংরাবান্ধা রুটের বাস প্রায় নেই
- ছোটগাড়ি থাকলেও যথেষ্ট নয়
- সময়ের অভাবে জায়গা না থাকলেও গাড়িতে উঠতে হয়
- বেশি রোজগারের আশায় মানা করছেন না চালকরা

লোক আদালত দিনহাটায়

দিনহাটা, ১০ মে : শনিবার দিনহাটা মহকুমা আইনি পরিষেবা কমিটি দ্বারা পরিচালিত জাতীয় লোক আদালত অনুষ্ঠিত হল দিনহাটা মহকুমা বরিষ্ঠ বিভাগীয় আদালত ভবনে। এদিনের লোক আদালতের দুটি বেঞ্চে ৪২টি ব্যাংকের ঋণ সংক্রান্ত মামলা, পাঁচটি বিএসএনএলের মামলা, ২৯৯টি মোটর ভেহিকল অ্যাক্টের জরিমানা সংক্রান্ত মামলা ও একটি জিআর মামলার নিষ্পত্তি হয়। বিচারক ছিলেন অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ রমেশকুমার প্রধান ও জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বিপ্লব শী। তাঁদের সহযোগিতা করেন আইনজীবী ধীমান রায়, অভিজিৎ চাকি।

সিঁদুর খেলা

কোচবিহার, ১০ মে : অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে সিঁদুর খেলার মেতে উঠলেন বিজেপির মহিলা কর্মীরা। শনিবার কোচবিহার শহরের ব্যাংচাতরা রোডে দলের জেলা কার্যালয়ের সামনে এই কর্মসূচিতে অংশ নেয় নেতৃত্ব। এবিষয়ে বিজেপির বিধায়ক মালতী রাভা বলেছেন, 'ভারতীয় সেনার সাফল্যের জন্যই এদিন এই কর্মসূচি করা হল।'

রক্তদান শিবির

কোচবিহার, ১০ মে : পুলিশের নারায়ণী ব্যাটালিয়নের তরফে শনিবার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হল। এদিন কোচবিহার শহরে আয়োজিত শিবিরে পুলিশকর্মীরা রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত এমজেএনের ব্লাড ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে।

মূর্তি প্রতিষ্ঠা

কোচবিহার, ১০ মে : শনিবার পালপাড়া শিব মন্দির পুজো কমিটির তরফে শহরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের পালপাড়ায় বজরংবলী মন্দিরে বজরংবলীর পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা হল। সেখানে প্রায় এক হাজার ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিলি করা হয়।

বরাদ্দ সত্ত্বেও নেই জলাধার

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১০ মে : একবছর আগে মোটা অঙ্কের টাকা বরাদ্দ হয়েছে। প্রশাসনিক গাফিলতিতে এখনও শুরু হয়নি পানীয় জল প্রকল্পে দুটি উচ্চ জলাধার নির্মাণের কাজ। কেন্দ্রীয় সরকারের আমৃত প্রকল্প এবং রাজ্য সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় হলদিবাড়ি শহরে পানীয় জলপ্রকল্প বাস্তবায়িত করা হলে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যেত পরিশুদ্ধ পানীয় জল। শহরজুড়ে জলের পাইপলাইন পাতা এবং বাড়ি বাড়ি জলের মিটার বসানো হলেও নতুন দুটি উচ্চ জলাধার তৈরির কাজ শুরুই করতে পারেনি পুর প্রশাসন। এবিষয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান শংকরকুমার দাস বললেন, 'আমৃত-২ প্রকল্পে নতুন দুটি জলাধার তৈরির কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। ঠিকাদার সংস্থা ওয়ার্ক অর্ডার হাতে পেলে কাজ শুরু করবে।'

পরিকল্পনা অনুসারে, রেললাইনের দু'প্রান্তে পৃথক দুটি জমিতে নতুন উচ্চ জলাধারগুলি তৈরি করার কথা। পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মেলার মাঠ এবং ২ নম্বর ওয়ার্ডের বোলোপাড়া এলাকায় ওই দুটি উচ্চ জলাধার তৈরির জন্য জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। হলদিবাড়ি শহরের নাগরিকদের অভিযোগ, বরাদ্দের পরেও কাজ কেন শুরু হয়নি। কবে পানীয় জলের পরিষেবা মিলবে কেউ জানে না।

পুরসভা সূত্রের খবর, ওই প্রকল্পের বাস্তবায়নে প্রথম পর্যায়ে প্রায় ১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের সহযোগিতায় হলদিবাড়ি পুরসভার হাতে এই প্রথম এধরনের বড় প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পানীয় জলের সংযোগের জন্য শহরে প্রায় ৫৭ কিলোমিটারের পাইপলাইন পাতা হবে। পূর্বপাড়া, তালা কোম্পানি, ক্ষুদিরামপল্লির মতো বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যে পাইপলাইন বসিয়ে জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ চলছে। সেইসঙ্গে বাড়ি বাড়ি মিটার বসানোর কাজ চলছে। এদিকে প্রস্তাবিত দুটি উচ্চ জলাধার তৈরির কাজের নামগন্ধ না থাকায় পুরসভার উদ্যোগ নাগরিকদের কাছে হাসির খোরাক হয়ে উঠেছে।

কয়েক বছর যাবৎ পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছে হলদিবাড়ি পুরসভার একাধিক ওয়ার্ড। পানীয় জলের যথাযথ পরিষেবার দাবিতে নাগরিকরা দীর্ঘদিন ধরে সরব। এই পরিস্থিতিতে এখন কোনও ওয়ার্ডের একাধিক এলাকার বাসিন্দারা পানীয় জলের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত, আবার কোনও ওয়ার্ডে পানীয় জল পৌঁছালেও তা পর্যাপ্ত নয়। হলদিবাড়ি শহরের বাসিন্দা জয়দীপ দে'র অভিযোগ, 'রাস্তার কলগুলি থেকে প্রায়ই ঘোলা জল বেরোচ্ছে।' একই বক্তব্য শহরের আরেক বাসিন্দা তাহির খানেরও।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের এক কর্মী জানান, প্রায় দু'বছর ধরে শহরের বর্তমান দুই উচ্চ জলাধারে জল পরিশুদ্ধ করার ক্লোরিক্স মেশিন অকেজো। ভালভ সিস্টেম কোনওমতে জোড়াতাপ্পি দিয়ে চালানো হচ্ছে। ভূগর্ভস্থ জলস্তর অনেকটাই নেমে গিয়েছে। এসব কারণেই পরিশুদ্ধ পানীয় জলের পরিষেবা ব্যাহত।

শহরের ইন্দিরা কলোনি এলাকায় জলের পাইপলাইন পাতার কাজ চলছে।

মঙ্গলকামনা

কোচবিহার, ১০ মে : ভারতের জওয়ানদের মঙ্গলকামনায় শনিবার কোচবিহারবাসীর প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনের কাছে পুজো দিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। জওয়ানদের পাশাপাশি কোচবিহারের উকিল বর্মন, যাঁকে বাংলাদেশিরা নিয়ে গিয়েছে, তিনি যেন সুস্থভাবে বাড়িতে ফিরে আসেন সেই কামনাও এদিন মদনমোহনের কাছে করেন রবি। পুজোতে রবির পাশাপাশি প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় সহ উকিল বর্মনের বাড়ির লোকেরাও মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। পুজো শেষে মন্দিরে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। দেশের জওয়ানদের মঙ্গলকামনায় শহরের বাসিন্দাদের একাংশও এদিন মদনমোহন মন্দিরে পুজো দেন।

স্বাস্থ্য শিবির

কোচবিহার, ১০ মে : কোচবিহার পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পম্পা ভট্টাচার্যের উদ্যোগে ও পুরসভার সহযোগিতায় স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হল। শনিবার কোচবিহারের রাজমাতাদিঘির মুক্তমঞ্চে এই শিবিরটি হয়। শিবিরে বিনামূল্যে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ওষুধ প্রদান করা হয়। এছাড়া চশমাও বিতরণ করা হয়।

পাড়ায় পাড়ায়

মাথাভাঙ্গা

ক্যারিব্যাগ নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ

মাথাভাঙ্গা, ১০ মে : এ যেন পুরসভা ও প্রশাসনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছেন শহরের এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী। পুরসভা এবং মহকুমা প্রশাসনের বেশ কয়েকবারের যৌথ অভিযানে মাথাভাঙ্গা সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগমুক্ত শহরে পরিণত হয়েছিল। প্রশাসনিক অভিযানে নিয়মবহির্ভূতভাবে সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ মজুত ও বিক্রি করার অভিযোগে কয়েকজন অসাধু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মামলা এবং সতর্ক করা হয়েছিল। অভিযানের পর শহরে সিঙ্গল ইউজ ক্যারিব্যাগের ব্যবহার বন্ধও হয়েছিল। অভিযোগ, পুরসভার নজরদারি শিথিল হতেই ফের মাথাভাঙ্গা শহরে রমরমা নিষিদ্ধ সিঙ্গল ইউজ ক্যারিব্যাগের।

এ বিষয়ে মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিকের প্রতিক্রিয়া, 'বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। সিঙ্গল ইউজ ক্যারিব্যাগের মজুত, বিক্রি ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে ফের প্রশাসনিক অভিযান শুরু করব।' তাঁর আরও সংযোজন, শুধুমাত্র প্রশাসনিক অভিযানের মাধ্যমে শহরে সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করা যাবে না। নাগরিকদের এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। ব্যাগ হাতে বাজারে যাওয়ার অভ্যাস শুরু করতে হবে।

হলদিবাড়ি

বেহাল নিকাশিনালা নিয়ে ক্ষোভ

হলদিবাড়ি, ১০ মে : হলদিবাড়ি পুরসভা এলাকায় নিকাশিনালা নিয়ে সমস্যা জন্মলগ্ন থেকে। বর্তমানেও যে সেই সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয়নি তা বলাই বাহুল্য। এরকমই নিকাশিনালা সমস্যায় জর্জরিত পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুপাড়া। গত বর্ষায় রেজিস্ট্রি অফিসের সীমানা প্রাচীর লাগোয়া নালার একাংশ ধসে গিয়েছে। নালা ধসে রাস্তার একাংশ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে মাঝেমধ্যেই পথচারী সহ যানবাহন দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে পুরসভার তরফে ওই স্থানে বালি বোঝাই বস্তা ও বাঁশ দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ কোনওমতে সারাই করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা দুলাল বিশ্বাসের অভিযোগ, 'মানিকগঞ্জ রাজ্য সড়ক থেকে পিডব্লিউডি মোড় পর্যন্ত রাস্তাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই রাস্তা দিয়ে স্কুলের পড়ুয়াদের পাশাপাশি মুমূর্ষু রোগী নিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স যাতায়াত করে। এমন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার পাশে ক্ষতিগ্রস্ত নালা আজও সারাই করার উদ্যোগ নেয়নি পুরসভা। আগামী বর্ষায় ওই অংশটি আরও ভাঙবে। একই বক্তব্য মন্টু রায়েরও।

এবিষয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলার পূরবী চক্রবর্তী বলেন, 'নিকাশিনালা সারাই নিয়ে টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।'

জনসচেতনতার অভাবে বিপদে পথকুকুর

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১০ মে : বিস্কুট বা অন্য খাবারের অংশবিশেষ সমেত কৌটোর ঢাকনা খোলা অবস্থায় রাস্তার ধারে যেখানে-সেখানে ফেলা উচিত নয় বলে পথপুকুরপ্রেমী ও প্রাণীপ্রেমীরা সবসময় সতর্ক করেন। কৌটো থেকে খাবার বের করতে গিয়ে সেটি কুকুরের মাথায় আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তা মানেন না। সেই কারণেই সম্প্রতি মাথাভাঙ্গা শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তায় প্লাস্টিকের কৌটোয় মুখ আটকে গিয়েছিল এক কুকুরের। শহরে পথকুকুরপ্রেমী বলে পরিচিত লক্ষ্যজিৎ ভদ্র কুকুরটিকে দেখতে পান। বিষয়টি তাঁর নজরে আসা মাত্রই তিনি কুকুরটির কাছে গিয়ে মুখে আটকে যাওয়া কৌটোটি বের করতে যান। কিন্তু ভীত কুকুরটি তাকে দেখেই পালিয়ে যায়। তিনি কুকুরটির পিছু নিলেও তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়নি। এখনও কুকুরটিকে পাওয়া যায়নি। এবিষয়ে মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক বলেন, 'পুরসভায় পথকুকুর ধরার কোনও পরিকাঠামো নেই। তবে কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পথকুকুরদের টিকাকরণ সহ অন্যান্য সমস্যা নিয়ে কাজ করলে পুরসভা তাদের অবশ্যই সহযোগিতা করবে।'

বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে আর্জি জানালেও শহরের রাস্তায় অনেকেই অসচেতনভাবে ঢাকনাবিহীন কৌটো ফেলে রাখেন। রাস্তার ধারে পড়ে থাকা সেই কৌটোগুলিতে খাবারের খোঁজে পথকুকুররা মুখ ঢুকিয়ে দেয়। ফলে অনেকসময় কৌটোয় তাদের মুখ আটকে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়তে হয়। চেয়ারম্যান আরও বলেন, 'রাস্তার ধারে খাবারের কৌটো তো দূরের কথা কোনওকিছুই ফেলা উচিত নয়। পুরসভার সিটিভ্যান বাড়িবাড়ি গিয়ে আবর্জনা সংগ্রহ করে। তবে এক শ্রেণির অসচেতন নাগরিক সেই নিয়ম লঙ্ঘন করছেন।'

অন্যদিকে, নিজের সাধ্যমতো নিয়মিত শহরের পথকুকুরদের খাবার সরবরাহ করেন ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পার্থবী ঘোষ। সম্প্রতি পুরসভার সহযোগিতায় ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে মাথাভাঙ্গা শহরের পথকুকুরদের টিকাকরণ অভিযানে সংশ্লিষ্ট দপ্তর পার্থবীর সাহায্য নিয়েছিল। এদিন শহরে পথপুকুরের মুখে কৌটো আটকে যাওয়ার খবর শুনে তিনিও কুকুরটিকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এবিষয়ে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বিএলডিও স্বপনকুমার দাস বলেন, 'পথকুকুরদের নিয়মিত খাবার দেওয়ায় পার্থবীর সঙ্গে পথকুকুরদের সখ্য গড়ে উঠেছে। টিকাকরণের জন্য কুকুরদের ধরার ক্ষেত্রে তাঁর সাহায্য নেওয়া হয়েছিল।'

মাথাভাঙ্গায় প্লাস্টিকের কৌটোয় মুখ আটকে যাওয়া পথকুকুর। -ফাইল চিত্র

তথ্য ও ছবি : বিশ্বজিৎ সাহা ও অমিতকুমার রায়

সেবক-রংপো প্রকল্প এখনও বাকি

মেল্লি-ডেন্টাম রেলপথের পরিকল্পনা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১০ মে : সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের কাজ শেষ হয়নি। এরই মধ্যে সিকিমে নতুন রেলপথের জন্য ফিতে পড়তে চলেছে। সিকিমের মেল্লি থেকে ডেন্টাম পর্যন্ত নতুন রেলপথ তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে অশ্বিনী বৈষ্ণোর মন্ত্রক। শুধু সিদ্ধান্ত নেওয়া নয়, প্রকল্পটির বাস্তবায়নে 'ফাইনাল লোকেশন সার্ভে'র জন্য প্রাথমিকভাবে অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে। নতুন প্রকল্পটি সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের সম্প্রসারণ হলেও, এর ফলে পশ্চিম ও দক্ষিণ সিকিমের পর্যটন প্রসারের পাশাপাশি সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে বলে মনে করছেন রেলকর্তারা। রেলের এমন সিদ্ধান্তে খুশির হাওয়া সিকিম পাহাড়ের পাশাপাশি সমতলেও।

সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পটিকে গ্যাংটক পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত অনেক আগেই নিয়েছে রেল। ইতিমধ্যে সিংতাম-রানিপুলে জমি জরিপের পাশাপাশি রংপো-গ্যাংটক প্রকল্পের ফাইনাল লোকেশন সার্ভের কাজ শেষ করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে এই পথে কাজ তেমন এগোয়নি। এমনকি, প্রায় ৪৫ কিলোমিটার লম্বা সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের কাজ শেষ করার সময়সীমা ক্রমশই পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একাধিকবার সময়সীমা পিছিয়ে চলতি বছর ডিসেম্বরে প্রকল্পটির কাজ শেষ করার নির্দেশ রেলের তরফে দেওয়া হয়েছিল প্রকল্পটির নির্মাণকারী সংস্থা ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডকে (ইরকন)। কিন্তু শনিবারই উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে জানানো হয়েছে, সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের কাজ '২৭-এ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। '২৩-এর সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ও কিছু এলাকার বিচ্ছিন্ন ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়া, প্রতি বর্ষায় ধস এবং দিনের পর দিন জাতীয় সড়ক বন্ধের জেরে প্রকল্পটির কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা যায়নি বলে বক্তব্য ইরকনের। প্রথমে সেবক থেকে রংপো পর্যন্ত ট্রেন না চালিয়ে প্রথম পর্যায়ে সেবক ও তিস্তাবাজারের মধ্যে যাতে ট্রেন চালানো যায়, সেই পরিকল্পনাও নিয়ে পরিকাঠামো তৈরির কাজ শেষ করার ক্ষেত্রেও নজর দিয়েছে ইরকন।

এরই মধ্যে সিকিমের জোরথাং, লেগশিপ হয়ে মেল্লি থেকে নেপাল সীমান্ত চিওয়াভাঞ্জিয়াং লাগোয়া ডেন্টাম পর্যন্ত নতুন রেলরুটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেলমন্ত্রক। প্রায় ৭৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের নতুন প্রকল্পটির ফাইনাল লোকেশন সার্ভের জন্য ২.২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রেল। এই কাজ শেষ হলেই ডিপিআর তৈরির কাজ শুরু হবে। সেবক ও রংপোর মধ্যে ট্রেনের চাকা গড়ানোর আগেই নতুন প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে আশা রেলকর্তাদের। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলছেন, 'ফাইনাল লোকেশন সার্ভে শেষ হওয়ার পর প্রকল্পটির কাজ শুরু হতে বেশি সময় লাগবে না। প্রকল্পটির মধ্যে দিয়ে পরিবহণ ব্যবস্থায় গতি আসবে এবং উন্নয়ন ঘটবে পর্যটনের।' রেল সূত্রে খবর, প্রকল্পটির জন্য রেলমন্ত্রীর কাছে দরবার করেছেন সিকিমের লোকসভার সাংসদ ডঃ ইন্দ্র হাং সুব্বা।

নয়া উদ্যোগ

- জোরথাং, লেগশিপ হয়ে মেল্লি থেকে নেপাল সীমান্ত চিওয়াভাঞ্জিয়াং লাগোয়া ডেন্টাম পর্যন্ত নতুন রেল রুটের সিদ্ধান্ত
- নতুন প্রকল্পটির ফাইনাল লোকেশন সার্ভের জন্য ২.২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রেল
- কাজ শেষ হলেই ডিপিআর তৈরি শুরু হবে
- সেবক ও রংপোর মধ্যে ট্রেনের চাকা গড়ানোর আগেই নতুন প্রকল্পটির কাজ শুরু হবে বলে আশা

অভাব কাটিয়ে ৯০ শতাংশ

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১০ মে : আর্থিক প্রতিকূলতা ছিলই। কিন্তু তা প্রভাব ফেলতে পারেনি পড়াশোনায়। এবারের উচ্চমাধ্যমিকে ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়ে সেটাই যেন প্রমাণ করল কোচবিহার টাউন হাইস্কুলের সায়ন সরকার। উচ্চমাধ্যমিকে তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৫৩। কোচবিহারের কলেজ থেকে ভূগোলে অনার্স নিয়ে পড়ে ভবিষ্যতে শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে এই কৃতী।

সায়ন বাংলায় পেয়েছে ৯০, দর্শনে ৮৭, শিক্ষাবিজ্ঞানে ৮৮, ভূগোলে ৯২ এবং শারীরশিক্ষায় ৯৬। শহরতলির কালজানি গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাটারিতে বাড়ি সায়নের। বাড়িতে বাবা এবং মা রয়েছেন। দিদির বিয়ে হয়েছে বছরখানেক আগে। বাবা কমল সরকার পেশায় রাজমিস্ত্রির সহযোগী। রাজমিস্ত্রির কাজের ফাঁকে মাঝেমধ্যে অন্যের জমিতে কৃষিকাজও করেন তিনি। মা চন্দনা সরকার গৃহবধূ। ছেলের ভালো ফলাফলের কথা জানাজানি হতেই খুশির আমেজ সরকার পরিবারে।

তবে অভাবের এই সংসারে ছেলের উচ্চশিক্ষা কী করে চালাবেন, তা নিয়ে চিন্তিত দুজনে। সায়নের মা চন্দনা সরকার বলেন, 'ছোট থেকেই ও মেধাবী ছাত্র। ছেলেকে আরও গৃহশিক্ষক দিতে পারলে হয়তো আরও ভালো নম্বর পেত বলে আমি আশাবাদী।'

বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ সায়ন স্কুলে মার্কশিট তুলতে এলে স্কুলের শিক্ষকরা মিষ্টিমুখ করান তাকে। গত কয়েক বছরের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিকে এই স্কুল থেকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে সায়ন। এমনটাই জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

গতবছর উচ্চমাধ্যমিকে এই বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নম্বর ছিল ৪৪০। এবার উচ্চমাধ্যমিকে ৪৫৩ পেয়ে স্কুলের নাম উজ্জ্বল করেছে এই পড়ুয়া। কোচবিহার টাউন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক লিটন দাস বলেন, 'সায়ন বরাবরই পড়াশোনায় ভালো। এই প্রথমবার আমাদের স্কুল এত ভালো ফল করেছে।

ওর কৃতিত্বের স্বাক্ষর হিসেবে বিদ্যালয়ে চারাগাছ রোপণ কর্মসূচি করা হবে। এতে বাকি পড়ুয়ারাও উৎসাহ পাবে।'

সায়ন জানাল, দিনে ৩-৪ ঘণ্টা পড়াশোনা করত। আর পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। সমস্ত বিষয়ে গৃহশিক্ষক না থাকলেও কোনও সমস্যা হলে পাড়ার এক কাকু সাহায্য করতেন। পাশে ছিলেন স্কুলের শিক্ষকরাও। পড়ার ফাঁকে আইপিএল দেখতে এবং ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসত সায়ন। তার এই ফলাফলের পেছনে গৃহশিক্ষক, স্কুলশিক্ষক এবং বাবা-মায়ের অবদানের কথা স্বীকার করেছে সে।

দ্বিগুণ ভাড়া গরুমারার ৪ বাংলোর

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১০ মে : একলাফে দ্বিগুণ ভাড়া বাড়ল গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে থাকা চারটি বনবাংলোর। পাশাপাশি বনবাংলোর অফলাইন বুকিং বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে থাকা বেশিরভাগ বনবাংলো নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার পর সেগুলি পর্যটকদের জন্য চালু করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অফলাইনে বুকিং বন্ধের পাশাপাশি ভাড়াও বাড়ানো হয়েছে। বন দপ্তরের এমন সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

ডুয়ার্সে বেড়াতে আসা ভ্রমণপিপাসুদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এই বনবাংলোগুলি। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে একমাত্র থাকার ঠিকানা এগুলিই। বেসরকারি রিসর্টগুলি বিলাসবহুল হলেও জঙ্গলের অকৃত্রিম স্বাদ পেতে এই বনবাংলোগুলিই পর্যটকদের প্রথম পছন্দ।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে কালীপুর, ধূপঝোরা, পানঝোরা, মৌচুকি, রামশাই রাইনো ক্যাম্প, লাটাগুড়ি হর্নবিল ও মূর্তি- এই বনবাংলোগুলি রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে এই বনবাংলোগুলোর বেশিরভাগই বেহাল হয়ে পড়েছিল। ফলে দীর্ঘদিন বন দপ্তরের তরফে এই বনবাংলোগুলি পর্যটকদের জন্য বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। তার ওপর হলং বনবাংলোয় অগ্নিকাণ্ডের জেরে ঢেলে সাজানো হয় বনবাংলোগুলির অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। গত ডিসেম্বর মাস থেকে একে একে বনবাংলোগুলি পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়ার পাশাপাশি অফলাইনে এগুলির বুকিং দেওয়া শুরু করে বন দপ্তর।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, নতুন করে অফলাইনে বুকিং দেওয়া হলেও বনবাংলোগুলিতে বিদ্যুৎ না থাকায় পর্যটকরা মোবাইল ও ক্যামেরার চার্জ দিতে বা ফ্যান ব্যবহার করতে পারতেন না। পর্যটকদের জন্য চার্জার লাইট দেওয়া হত রাতে ব্যবহারের জন্য।

ফলে বনবাংলোগুলির ভাড়া অনেকটাই কমিয়ে আনা হয়েছিল। কয়েক মাস হল বনবাংলোগুলিতে সোলারচালিত বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা চালু করা হয়। সেইসঙ্গে অফলাইন বুকিং বন্ধ করে বনবাংলোগুলির অনলাইন বুকিং শুরু হয়েছে।

গত মাসের ২১ তারিখ থেকে বনবাংলোগুলি অনলাইনে বুক করার সিদ্ধান্ত নেয় বন দপ্তর। তখন থেকেই বনবাংলোর ভাড়া ১২০০ থেকে বাড়িয়ে ২৪৪০ টাকা করা হয়েছে। বর্তমানে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে থাকা সাতটি বনবাংলোর মধ্যে চারটি চালু থাকলেও রামশাই রাইনো ক্যাম্প, হর্নবিল ও মূর্তি টেন্ট এখনও চালু করতে পারেনি বন দপ্তর। এগুলি সংস্কার করে সোলারচালিত বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা করার কাজ চলছে।

উত্তরবঙ্গের প্রায় সবক'টি বনবাংলোর বুকিং অনলাইনে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের মাধ্যমে হয়। উত্তরবঙ্গের নেওড়া জঙ্গল ক্যাম্প, মালঙ্গি লজ, মেন্দাবাড়ি লজ, জলদাপাড়া লজ সহ অন্যান্য লজের ভাড়া প্রথম থেকেই ২৫০০ থেকে ৩৫০০ টাকার মধ্যে ছিল। এগুলো ভাড়ার কোনও হেরফের না হলেও শুধুমাত্র গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে থাকা সাতটি বনবাংলোর ভাড়া কমিয়ে এনেছিল বন দপ্তর। কিন্তু সংস্কারের পর ফের সেগুলির ভাড়া বাড়ানো হয়েছে।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের চালু হওয়া বনবাংলোগুলির ভাড়া দ্বিগুণ হওয়ায় ক্ষোভ দেখা দিয়েছে, পর্যটন ব্যবসায়ীদের মধ্যে। ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসায়ী উজ্জ্বল শীল মনে করেন, বন দপ্তরের এই সিদ্ধান্তে ব্যবসার ব্যাপক ক্ষতি হবে।

ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরাম-এর সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব দে বলেন, 'এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বন দপ্তর এর গোটা বিষয়ে খতিয়ে দেখা উচিত ছিল।'

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের এডিএফও রাজীব দে বলেন, 'এর আগে যখন অনলাইনে এই বনবাংলোগুলির বুকিং দেওয়া হত তখন ২২৪০ টাকা করেই ভাড়া নেওয়া হত। মাঝে কিছুটা দাম কমানো হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সংস্কারের পর আগের হারেই টাকা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

গরুমারা বনবাংলো।

পর্যটনে ধাক্কা

- গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে সাতটি বনবাংলো
- চারটি সংস্কার করে চালু করা হয়েছে
- ১২০০ টাকা থেকে ভাড়া বেড়ে হয়েছে ২৪৪০ টাকা
- তিনটি বনবাংলো এখনও চালু হয়নি

দেড়শোর বেশি মামলার নিষ্পত্তি

আলিপুরদুয়ার, ১০ মে : ব্যাংক ঋণ নিয়ে আর পরিশোধ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি অনেকের। চক্রবৃদ্ধি হারে সেই সুদ কয়েকগুণ হয়েছে। একইরকমভাবে ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারী ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রেও এমন পাহাড়প্রমাণ অভিযোগ রয়েছে। শনিবার একটা বড় অংশের মামলার নিষ্পত্তি হল লোক আদালতে।

এদিন আলিপুরদুয়ার জেলা আদালত চত্বরে জাতীয় লোক আদালত বসেছিল। সেখানে এদিন ৩৭৫৫টি মামলার মধ্যে ১৫৯টির নিষ্পত্তি হয়। ব্যাংক ঋণজনিত মামলা থেকে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা আদায় করা গিয়েছে। একইরকমভাবে পুরোনো ৪৮৯৮টি মামলার মধ্যে ৪৩৫৩টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। সেখানে প্রায় ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা আদায় করা গিয়েছে। সবমিলিয়ে ২ কোটি টাকার বেশি আদায় করা গিয়েছে বলে লোক আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির সেক্রেটারি ডালিয়া ভট্টাচার্য বলেন, 'এদিন মামলার নিষ্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ২ কোটি টাকা আদায় করা গিয়েছে।' তবে ঋণ ছাড়াও ট্রাফিক চালান, চেক বাউন্স সহ মোটর দুর্ঘটনা মামলা রয়েছে।

শিক্ষকের বাড়িতে চুরি

নিশিগঞ্জ, ১০ মে : নিশিগঞ্জের রুনিবাড়ি গ্রামে এক শিক্ষকের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার রাতে বাড়ির গ্রিলের তালা ভেঙে নগদ টাকা এবং সোনার গয়না চুরি করে পালায় দুষ্কৃতীরা। প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক সুশান্ত মালাকার জানান, শাশুড়ির চিকিৎসার জন্য সপরিবারে দিনহাটায় গিয়েছিলেন। রাতে বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য এক প্রতিবেশী এসে দেখেন গ্রিলের তালা ভাঙা। ঘরের ভিতরের আলমারি, আসবাবপত্র লন্ডভন্ড অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তিনি বললেন, 'খবর পেয়ে রাতেই বাড়ি ফিরে আসি। দরজা ভেঙে ঘরে থাকা সমস্ত সোনার গয়না এবং নগদ টাকা চুরি হয়ে গিয়েছে। নিশিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।'

বাড়ির সামনে দিয়ে বড় রাস্তা চলে গিয়েছে। ব্যাংক সংলগ্ন ওই জনবহুল নিশিগঞ্জ বাজার এলাকায় বারবার চুরির ঘটনা ঘটছে। গ্রামবাসীর দাবি, দ্রুত পুলিশ চুরির ঘটনার কিনারা করুক। পাশাপাশি বাজার সংলগ্ন এলাকায় পথবাতির দাবিতেও সরব হন স্থানীয়রা।

ভারত-পাক যুদ্ধের আবহে ডাল লেকের নিরাপত্তায় এক জওয়ান। শনিবার পিটিআই।

এই লড়াইয়ে নেই সন্তান, বিষণ্ণ দুই মা

সমীর দাস

কালচিনি, ১০ মে : মায়েরা বুঝি এমনই হয়। ছেলে চলে গিয়েছেন বহুদিন হল। তবু একটি ঘরের আলমারিতে ছেলের উর্দি, ব্যবহৃত পোশাক পাটপাট করে সাজানো। এমনকী ছেলের জুতোগুলিও পরিষ্কার করে রাখা। রবিবার মাতৃ দিবস। তাঁর আগে শনিবার কালচিনির মেচপাড়া চা বাগানে ভারতীয় সেনার শহিদ জওয়ান রাজীব থাপার বাড়িতে গিয়ে এমনই দৃশ্য দেখা গেল। ছয় বছর আগে তিনি শহিদ হন। মা রিনা থাপা ছেলের ঘরেই তাঁর ছবি টেবিলে সাজিয়ে রেখেছেন। প্রায় একই দৃশ্য ভাটপাড়া চা বাগানের লামালাইনের একটি বাড়িতেও। প্রায় ১৮ বছর আগে ওই বাগানের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক সুখমায়া লামার ছেলে ভারতীয় সেনা জওয়ান অজয় লামা শহিদ হয়েছিলেন। এখনও বৃদ্ধা প্রতিদিন ছেলের ছবির সামনে চোখের জল ফেলেন। কালচিনির গর্ব ওই দুই শহিদই চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের সন্তান। দুজনেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোর্খা রেজিমেন্টের নায়েক পদে থেকে দেশের সেবা করেছেন। দুজনেই কাশ্মীরে কর্মরত ছিলেন। শনিবার সন্ধ্যায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হয়েছে। তবে একসময় পাকিস্তানের সেনার গুলিতে অকালে দু'টি প্রাণ ঝড়ে পড়েছিল। তাই যুদ্ধের আবহে দুই মা বারবার টিভিতে খবর শুনছেন আর মনে করছেন ছেলেদের কথা।

ছেলে রাজীব শহিদ হওয়ার সময় রিনা বলেছিলেন 'আমার ছেলে আমার একার নয়, সে এখন দেশের সব মায়ের সন্তান।' এতদিন পরেও তাঁর মত বদলায়নি। আরেক শহিদ অজয়ের মা সুখমায়ার কথায়, 'এখন যাঁরা সীমান্তকে রক্ষা করছেন তাঁরা প্রত্যেকেই আমার সন্তান।' রাজীব ২০১৯ সালের ২৩ অগাস্ট ভোরে কাশ্মীরের নৌসেরা সেক্টরে কর্তব্যরত অবস্থায় পাকিস্তানি সেনার গুলিতে শহিদ হন। তাঁর পরিবার কালচিনি ব্লকের মেচপাড়া চা বাগানের পারিলাইনের বাসিন্দা। অজয় কাশ্মীরের কার্গিল সেক্টরে কর্মরত ছিলেন। ২০০৭ সালের ২৫ নভেম্বর তিনি শহিদ হন। ভাটপাড়া চা বাগানের লামালাইনের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। অন্যদিকে, রাজীবের বাবা কুমার লামা মেচপাড়া চা বাগানের সাবস্টাফ ও মা রিনা বাগানের শ্রমিক ছিলেন। দুজনেই বেশ কয়েক বছর আগে অবসর নিয়েছেন। তাঁরা এখন রাজীবের স্ত্রী খুশবু থাপা মঙ্গর ও ছয় বছরের মেয়ে কাব্যার দেখা শোনা করেন। রিনা আরও বলেন, 'ঘটনার প্রায় ছয় মাস আগে ছেলে বাড়িতে ছুটি নিয়ে এসেছিল। পরেরবার আসে কফিনবন্দি হয়ে।' শহিদ হওয়ার আগের দিন সন্ধ্যায় শেষবারের মতো রাজীব বাবা -মা ও স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথাও বলেছিলেন। সেসব মনে পড়তেই এখনও রিনার চোখে জল। তাঁর কথায়, 'নাতনি কাব্যাকে বড় করে তোলাই এখন আমাদের কর্তব্য। তবে এভাবে যেন আর কোনও মায়ের কোল খালি না হয়।' অন্যদিকে অজয়ের মা সুখমায়া বলেন, 'দেশসেবায় আমার গোটা পরিবার যদি সেনাবাহিনীতে যায় তাহলেও আমার কোনও আপসোস নেই। ইতিমধ্যেই অজয়ের মেয়ে অস্মীতা সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট পদে যোগ দিয়েছেন। তাঁর আরেক ছেলে সঞ্জয়ের ছেলে সরগমও সেনায় রয়েছেন। দুজনেই এখন কাশ্মীরে কর্তব্যরত। সুখমায়া জানালেন, তাঁদের সঙ্গে বেশ কিছুদিন আগে ফোনে কথা হয়েছে। এখন কড়া নিয়ম চলছে। তবে সব মায়ের সন্তান যেন সুস্থ থাকে।

আজ মাতৃ দিবস

শহিদ রাজীব থাপার পরিবার।

বোঝাপড়ার পর ফের সীমান্তে পাক গুলি

প্রথম পাতার পর

তবে তিনি এও জানান, সব ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত বরাবর কঠোর এবং আপসহীন অবস্থান নিয়ে চলে।

বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি জানান, শনিবার বিকাল ৩টে ৩৫ মিনিটে পাকিস্তানের ডিজিএমও (ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস) ভারতের ডিজিএমও-র কাছে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেন। বিকাল পাঁচটা থেকে ভারত ও পাকিস্তান সবরকমের সংঘর্ষ থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১২ মে দুই দেশের ডিজিএমও বৈঠকে সংঘর্ষ বিরতির চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হতে পারে।

সামরিক অভিযানে বিরতি হলেও সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিতের সিদ্ধান্তে তার প্রভাব পড়বে না বলে জানানো হয়েছে।

সংঘর্ষ বিরতিকে স্বাগত জানালেও বিরোধী দলগুলি সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রকে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার আর্জি জানিয়েছে। যুদ্ধবিরতির জন্য পাকিস্তানকে আগাগোড়া ট্রাম্প প্রশাসন প্রথম থেকেই চাপ দিচ্ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি চিনও ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষ বন্ধে আগাগোড়া বার্তা দিয়ে এসেছে।

যদিও শনিবার ট্রাম্প দাবি করেন, 'আমেরিকার মধ্যস্থতায় সারারাত ধরে আলোচনার পর আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, ভারত ও পাকিস্তান অবিলম্বে পূর্ণ সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত হয়েছে। বাস্তববোধ এবং অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের জন্য উভয় দেশকে অভিনন্দন।'

মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়ো বলেন, 'মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং আমি গত ৪৮ ঘণ্টা ধরে নরেন্দ্র মোদি ও শাহবাজ শরিফ, ভারতের নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, পাক সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনির, ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর সহ সমস্ত ভারতীয় ও পাকিস্তানি শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারই পরিণতিতে সংঘর্ষ বিরতি সম্ভব হয়েছে।'

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স অবশ্য আগে দুই দেশের মধ্যে আমেরিকা নাক গলাবে না বলে দাবি করেছিলেন। পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী মহম্মদ ইশাক দারও পরে নয়াদিল্লি-ইসলামাবাদ ঐকমত্যের কথা মেনে নিয়েছেন।

শনিবার সকাল পর্যন্ত ভারত-পাকিস্তানের সংঘাত উত্তরোত্তর বাড়ছিল। সীমান্তে যুদ্ধপরিস্থিতি ঘোরালো হয়। ভারতীয় সেনার কর্নেল সোফিয়া কুরেশি সকালে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'পাকিস্তান ক্রমাগত তার বাহিনীকে সীমান্তে এগিয়ে আনছে। এটা আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত দেয়।'

সেই বৈঠকে ছিলেন বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি ও বায়ুসেনার উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিংও।

পাকিস্তানের রফিকি, মুরিদ, চাকলালা, রহিম ইয়ার খান, সুক্কুর, চুনিয়া, পসরুর এবং শিয়ালকোট বিমানঘাঁটিতে ভারত আঘাত হেনেছে বলে তাঁরা জানান। সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণার পর পরের সাংবাদিক বৈঠকে কর্নেল কুরেশি বলেন, এস-৪০০ সুদর্শন চক্র ধ্বংস করা হয়েছে বলে পাকিস্তান মিথ্যা দাবি করেছে।

পাকিস্তানি ভূখণ্ডের মসজিদে ভারতীয় বাহিনীর হামলার দাবিও খারিজ করে দেন তিনি। কুরেশি বলেন, 'ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সব ধর্মকে আমরা সম্মান করি।'

ঘোষণায় খুশি নয়

প্রথম পাতার পর

আমাদের সরকার সাময়িক সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত হতে পারে কিন্তু সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। আমরা এই সংগ্রাম চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না সন্ত্রাসবাদ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়।'

বর্তমানে সরকারি স্কুলগুলিতে ছুটি চলছে। এই সময় বহু মানুষই নানা পর্যটনকেন্দ্রে বেড়াতে যান। পহলগামে হামলার ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই পর্যটকদের মধ্যে একটা ভয়ভীতি কাজ করছিল। সংঘর্ষ বিরতির ফলে সেই ভীতি কাটবে বলে মনে করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। কোচবিহারের আরেক বাসিন্দা সায়ন্তন চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, 'আমি মনে করি পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দেওয়া হয়েছে। আপাতত বিরতিই সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। তবে পাকিস্তান যদি আবার ভুল করে তখন দ্রুত প্রত্যাঘাতও করতে হবে।' তাঁর সংযোজন, 'সংঘর্ষ হলে দেশের অর্থনীতির উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। ইতিমধ্যেই বহু পর্যটনকেন্দ্রে লোকজনের সংখ্যা কমছে। আমরাও গরমের ছুটিতে পাহাড়ে বেড়াতে যাব ভেবেছিলাম। এই ঘটনাগুলির পর তা বাতিল করি। তবে সংঘর্ষ বিরতি হয়েছে। আশা করছি সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। ফলে সেই ভাবনাকে আবার বাস্তবায়িত করব কি না চিন্তা করছি।' বৈশাখ মাস চলছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মমাস। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সাংস্কৃতিক মহলও নানারকম দোটানার মধ্যে ছিল। এরকমই এক সংগঠনের সংগীতশিল্পী অর্ক মহলানবিশ বলছিলেন, 'সংঘর্ষ পরিস্থিতির জন্য অনেক অনুষ্ঠানই বাতিল করতে হয়েছিল। কিন্তু সংঘর্ষ বিরতি হওয়ায় আবার আমরা অনুষ্ঠানগুলি করার কথা ভাবব।'

সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণার পর থেকে সোশ্যাল মিডিয়াও কার্যত সরগরম। কেউ লিখেছেন, 'উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে অভিযান, ট্রাম্পের মাতব্বরিতে মাঝপথেই থেমে গেল।' আবার কেউ লিখেছেন, 'ভারতের সার্বভৌমত্বে ডোনাল্ড ট্রাম্প নাক গলানোর কে?' তবে সংঘর্ষ বিরতির পর পাকিস্তান নিজেদের কতটা শুধরে নেবে এখন সেটাই দেখার।

উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের সময়সূচি পরিবর্তন

কোচবিহার, ১০ মে : উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের সময়সূচি পরিবর্তন হল। তবে এই সময়সূচির পরিবর্তন শুধুমাত্র কোচবিহার জেলার তিনটি স্টেশনের ক্ষেত্রে। স্টেশনগুলি হল নিউ কোচবিহার, দিনহাটা ও বামনহাট স্টেশন। তিনটি স্টেশন বাদে রাজ্যের অন্যান্য সমস্ত স্টেশনে অবশ্য ট্রেনটির সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকবে। রবিবার থেকে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস নতুন এই সময়সূচি মেনে চলবে বলে রেল সূত্রে জানানো হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'শিয়ালদা-বামনহাট-শিয়ালদা উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের সম্পূর্ণ রুটে বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন করা হয়েছে। যার ফলে কোচবিহার জেলার নিউ কোচবিহার, দিনহাটা ও বামনহাট স্টেশনে ট্রেনের এই সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে।'

ট্রেনটি শিয়ালদা থেকে বামনহাটের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত রাত ৭টা ৪০ মিনিটেই রওনা হবে। পরের দিন সোমবার নিউ কোচবিহারে এসে পৌঁছাবে সকাল ৮টা ৫৫ মিনিটে। সকাল ৯-৪২ মিনিটে রওনা হয়ে বামনহাট পৌঁছাবে সকাল ১১টা ৫ মিনিটে।

অপরদিকে ট্রেনটি বামনহাট থেকে শিয়ালদার উদ্দেশ্যে রওনা হবে দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে। দিনহাটায় পৌঁছাবে দুপুর ২টা ২৫ মিনিটে। সেখানে ৫ মিনিট বিরতি দিয়ে দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে দিনহাটা থেকে রওনা হয়ে বিকাল ৩টায় এসে পৌঁছাবে নিউ কোচবিহার স্টেশনে। নিউকোচবিহারে ৫ মিনিট বিরতি দিয়ে ৩টা ৫ মিনিটে শিয়ালদার উদ্দেশ্যে রওনা হবে।

সীমান্তে যুদ্ধ, খেলনা বন্দুক-জিপে নজর শিশুদের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১০ মে : প্লাস্টিকের বন্দুকটার দিকে একনজরে তাকিয়ে ছিলেন সন্দীপ। কিছু পরেই খেলনা কামান আর সেনার খেলনা গাড়িটাও হাতে তুলে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলেন।

আট বছরের ছেলের শখ মেটাতে শনিবার সকাল সকাল হংকং মার্কেটে ছুটে আসেন চম্পাসারির বাসিন্দা সন্দীপ সুব্বা। হংকং মার্কেটের একটি খেলনার দোকানে দাঁড়িয়ে বললেন, 'টিভি, মোবাইলে আমার ছেলে শুধু ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষের খবর দেখছে। সব জায়গাতেই অপারেশন সিঁদুরের কথা শুনে আমাকে দু'দিন ধরে খেলনা বন্দুক, জিপ, কামান নিয়ে আসতে বলছে। বাধ্য হয়ে আজ বাজারে এসেছি।'

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বর্তমান পরিস্থিতির প্রভাব যে শিশুমনেও পড়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন গরমের ছুটির কারণে অনেক স্কুলই বন্ধ। ফলে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অনেক ছেলেমেয়েই ঘরে বসে টিভির পর্দায় যুদ্ধের খবর থেকে চোখ সরাচ্ছে না।

.অনেকে আবার মোবাইল ফোনেই যুদ্ধের খবর দেখছে। বাবা-মায়ের সঙ্গে বসে রাত জেগে ভারত-পাক সংঘর্ষের খবর শুনছে স্কুল পড়ুয়ারা। আর এর প্রভাব সরাসরি পড়ুয়াদের মনে পড়ছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ উত্তম মজুমদারের কথায়, 'কিছু বাচ্চা যুদ্ধের খবর দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে। আর একটু বড় বাচ্চারা গোলাগুলির ঘটনায় আনন্দিত হচ্ছে। আবার যুদ্ধ লাগলে কী হবে, তা ভেবে বাচ্চাদের অনেকে অজানা আশঙ্কার দেশে পৌঁছে যাচ্ছে।' তাঁর সংযোজন, 'কোভিডের সময় বাচ্চাদের নিয়ে এক ধরনের সমস্যা হয়েছিল। এখন অন্য ধরনের সমস্যা হচ্ছে। অভিভাবকদের তারা প্রশ্ন করছে, আমাদের তো বাংকার নেই। যুদ্ধ হলে কোথায় লুকোব? বাড়িতে বোমা পড়লে মরে যাব। এমন সব কথা বলছে। লোডশেডিং হলে ভাবছে ব্ল্যাক আউট হচ্ছে। তখন বাবা-মাকে বাচ্চারা ডেকে নিচ্ছে। এমন কেস আমার কাছে এসেছে।'

শিলিগুড়ি হংকং মার্কেটে খেলার সামগ্রী নিয়ে দোকানদার।

তবে ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষের মাঝে বাচ্চাদের একটি অংশ যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় মেতে উঠছে। বিধান মার্কেটের খেলনার দোকানদার প্রসেনজিৎ চৌধুরীর কথায়, 'খেলনা বন্দুক, জিপ, সৈন্য এসব বিক্রি করেছি।

তবে এখন চিনের তৈরি খেলনার বদলে দেশে তৈরি খেলনাই আমরা বেশি বিক্রি করছি।'

রণজিৎ কর্মকার নামে এক দোকানদার বলেন, 'অভিভাবদের সঙ্গে আসা বাচ্চারা নানারকম বন্দুক কেনার বায়না করছে। পাশাপাশি যুদ্ধের হেলিকপ্টার, প্লেন কেনার ঝোঁক রয়েছে। সবসময় খবর দেখার এটা প্রভাব। আমরাও সেইসব বিক্রি করছি।'

সংঘর্ষ বিরতি হলেও ভারত-পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার শেষ নেই।

আর এমনটা যে আরও কিছুদিন চলবে তা মনে করছেন মনোবিদরা। বিধাননগর সন্তোষিণী বিদ্যাচক্র হাইস্কুলের টিআইসি রুদ্র সান্যাল বলেন, 'যেভাবে যুদ্ধ নিয়ে নিউজ চ্যানেলে চব্বিশ ঘণ্টা খবর হচ্ছে, তাতে ছোটদের ওপর মানসিক প্রভাব পড়ছে। ছোটদের অনেকে এই যুদ্ধকে ভিডিও গেমের মতো মনে করছে। যা মানসিক ভীতি তৈরি করতে পারে।'

১৬
ছোটগল্প
শুভ্রদীপ চৌধুরী

১৭
জীবনের শেষ লেখা
পীযূষ ভট্টাচার্য
আয় মন বেড়াতে যাবি
দেবদূত ঘোষঠাকুর
ছোটগল্প
কৌশিক জোয়ারদার

১৮
ধারাবাহিক পূর্বা সেনগুপ্ত
কবিতা
সোমা দে, অমিত রায়, দীপান্বিতা রায় সরকার, রুমি নাহা মজুমদার, অমিতাভ সরকার, দেবার্ঘ্য সাহা ও তাপসী লাহা

যুদ্ধ যুদ্ধ হাওয়া শেষ হয়ে গেল হঠাৎই। তবু যুদ্ধ কি আর শেষ হয়? রংদার রোববারের প্রচ্ছদে যুদ্ধ ধরা হচ্ছে অন্যভাবে। শৈশব থেকে বার্ধক্য, সবসময় নতুন নতুন যুদ্ধের সামনে পড়ে মানুষ। এমনই জীবনযুদ্ধের চার সময়ের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হল প্রচ্ছদে।

জীবনযুদ্ধ

সরকারি চাকরি মানেই শান্তির জীবন নয়

মানসী কবিরাজ

অ্যালবামের পাতা ওলটালেই দেখা যাবে আমাদের প্রায় সবারই ঝোলাতে স্কুলের বাংলা পরীক্ষায় ‘তোমার জীবনের লক্ষ্য’ কিংবা ইংরেজি পরীক্ষায় ‘Aim of your life’ বিষয়ে রচনার সামনাসামনি হবার অভিজ্ঞতা আছে এবং বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে পাতার পর পাতা ভরিয়ে হয় মুখস্থ, নয় আপনমনের মাধুরী (মাধুরী দীক্ষিত নয়) মিশিয়ে আদর্শ জীবিকার কথা লিখে আসা সেসব অভিজ্ঞতাও আছে। কিন্তু সত্যি সত্যি যখন পড়াশোনার চৌকাঠ পেরিয়ে কাজের জগতে মানে ওই যে জীবনের লক্ষ্যের ঘরে পা রাখার সময় এল বা আসে তখন? তখন টের পাওয়া যায় পরীক্ষায় লেখা রচনা আর বাস্তব মোটেই হরিহর আত্মা জাতীয় কিছু নয়। আর সেখান থেকেই শুরু হয় সত্যিকারের যুদ্ধ।

যদিও যুদ্ধ কথাটার মধ্যে বেশ একটা টানটান উত্তেজনাপ্রবণ ব্যাপার আছে। বেশ সাজোসাজো রব আছে। জয়ের পিপাসা আছে। আছে মক ড্রিলিং জাতীয় শিহরণ এবং সেই যুদ্ধ যতক্ষণ টিভির পর্দায় বা স্মার্ট ফোনের স্ক্রিনে ততক্ষণ বেশ রিলস বা মিম বানানো আছে। কিন্তু যুদ্ধটা যখন নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য যে কোনও পেশার জগতে ঢোকা এবং টিকে থাকা তখন বোঝা যায় ‘life is not a bed of roses’ কাকে বল! এর আগেও অবশ্য যুদ্ধ থাকে। কারণ জীবন মানেই যুদ্ধ। তবে সেইসব যুদ্ধে পার্থসারথির মতো কারও না কারও ছাতা থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু পেশার বিশেষত চাকরির রণক্ষেত্রে? পুরো কিশোরকুমারের গলায় - কেউ কারও কেউ নইকো আমি কেউ আমার নয় ...

আর আপনার চাকরির ক্ষেত্র যদি বেসরকারি হয় তাহলে তো কুরুক্ষেত্রও ফেল। সেখানে যুদ্ধের না আছে প্রস্তুতি পর্ব না আছে ১৮ দিনের সময়সীমা। সেখানে প্রতিদিনই স্নায়ুযুদ্ধ। হয়তো আপনার অজান্তেই কেউ বসের কান ভারী করে আপনাকে গাড্ডায় ফেলার ব্যবস্থা করবে!

ধরে নেওয়া যাক লিখিত এবং মৌখিক মানে ইন্টারভিউয়ের সিঁড়ি ভেঙে আপনি একটা চাকরি পেয়ে গেলেন। তার মানেই জীবনভর শান্তির পতাকা উড়বে! সে গুড়ে বালি। যদি সরকারি চাকুরে হন, তাহলে অবধারিতভাবে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে কানাঘুষো চলবে- কোন চ্যানেলে কত দিয়ে ঢুকেছে কে জানে! কেউ বিশ্বাসই করবে না যে আপনি নিজের বুদ্ধির ঘামেই ওএমআর শিটের গোল্লা ভরিয়েছেন। এছাড়াও সরকারি চাকরিরে ভাই! আসে যায় মাইনে পায়, কাজ করলে উপরি পায় জাতীয় মিসাইল। আপনি যদি আধিকারিক হন তাহলে কারণে অকারণে ঘেরাও, কর্তৃপক্ষের কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও, ইউনিয়নের দাদাগিরি ইত্যাদি সহ্য করেও মাথা ঠান্ডা রাখার যুদ্ধটা চালাতে হবে। উত্তেজিত হয়েছেন কী জেনে রাখবেন অভিমন্যুর মতো আপনিও বেরোনোর কৌশল না জেনেই চক্রব্যূহে ঢুকে পড়েছেন। এর পরে আছে আরটিআই বোমা। কে কবে কোন ধামা যা এতদিন চাপা ছিল উলটে দেখে নিতে চাইবে চালে কতটা কাঁকর মেশানো আছে! অমনি কাঁকর-চালুনি হাপিস। অতএব চালের বস্তাই বাতিল।

আর আপনার চাকরির ক্ষেত্র যদি বেসরকারি হয় তাহলে তো কুরুক্ষেত্রও ফেল। সেখানে যুদ্ধের না আছে প্রস্তুতি পর্ব না আছে ১৮ দিনের সময়সীমা। সেখানে প্রতিদিনই স্নায়ুযুদ্ধ। হয়তো আপনার অজান্তেই কেউ বসের কান ভারী করে আপনাকে গাড্ডায় ফেলার ব্যবস্থা করবে! কিংবা পাশের ডেস্কে বসা কলিগ যাকে বন্ধু ভাবতেন, দেখা গেল তার দাক্ষিণ্যেই আপনার হাতে হ্যারিকেন মানে পিংক স্লিপ!

এরপর ষোলোর পাতায়

প্রৌঢ়ত্বের অভিজ্ঞতায় জয় জীবনযুদ্ধে

স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়

শৈশব, কৈশোর, যৌবন আর প্রৌঢ়ত্ব। মানুষের জীবনের চারটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রথমটা সবচেয়ে মজার। শেষেরটা কষ্টের। অন্তত সবার সেটাই বিশ্বাস। কিন্তু আদৌ কি তাই? উঁহু। বরং উলটোটাই। প্রৌঢ়ত্বেই মানুষের সেরা বিকাশ। হাতের কাছে কতই না উদাহরণ। এই যেমন আমাদের মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের কথাই ধরা যাক না কেন! আর আন্তর্জাতিক পরিধির কথা ধরলে? কেএফসি'র কর্নেল হারল্যান্ড স্যান্ডার্সের কথা তো আজকাল সবাই জানে। খুব খারাপ পরিস্থিতিতে পড়লেও প্রৌঢ়ত্বেই দুজনে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। বুড়ো বয়সে কি আমার দ্বারা কোনও শক্ত কাজ হবে বলে অনেকেরই মনে নানা প্রশ্ন। নিজের মনের এই সংশয় মেটাতে অনেকে আজকাল চ্যাটজিপিটিকেও এই প্রশ্ন করে বসেন। সেখানে এআই এই কেএফসি-বুড়োর প্রসঙ্গ তুলেই তাঁকে ইতিবাচক ভাবনা ভাবতে শেখায়।

যে কোনও মেয়ের কাছে তার বাবা সুপারহিরো। আমারও। তিন বোনের মধ্যে আমি ছোট। প্রায় ৭৫ বছর আগে যখন আমার জন্ম সেই বাবা তখন প্রৌঢ়। বরাবরের শীর্ণকায়, কিন্তু দারুণ হ্যান্ডসাম। সংস্কৃতে স্কলার। বাংলাদেশে আমাদের খুব মজার সংসার। কিন্তু পাক সেনাদের অত্যাচারে একটা সময় সেই সুখের সংসারে অসুখের বাড়বাড়ন্ত। মেয়েদের নিরাপত্তা যেন ক্রমেই এক মহার্ঘ বস্তু হয়ে উঠছিল। বাধ্য হয়েই আমাদের শিলিগুড়িতে চলে আসতে হয়। বাবাকে এখানকার একটা স্কুলের কাজে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য দেখেছি, আবার চূড়ান্ত অভাবও। তবুও বাবা হাল ছাড়তে রাজি ছিলেন না। ওই অবস্থাতেই আমাদের জন্য যতটা পেরেছেন দাঁতে দাঁত চেপে লড়ে গিয়েছেন। যেমনটা লড়েছিলেন আমার ঠাকুমা। অসম্ভব সুন্দরী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর অসহায়ের মতো ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দেননি। কতদিন আগের কথা। সেই সময়ই তিনি প্রাইভেট টিউটর হয়ে উঠেছিলেন। অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে থেকে সেই সময়ই নিজের জমানো কিছু টাকা দিয়ে ছাগল কিনে সেগুলির দুধে সংসার চালাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

আমার বান্ধবী অনীতা দাসের কথাই বা ভুলি কী করে। আমার মতো ওদেরও বাংলাদেশ থেকে এখানে আসা। আমার ক্ষেত্রে জীবন প্রথমদিকে অনেকটাই নির্দয় হলেও বিয়ের পর কিন্তু অনেকটাই সদয়। ওর ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয়নি। জীবনভর লড়াইটা ওকে চালিয়েই যেতে হয়েছে। পরে সন্ন্যাসিনী হয়ে অন্যত্র চলে যাওয়া। উত্তরবঙ্গের সেই সাহিত্যিক মানুষটির কথাও বা ভুলে যাই কী করে! নামী শিক্ষাবিদ ছিলেন। সুখের সংসার। দুই ছেলে। কিন্তু প্রেমরোগে বড়টির মাথা খারাপ হল। একদিন বড়সড়ো দুর্ঘটনাও ঘটাল।

এরপর ষোলোর পাতায়

বারুদ নয়, শিউলির গন্ধ পাক কৈশোর

অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়

‘তোমাকে পেতেই হবে শতকরা অন্তত নব্বই (বা নব্বইয়ের বেশি)/তোমাকে হতেই হবে একদম প্রথম/তার বদলে মাত্র পঁচাশি!/পাঁচটা নম্বর কম কেন? কেন কম?’ জয় গোস্বামীর ‘টিউটোরিয়াল’ কবিতা। মনে পড়ে? অথচ কৈশোর, যা এক রংচঙে স্বপ্নের দিন, যখন দিনগুলো কত সহজেই রঙিন হয়, তার তো এরকম হওয়ার কথা ছিল না। সে তো এক অপার সম্ভাবনার নাম।

মানবজীবনের দুরন্ত, উচ্ছল আর প্রাণবন্ত এক সময়ের নাম কৈশোর। যে সময়ের ওপর ভর করেই ডালপালা গজায় জীবনের বাকি সময়। কৈশোর যদি রঙিন হয়, তা হলে রঙিন হয় বাকি সময়টুকুও। আর কৈশোর ফ্যাকাসে হলে বাকি সময়টুকু শুধু ফ্যাকাসেই হয় না, অন্ধকারেও ঢেকে যায়। যে অন্ধকার প্রশস্ত করে দেয় সর্বনাশের পথ। ক্ষেত্র বিশেষে মৃত্যুর পথও। এই যে ‘কৈশোর’ নামক সময় তথা ধাপটি এত গুরুত্বের দাবিদার; তা কি আমরা বুঝি? মানলাম আমরা বুঝি। আমরা বলতে, যারা আরও অনেক আগেই কৈশোর পেরিয়ে এসেছি। কিন্তু তারা কি বোঝে, যাদের বন্ধুতা এখনও শেষ হয়নি কৈশোরের সঙ্গে? মানে যারা কিশোর? এই প্রশ্নের উত্তরে সন্দেহাতীতভাবেই উচ্চারণ করা যায় ‘না’ শব্দটি। কারণ যারা কিশোর, তারা আসলেই জানে না কৈশোরের কী গুরুত্ব, কী মাহাত্ম্য। জীবনের সবচেয়ে আনন্দপূর্ণ দিনগুলোর কথা মনে করলে শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলোর ছবিই ভেসে ওঠে। নির্ভাবনার ওই জীবন ফিরিয়ে দিলে গ্রহণ করতে একমুহূর্তও অপেক্ষা করব না। কিন্তু জীবন আনন্দময় এ কারণে যে না আমরা অতীতে ফিরতে পারি, না জানতে পারি ভবিষ্যৎ। বর্তমানই জীবনকে নির্মাণ করে, স্রোতের মতো বয়ে নিয়ে যায় গন্তব্যে। তাই তো স্মৃতি এত মূল্যবান, স্মৃতিচারণা বিশুদ্ধ আনন্দের।

সত্যজিৎ রায়ের ‘টু’ সিনেমায় গুলি লেগে মাটিতে পড়ে যাওয়া ঘুড়িটার মতো খোঁড়াতে খোঁড়াতে আর ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে চলেছে পৃথিবীর কত কৈশোর। একই আবহাওয়া, একই মাটি ধুলোর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইনের শিশু-কিশোরদের বেড়ে ওঠার মধ্যে রয়েছে বিরাট এক ফারাক।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক সাময়িকী ল্যানসেট চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডলসেন্ট হেলথ-এ বছর সাতেক আগে একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়েছে, কৈশোর এখন শুরু হয় ১০ বছর বয়সে। আর তা ২৪ বছর বয়স পর্যন্ত স্থায়ী হয়। গবেষণায় বলা হয়েছে, যে বয়স থেকে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অংশ পিটুইটারি ও গোনাডাল গ্রন্থিকে সক্রিয় করতে বিশেষ হরমোন নিঃসরণ শুরু করে, তখন থেকেই বয়ঃসন্ধির শুরু। সাধারণত ১৪ বছর বয়স থেকে এই হরমোন নিঃসরণ শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আর পুষ্টির কারণে বেশিরভাগ উন্নত দেশে তা শুরু হচ্ছে ১০ বছর বয়স থেকে। খেয়াল করে দেখবেন, এখানে বলা হচ্ছে উন্নত দেশের কথা। পৃথিবীর সব দেশের কথা কিন্তু নয়।

বড়দের এই পৃথিবীতে নানাভাবে বারবার বিদ্ধ হচ্ছে শৈশব, কৈশোর। কখনও বোমাকে বল ভেবে খেলতে গিয়ে আহত হতে হচ্ছে। আবার কখনও বেধড়ক মারে জখম কিশোরের দল। ৪ তারিখ একটি দৈনিক সংবাদপত্রের খবর, শুধুমাত্র খেলার বল প্রোমাটারের ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ায় বড় মাশুল গুনতে হল কচিকাঁচাদের। মার খেল তারা বেধড়ক। সম্প্রতি লালগোলা থানার নসীপুর দিয়ার এলাকায় পরিত্যক্ত বাড়িতে রাখা ছিল বোমা। সেখানে খেলতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হয়েছিল দুই ছাত্রছাত্রী। গত বছর পূর্ব মেদিনীপুরে খাদিকুলে বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ কেড়ে নিয়েছিল বারোটা প্রাণ।

সত্যজিৎ রায়ের ‘টু’ সিনেমায় গুলি লেগে মাটিতে পড়ে যাওয়া ঘুড়িটার মতো খোঁড়াতে খোঁড়াতে আর ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে চলেছে পৃথিবীর কত কৈশোর। একই আবহাওয়া, একই মাটি ধুলোর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইনের শিশু-কিশোরদের বেড়ে ওঠার মধ্যে রয়েছে বিরাট এক ফারাক। ইজরায়েলে শৈশবের স্থায়ীত্বকাল যেখানে ১৮ বছর, সেখানে প্যালেস্তাইনের শৈশব শেষের সময়সীমা প্রথমে ছিল ১৬, তারপর কমে হয়েছে ১৪, গত দু'বছরে তা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১২-তে। প্যালেস্তানীয় শিশুদের সন্ত্রাসী সন্দেহে গ্রেপ্তার, পেটানো, ভয় দেখানো, অকথ্য ভাষায় গালাগালি, বাজে ব্যবহারকে ইজরায়েলিরা রুটিনে পরিণত করেছে।

এরপর ষোলোর পাতায়

সোনার সংসার, যুদ্ধের সংসার

অরিন্দম ঘোষ

বাংলায় ‘সোনার-সংসার’ বলে একটা শব্দবন্ধ আছে। এই সোনার সংসার মানে কী? অনভিজ্ঞ লোকেরা বলবেন, যে সংসারে সবকিছুই পারফেক্ট থাকে, কোনও যুদ্ধ নেই, সেটাই সোনার সংসার। কিন্তু সংসার সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোকেরা বলে থাকেন, যে সংসারে ঝগড়া নেই, অশান্তি নেই, যুদ্ধ নেই, সেটা আবার সংসার নাকি? সে তো একেবারে পানসে একটা ব্যাপার। নিত্য অশান্তি ঝগড়া আর যুদ্ধ হলে তবেই তা সত্যিকারের সোনার সংসার।

সংসারের যুদ্ধের দুটি মূল চরিত্র স্বামী-স্ত্রী। তবে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হতে কিছুটা সময় লাগে। বিয়ের প্রথম বছরে স্বামী বলেন, স্ত্রী শোনেন। বিয়ের দ্বিতীয় বছরে স্ত্রী বলেন, স্বামী শোনেন। বিয়ের তৃতীয় বছরে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বলেন, প্রতিবেশীরা শোনেন। এইভাবে ধাপে ধাপে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়।

আমার পরিচিত এক দম্পতির কথা বলি। ওঁদের সংসারে রোজ ঝগড়া হয়। স্বামী সকালে অফিসে বেরিয়ে যান, অফিসে তাঁর বস অত্যন্ত কড়া, পান থেকে চুন খসলেই ঝাড় খেতে হয়। ফলে স্বামীর মেজাজ হয়ে যায় খিটখিটে। বসের ওপর তো আর রাগ ঝাড়া যায় না, ফলে বাড়ি ফিরে স্ত্রীর ওপরেই অকারণ সেই রাগ গিয়ে পড়ে। অফিস থেকে ফিরলেই কিছু না কিছু নিয়ে ঝগড়া হবেই। ঝগড়ার কোনও স্পেসিফিক কারণ থাকে না, কিন্তু চিৎকার-চ্যাঁচামেচিতে প্রতিবেশীরা অতিষ্ঠ হয়ে থাকেন রোজ।

একদিন কোনও কারণে অফিসে বস ঝাড় দেননি, অফিস থেকে বাড়ি ফিরেও স্বামীর মেজাজ বেশ ফুরফুরে। সেদিন বহুক্ষণ পরিবেশ শান্ত দেখে এক কৌতূহলী প্রতিবেশী দরজায় নক করে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, আপনার স্বামী কি আজ অফিস থেকে বাড়ি ফেরেননি?

সোনার সংসার অনেকটা এইরকম। ঝগড়া, অশান্তি, যুদ্ধ বেশি হওয়াও ভালো নয়, আবার একটু-আধটু ঝগড়া না হলেও কেমন কেমন লাগে। তবে এ সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই যে যুদ্ধ আছে, তা তো নয়, জ্ঞানীমাত্রই জানে, আরেকটি পপুলার ক্যাটিগোরি হল বৌমা আর শাশুড়ির যুদ্ধ। এক সদ্যবিবাহিত বধূকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল শাশুড়ি শব্দের অর্থ। বধূটির উত্তর ছিল, সুর করে শাসায় যে বুড়ি, সে-ই হল শাশুড়ি। কথাটি শাশুড়ির কানে যেতেই ব্যাস কথাবার্তা বন্ধ। তবে বধূটিকে পুরোপুরি দোষ দেওয়া যায় না। শুনেছি শাশুড়িটিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন? শাশুড়ির উত্তর ছিল, আগে করতাম না এখন করি, বিয়ের পর থেকেই আমার ছেলে সারাক্ষণ ভূতের মতো আমার বৌমার পিছনে ঘুরঘুর করে।

আসলে সাংসারিক যুদ্ধ অনেকটা সিনেমার মতো। মাঝে মাঝে যখন সংসারে তুমুল অশান্তি বাঁধে, প্রায় যুদ্ধের পরিস্থিতি হয় তখন অ্যাকশন সিনেমা, কখনও এত হাসাহাসি আনন্দ উপচে পড়ে তখন কমেডি, আর কখনও পরিস্থিতি থাকে এই অ্যাকশন আর কমেডির মাঝখানে, মানে কখন কী হয়ে যায় বলা যায় না, তখন সেটা থ্রিলার।

তাই বলা যায়, সংসারের যুদ্ধ এমন এক রঙ্গমঞ্চ, যেখানে হাসি-কান্না, প্রেম-অভিমান সবই একাকার। তবে সব যুদ্ধের যেমন প্রকারভেদ থাকে, সাংসারিক যুদ্ধেরও ভিন্নতা আছে। যেমন, টিভির রিমোট কন্ট্রোল নিয়ে যুদ্ধ। এই যুদ্ধটা যেন অলিখিত সংবিধানের প্রথম ধারা। কার হাতে টিভির রিমোট থাকবে, তা নিয়ে রোজ সন্ধ্যায় জল কম ঘোলা হয় না। স্বামী চান ক্রিকেট বা খবর, আর স্ত্রী হয়তো সিরিয়াল। কিছুতেই এই যুদ্ধের রফা হওয়া সম্ভব হয় না। শেষপর্যন্ত দেখা যায় হয়তো যুদ্ধবিরতি হয় কোনও কার্টুন চ্যানেলে।

সংসারের আরেকটি যুদ্ধক্ষেত্র হল আলমারি। স্ত্রীর দাবি, তার শাড়ির সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য আরও জায়গা চাই। স্বামীর বক্তব্য, তার অতি প্রয়োজনীয় (আসলে বহু বছর ধরে পরা হয় না এমন) পোশাকগুলো রাখারও স্থান সংকুলান করতে হবে।

এরপর ষোলোর পাতায়

পিটানি

ছোটগল্প

শুভ্রদীপ চৌধুরী

বেঁচে থাকার জন্য সপ্তাহে তিনদিন মৃত্যুর কাছাকাছি যায় নকুল। ফিরে এসে প্রতিবার সে ভাবে আর যাবে না। তবু যেতে হয়। না যেতে চাইলে সংসার তাকে ঠেলে পাঠায়।

নকুল একলা মানুষ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। দাদার সংসারে থাকে। তার দাদা সহদেবের সামনেই বৌদি ফুল্লরা দু'বেলা ভাত দেবার সময় তাকে 'পরগাছা' বলে ডাকে। আরও কত কী বলে! নকুল সেসব গায়ে মাখে না। ফিক করে মৃদু হাসে। এই হাসি দেখে একদিন ফুল্লরা বিরক্ত মুখে বলেছিল, "কথায় কথায় তোর মুখে এত হাসি কেন আসে রে? তোর মতো হাড়গিলে মানুষেরা হবে খিটমিটে মেজাজের, যারা কস্মিনকালে হাসবে না। কাতুকুতু দিলে মুখ হবে গম্ভীর। তা না হয়ে তোর চিমসে মুখে এত হাসি আসে কোথা থেকে?"

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নকুল আরও জোরে হেসেছিল। হাসিই যেন তার উত্তর।

মানইল গ্রামের ছোট, বড় সকলেই নকুলকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করে। হাঁটুর বয়সি বাচ্চারা তাকে দেখলেই 'তারছেঁড়া নকুল' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। নকুল সেসবে পাত্তা না দিয়ে কাজ না থাকলে আকাশ দ্যাখে, গাছে গাছে পাখি খোঁজে। কীটপতঙ্গের বাজনা শোনে। শীতের শেষ থেকে বর্ষার আগে সে সময় পেলেই জঙ্গলে গিয়ে ঝিঁঝি পোকার 'ঝিনঝিন'' শোনে। বর্ষা এলেই আরেক প্রকার ঝিঁঝি একটানা 'ঝিরঝির' গায়। এসব শোনার সময় তার নিজেকেও পোকা মনে হয়। সে যেন মাটির দেওয়ালের গায়ে থাকা শান্ত চিড়া-পোকা।

এছাড়াও একটা গাছে কত রকমের সবুজ রং থাকে তা মনে মনে গোনার চেষ্টা করে নকুল। আবার আত্রেয়ী নদীর কাছে গিয়ে ঢেউ দ্যাখে। সকাল, দুপুর, সন্ধে কেমন নদীর ঢেউ বদলে যায়! ঝাঁকে ঝাঁকে বনটিয়ে সন্ধে নামার আগে ফিরে এসে চক্কর কাটে নদীর বুকে।

এবার নকুলের কাজের প্রসঙ্গে আসা যাক। তার কাজের নাম 'পিটানি'। সে আবার কী কাজ! ভেবে অবাক হবার দরকার নেই। সহজ করে বলা যাক, আজকাল গ্রামে মাছের চাষ বাড়ছে। চাষের জমিতেই কাটা হচ্ছে নতুন নতুন পুকুর। সেইসব পুকুরে মাছ বড় হলেই চলে যায় শিলিগুড়ি।

পিকআপ ভ্যানের ডালা পলিথিনে মুড়ে তাতে জল ভরে জ্যান্ত মাছ নিয়ে যাওয়া হয়। সময় লাগে আট থেকে নয় ঘণ্টা। নকুলের গ্রাম থেকে শিলিগুড়ি প্রায় আড়াইশো কিমি দূরে। এই সময়টুকু নকুল পিকআপ ভ্যানের ডালার একপাশে বসে জলে হাত-পা নাড়ায়। ঢেউ তোলে। জলে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ে। বেশিক্ষণ মাছ বেঁচে থাকে। এভাবে মাছ বাঁচিয়ে রাখাটাই তার কাজ।

আট-নয় ঘণ্টার এই রাস্তায় কখনও চোখে ঘুম এলে নিশ্চিত গাড়ির ডালা থেকে ছিটকে যাবে রাস্তায়। গত মাসে একজন ডালখোলা পেরিয়ে পড়ে গেছে চলন্ত গাড়ি থেকে। বাঁচেনি। তাই কিছুতেই ঘুমকে আসতে দেওয়া যাবে না কাছেপিঠে! ঘুম এলে নিশ্চিত মৃত্যু। জেগে থাকতে তাই কাজ চালিয়ে পুকুরের মাছেদের জ্যান্ত নিয়ে যেতে হবে। মাছ বলতে বিরাট আকারের রুই, কাতলা! মরা মাছের তেমন বাজার নেই। জ্যান্ত মাছ দেখলে আড়ত মালিকের চোখ চকচক করে। মুহূর্তে পাঁচ থেকে ছয় কুইন্টালের পিকআপ ভ্যান ফাঁকা হয়ে যায়।

আজ যেমন ভোরের হাওয়া কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসছে। চোখ বন্ধ হতে চাইছে। নকুল ফ্যাকাশে হয়ে আসা তার ঠান্ডা হাত দিয়ে চোখ ঘষে। ঘুম দূরে যায়। আবার শীতের দিনে কুয়াশা এসে ঠিক এমন ছেঁকে ধরে। ঘুমিয়ে পড়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। হাত দুয়েক দূরের কিছু দেখা যায় না। মনে হয় কুয়াশা নয় নরম বালিশ। চারদিকে কনকন বাতাস। তবু ঘুমকে জিততে দেয় না নকুল। আজ যেমন কাজের ফাঁকে মনের ভেতরে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। বড্ড জানতে ইচ্ছে করছে, 'পৃথিবীতে কত রকমের হাওয়া আছে?'

হাত-পা কয়েক সেকেন্ড থামালেই মাথা তোলে বড় মাছেরা। ড্রাইভারের পাশে বসা পুকুর মালিক সুখচাঁদের গলা কানে আসে, 'নকুল, ঘুমালি নাকি? সাড়াশব্দ নাই ক্যান!'

নকুল দ্বিগুণ শব্দে জলে ঢেউ তোলে।

সুখচাঁদের নিজস্ব পুকুর চারখানা, আরও ছয়খানা পুকুর সে লিজ নিয়েছে। মাছ চাষে বেশ নাম করেছে। নকুল বেশ কিছুদিন থেকে তক্কে তক্কে আছে, তাদের বাড়ির সামনের ছোট্ট পুকুরটার কথা বলবে। সুখচাঁদ লিজ নিলে বড় উপকার হয়।

ডালখোলায় একবার গাড়ি দাঁড়ায়। চা, বিস্কুট দেয়। এই চা খাবার সময় মিনমিন করে কথাটা তুলল নকুল, 'আমাদের বাড়ির সামনের পুকুরটা তো পড়েই আছে। পোনা যে ছাড়ব সেই ক্ষমতা নাই। আপনি লিজ নিয়ে মাছ চাষ করেন।'

সুখচাঁদ হাসে, 'তুই তো জানিস, তিন বিঘা জলা ছাড়া আমি পুকুর লিজ নিই না। তার উপরে তোদের সেই পুকুর মজা। অন্য কোনও বড় পুকুরের খোঁজ থাকলে জানাস, ভালো কমিশন দেব।'

নকুলের চোখের সামনে তাদের পুকুরটা ভেসে ওঠে। যেন চামড়া কুঁচকে যাওয়া, কুঁজো দুখিনী বুড়ি। সেই পুকুরের চারদিকে শ্যাওলাদাম। বুনোকলমি আর জলা আগাছার দস্যিপনা। শুধুই ঘাসের জঙ্গল।

সুখচাঁদ গাড়ির ডালা বেয়ে উঠে ভালো করে ভেতরটা দেখে বলে, 'দু'খানা মাছের অবস্থা ভালো দেখতিছি না। যে করেই হোক দুটোকে বাঁচা। দরকার হলে অক্সিজেন ট্যাবলেট জলে দিবি। একটা মাছ ভাসলে এক মাস কাজ দেব না তোকে। দু'খানা মাছ মরা মানে দু'মাস। কথাটা মনে রাখিস।'

নকুল আবার নিজের জায়গায় ফিরে যায়। মুখে হাসি এঁটে নেয়। জলে ঢেউ তোলে। মাছ দুটো তার পায়ের কাছে এসে ঘুরঘুর করে। তাদের পিছল শরীরে হাত বুলিয়ে দেয় নকুল। বিড়বিড় করে, 'কিশনগঞ্জ, ইসলামপুর, বাগডোগরা...।' বুকপকেট থেকে অক্সিজেনের ট্যাবলেট জলে ছেড়ে দেয়। মাথার ভেতরে একটা লাইন ঘুরপাক খায়, "একটা মাছ ভেসে উঠলে এক মাস কাজ দেব না তোকে।"

ইসলামপুরে আবার দুম করে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা। নকুল অবাক হয়। আশপাশে দোকান নেই। রাত কত হবে কে জানে? রাস্তার দু'পাশে থম মেরে আছে অন্ধকার। সেই অন্ধকার ফুঁড়ে এগিয়ে এল একজন বেশ লম্বা মানুষ। হাতে একটা ছোট্ট ব্যাগ। গাড়ি থেকে নামল সুখচাঁদ। লোকটা সুখচাঁদের হাতে সেই ব্যাগটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, "এই কেমিক্যাল জলে দিলে দেখবেন পাঁচ-ছয় ঘণ্টা হেসে-খেলে বেড়াবে মাছ। পিটানির আর দরকার পড়বে না।"

সুখচাঁদ পার্স থেকে টাকা বের করতে করতে হাসে, "পরখ করে দেখি আপনার কথা আর কেমিক্যালের ক্ষমতা।"

লোকটা হাসে, "আমরা ফাঁকা আওয়াজ দিই না। মাসে আমি চল্লিশটা গাড়িতে এই কেমিক্যাল দিচ্ছি। আসল জিনিস বেচি বলে এত বড় কথা বলতে পারছি। আজ আসি।"

সুখচাঁদ গাড়িতে উঠবার আগে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল, তারপর চেঁচিয়ে উঠল, "নেমে আয় নকুল, হাত-পা না চালিয়ে গাড়ির ডালাতে বসে থাকার দরকার নাই! ও হাত-পা চালালে তো আবার আমার সঙ্গে কার কী কথা হচ্ছে সেসব শুনতে পাবি না! নেমে আয়।"

নকুল নেমে আসতেই খপ করে তার জামার কলারটা ধরে সুখচাঁদ হিসহিসিয়ে বলল, 'একটা মাছ মরলে আমি তোকে ছাড়ব না। এমনিতেই তোর আর দরকার নাই। আজকের মজুরি সাড়ে তিনশো টাকা পাবি যদি একটাও মাছ না মরে। যা হাত-পা চালু রাখ। আর শোন, আমি যখন কথা বলব হাসবি না। মুখে যেন একদম হাসি না থাকে। বেয়াদব কোথাকার।'

একটাও মাছ ভেসে ওঠেনি। ভোরের হাওয়া কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসছে। হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে রাস্তার দু'পাশের বড় বড় গাছেরা। এমন হাওয়া গায়ে লাগলে নিজেদের মাঠের কথা মনে পড়ে। ধানজমিতে শব্দ করে সরে যাচ্ছে ঢোঁড়া সাপ। এই সময় শোল মাছ ছানাপোনা নিয়ে মনের আনন্দে ঘোরে। এমন এক ভাদ্র মাসের সজনে ফুলের মতো জ্যোৎস্নারাতে ক্ষুধার্ত শেয়ালের সামনে পড়েছিল নকুল। স্থির চোখে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করার ছিল না তার। ভয়ে খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেন তার পা হাঁটু অব্দি পুঁতে দিয়েছে কেউ। চাঁদের আলোয় শেয়ালটার চোখ জ্বলছে। দাঁত চকচক করছে। নকুল সরে যাবার চেষ্টা করেনি, যদি শিয়ালটা ঝাঁপিয়ে পড়ে! পাথরের মতো দাঁড়িয়ে দেখেছিল, শেয়ালটা জঙ্গলের দিকে চলে যাচ্ছে। মাঝেমাঝে মুখ ঘুরিয়ে তার দিকে দেখছে। নকুল নিশ্চিত প্রচণ্ড ভয়ে তার মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল। সেই হাসি দেখেই শেয়ালটা ঘাবড়ে গেছে।

ভোরের শিলিগুড়িতে পা দিয়েই নকুল জানল, তার পিটানির কাজটা সত্যিসত্যিই গেছে। সব শোনার পর বৌদি কী কী বলতে পারে ভেবে নকুল চুপ করে থাকল। গত বন্যার পর থেকে তাদের সংসারের অবস্থা ভালো নয়। লাউডগার মতো পেঁচিয়ে ধরেছে অভাব।

কোনওরকমে দিন চলে যায়। এসব সংসারে সারাক্ষণ হাসি হাসি মুখের মানুষ একদম মানায় না। নকুল মনে মনে শপথ করে, সে যখন-তখন আর হাসবে না। তবু হাসি এসে দাঁড়ায় তার ঠোঁটের দু'পাশে।

এই যেমন কাজ চলে যাওয়ার পরেও নিজের হাসিহাসি মুখ চকচকে নাইট সার্ভিস বাসের জানলায় দেখে সে খুবই বিরক্ত হল। মনে হল নিজের গালেই ঠাস ঠাস করে কয়েকটা চড় মারার। দুঃখের দিনে এত বেহায়া হাসি আসবে কেন! হাসির মাত্রাজ্ঞান থাকবে না!

দুই

বাড়ি ফেরার সময় পিকআপ ভ্যানে সারা রাস্তা চুপ করে বসেছিল নকুল। গ্রামে ঢোকার আগে সে নেমে পড়ে। সন্ধে নামছে। পাতি হাঁসেরা হেলেদুলে ঘরে ফিরছে। মাঝেমাঝে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকে দেখছে। ছাগলেরা মুখ তুলে ব্যা ব্যা করে ডেকে উঠছে। মায়াবী চোখের একটা গোরু তার দিকে তাকাল। নকুল জানে তারা অপেক্ষা করছিল। কখন গাঁয়ের দুখি রাস্তাটা ধরে ঘরে ফিরবে এই গ্রামের সবচেয়ে হাসিমুখের মানুষটা। তারা নিশ্চয় অবাক হয়েছে তার মুখে আজ হাসি নেই দেখে!

বাড়ি ফিরে দাদার হাতে টাকা ক'টা তুলে দিয়ে মিনমিন করে বলল সবটা। সহদেব সব শুনে আরও চাপা স্বরে বলল, 'খবরটা চেপে রাখ। তোর বৌদি শুনলে বাড়িতে দক্ষযজ্ঞ শুরু করে দেবে। এক জায়গায় কাজ গেছে আরও অনেক জায়গা আছে। ঠিক একটা ব্যবস্থা হবে।'

নকুল ভ্রূ নাচিয়ে ফিশফিশ করে বলে, "আচ্ছা।"

মাঝখানে তিনদিন কেটে গেল। কাজের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছে নকুল। এই খোঁজখবরের মাঝেই খবর পেল সুখচাঁদের মাছ বাঁচানো কেমিক্যাল ফেল মেরেছে। বেশির ভাগ মাছ দু'ঘণ্টার মধ্যে ভেসে উঠেছে। মাছের ব্যবসায় এতটা লোকসান তার আগে কখনও হয়নি।

বাড়ি ফিরে শুনল সুখচাঁদের লোক বারতিনেক তার খোঁজ করে গেছে। বলেছে, খুব দরকার। খেতে বসে সহদেব ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, "বলেছিলাম না। তোর হাতে জাদু আছে। তুই ছাড়া গতি নাই সুখচাঁদের। এবার বেতন বাড়াতে বলিস।"

ফুল্লরা ভাত বাড়তে বাড়তে বলল, "আমার কানে সব এসেছে। সুখচাঁদের কাজে আর কখনও যাবে না ঠাকুরপো। যে লোক সামান্য কারণে কলার ধরে ঝাঁকায় শুধুমাত্র টাকার জন্য তার কাজে যাবে না। এ আমি বলে দিলাম।"

নকুলের মুখ থেকে হাসি সরে যায়। তার নাম নিজের গালমন্দের জগৎটা দুলে ওঠে। সে কি ঠিক শুনছে?

ফুল্লরা বলতে থাকে, "অমন ভ্যাবলার মতো আমার মুখের দিকে তাকায়ে আছ কে? জানো না সর্বক্ষণ মুখে হাসি নিয়ে ঘোরা মানুষ দুম করে গম্ভীর হলে বিচ্ছিরি লাগে। তিনদিন ধরে মুখে হাসি নাই! এরপরও আমি খোঁজখবর নিব না!"

নকুলের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

তিন

সুখচাঁদ একদিন নিজে এল নকুলের কাছে। গলা নামিয়ে বলল, "কেমিক্যাল ডাহা ফেল মেরেছে রে ভাই। গাড়িতে পাম্পসেট মেশিন সেট করে নিয়ে গেলাম দু'দিন। তাতেও আদ্ধেকের বেশি মাছ মরে গেল। কোনও দিন মেশিন বিগড়ে যাচ্ছে। তুই ছাড়া আর কারও উপরে ভরসা করতে পারছি না। আমায় বাঁচা।"

ফুল্লরা চেঁচিয়ে ওঠে, "পাম্পমেশিন যখন বিগড়ে গেল তখন তার কলার ধরে ঝাঁকালেই পারতেন। দিব্যি চালু হত। মন দিয়ে শোনেন, আর কখনও আপনার কাজে যাবে না নকুল। এই বিশাল দুনিয়াতে কাজের অভাব নাই। কোথাও একটা কাজ ঠিক পেয়ে যাবে।"

সুখচাঁদ মাথা নামিয়ে ফিরে গেল।

চার

অনেক খোঁজখবর করার পর নকুল একটা কাজ পেয়েছে। জেগে থাকার কাজ। আনন্দ দেবে এমন কাজই সে খুঁজছিল। পেয়েছে।

নকুল এখন একটা অ্যাম্বুল্যান্সে থাকে।

ট্রলিতে করে পেশেন্ট তোলে। রুগি নিয়ে যায় সদর হাসপাতাল থেকে দূরের বড় হাসপাতালে। সবই সিরিয়াস টাইপের পেশেন্ট। পেশেন্ট পার্টিকে নকুল আজকাল ভরসা দেয়, "একদম ভয় পাবেন না, আমি জেগে আছি। আপনারা ঘুমান।"

নকুলের মুখে সবসময় লেগে থাকা হাসিটা আবার ফিরে এসেছে।

প্রৌঢ়ত্বের অভিজ্ঞতায় জয় জীবনযুদ্ধে

পনেরোর পাতার পর

সেই সমস্যা সামলাতে গিয়ে বাবার সঞ্চয় প্রায় সমস্তই শেষ। মাথা খারাপের জোগাড়। কিন্তু হাল ছাড়েননি। পেনশন হিসেবে মাসে হাজার চল্লিশ টাকা পান। সেই টাকাকেই সম্বল করে ছেলের বিয়ে দিলেন। ভেবেছিলেন বিয়ের পর ছেলের সুমতি ফিরবে। কিন্তু কোথায় কী? সুমতি না ফিরে মাথায় কুমতি ফিরল। তারই পাল্লায় পড়ে সেই ছেলে তার মাকে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে কেলেঙ্কারি ঘটাল। মহিলার হাড়গোড় ভেঙে প্রাণ যায় যায়। প্রৌঢ় ভদ্রলোক ওই অবস্থাতেও হাল ছাড়েননি। দাঁতে দাঁত চেপে আজও লড়াইটা চালিয়ে যাচ্ছেন।

জীবনযুদ্ধ কী তা এই প্রৌঢ়রা খুব ভালোমতোই জানেন। প্রাথমিক স্তরে একজন চিকিৎসক গ্রামেগঞ্জে ও শহরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ও বিভিন্ন ধরনের অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসা করে নিজেকে সুচিকিৎসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। একজন প্রকৌশলী প্রকৌশলবিদ্যা বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে কোনও নির্দিষ্ট কাজে বিশেষভাবে পারঙ্গম হয়ে ওঠেন। তখন তিনি তাঁর অধস্তন কর্মীবৃন্দকে আপন দক্ষতা অনুযায়ী নিপুণভাবে পরিচালিত করে থাকেন। একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রী কুশীলবে উপনীত হয়ে পরবর্তী প্রজন্মকে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করতে পারেন। একজন চিত্রশিল্পী যখন তাঁর প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছান তখন তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার আলোয় সৃজন মাধ্যমে অধিকতর পরিণত মনের ছাপ রাখেন। প্রৌঢ়ত্বের এই দায়ভার সমাজের অগ্রগতির অভিমুখ ক্রমান্বয়ে নির্ধারিত করে চলে। ফেলে আসা জীবনের অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণতায় সে তখন অধিকতর জ্ঞানপিপাসু হয়ে পড়ে। প্রৌঢ়ত্বে মনের কাঠামো হতে হবে দৃঢ় ও পরিপক্ক। মনের এই অবস্থা ধরে রাখা আবশ্যক। তবেই সংসার সমাজ তার কাছে থেকে কিছু প্রত্যাশা রাখতে পারে।

তবে সবকিছুই যে ভালো তা কিন্তু মোটেও নয়। বহু সমস্যা আছে। অনেক প্রবীণ ব্যক্তি অবসরগ্রহণের পর পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় দৈনন্দিন জীবনে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন। বয়স বৃদ্ধির পাশাপাশি নানা রোগের প্রকোপ বাড়ে, কিন্তু চিকিৎসার খরচ ও সহজলভ্যতা অনেকের কাছে সীমিত। আধুনিক জীবনে কর্মসংস্থানের কারণে অনেক সন্তান দূরে চলে যায়, ফলে প্রবীণরা একাকিত্ব অনুভব করেন। অনেক ক্ষেত্রে প্রৌঢ়দের অভিজ্ঞতা ও মতামত উপেক্ষিত হয়, যা মানসিক যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। ব্যাংক, ডাকঘর বা ডিজিটাল পরিষেবাগুলোর ব্যবহার প্রবীণদের জন্য কঠিন হয়ে যায়, কারণ প্রযুক্তির সঙ্গে অভ্যস্ত হতে দেরি হয়। প্রবীণদের জন্য স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ বৃদ্ধি, মানসম্মত পেনশন ব্যবস্থা, ডিজিটাল শিক্ষা এবং মানসিক সাথির মতো উদ্যোগ নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র একত্রে কাজ করলে প্রবীণদের জীবন আরও সুন্দর ও নিরাপদ হতে পারে। তাঁদের অভিজ্ঞতাকে সম্মান দিলে তাঁরা সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসতে পারেন। অনেক প্রবীণ তাঁদের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার কারণে তরুণদের জন্য পরামর্শদাতা হতে পারেন। যেমন, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকরা স্কুলে অতিথি বক্তা হিসেবে ক্লাস নিতে পারেন বা গবেষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যুক্ত থাকতে পারেন। প্রবীণরা আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন। যদি তাঁদের অভিজ্ঞতা সংরক্ষণের জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়, তাঁরা গল্প বলা, কবিতা লেখা, বা স্থানীয় উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। যদি সমাজ প্রবীণদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে, তবে তাঁরা নিছক অবসরপ্রাপ্ত জীবন কাটানোর পরিবর্তে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে উঠতে পারেন। সেই যেমন কেএফসি'র কর্নেল হারল্যান্ড স্যান্ডার্স বা আমার খুব আদরের বাবা হয়ে উঠেছিলেন।

সরকারি চাকরি মানেই শান্তির জীবন

পনেরোর পাতার পর

আবার এটাও হতে পারে, যে আপনার অধস্তন ছিল, সে খানিক তৈল (অপ) ব্যবহার করে আপনারই উপরওয়ালা হয়ে বসল। আপনি থুড়িই না তখন বলতে পারবেন– ভালোমন্দ যাহাই ঘটুক সত্যেরে লও সহজে! আপনি তখন নিজেই পিটিএসডিতে (পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার) ভুগবেন। এছাড়াও আছে নিত্যনতুন প্রযুক্তির ধাক্কা। রাত জেগে জার্নাল বা অনলাইন কোর্স করে নতুন টেকনলজিতে সড়োগড়ো হতে না হতেই দেখবেন তার ভার্সান চেঞ্জ কিংবা সেটা অ্যাবসোলুট হয়ে গেছে। আবার নিজেকে আপডেট করা। আপডেটেড হয়েও কিন্তু আপনার স্বস্তি নেই। কারণ এখন আবার এআই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স) নামক পরমাণু বোমা সীমান্তে টহল দিচ্ছে। আপনার চাকরির টালমাটাল দশা এবং আপনি যে কর্মণ্যেবাধিকারস্তেমা ফলেষু কদাচন শ্লোক আউড়ে থেকে যাবেন সেটাও সম্ভব নয়। কারণ কর্মফলটাই আপনার ব্যালেন্স শিট। কারণ কর্মফলটাই আপনার এবং আপনার প্রিয়জনদের নিশ্চিন্তির রোটি কপড়া অউর মকান। আবার সেই ব্যালেন্স শিট ঠিক রাখতে গিয়ে দেখা গেল আপনার পারিবারিক ব্যালেন্স পুরো টাইটানিক হয়ে গেছে। যাকে বলে শাঁখের করাত। একদিকে ডেডলাইন টার্গেটে এসবের রক্তচক্ষু, অন্যদিকে অফিসেই থেকে গেলে পারো জাতীয় সুনামি। আর আপনি যদি এক্স এক্স মানে নারী চাকুরে হন তবে তো সোনায় সোহাগা। ঘরে এবং বাইরে মিলিয়ে আপনাকে হতেই হবে কমপক্ষে বিশ বা ত্রিশভুজা। তবুও দিনের শেষে গাজরটা সেই নাকের ডগাতেই ঝুলবে। তার উপর বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো ওরা তো ম্যাটারনিটি লিভ পায়, বসকে পটিয়ে প্রোমোশন জাতীয় শ্লেষও আপনার দিকে ছুটে আসবে।

নিজের কথাই বলি। কর্মসূত্রে (সরকারি) আউটডোর পোস্টিং হল। না কোনও ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুরে নয়, খোদ শিলিগুড়ি শহরে। কিন্তু হায়! সেখানে মহিলা শৌচালয় নাই। যদিও কাছেই সিনেমা হলে 'টয়লেট এক প্রেমকথা' দিব্যি হাউসফুল! আমার কাজটা আবার ঠিক দশটা-পাঁচটা জাতীয় নয় যে জল –পান ব্যাপারটা আগে পরে করে নেব। কতদিন এভাবে নির্জলা থাকা যায়! আমার কিছু সহকর্মী ফ্রিতে ট্রান্সফার নেবার সদুপদেশ দিলেন। কর্তৃপক্ষও অসুবিধার কথা ভেবে বদলির জন্য আবেদন করতে বললেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে কী পালিয়ে আসা যায়! কাজেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে টাগ অফ ওয়ার। শুরু হল টয়লেট এক রণকথা। সে অধ্যায়ে যদিও গুচ্ছের ম্যারাথন মিটিং শেষে সিদ্ধিলাভ (আলাদা শৌচালয়) হয়েছিল। কিন্তু মহিলা থাকা মানেই ঝামেলা, মহিলা মানেই বিভিন্ন অনাবশ্যক খরচ ধরনের টক্সিক কথাও শুনতে হয়েছিল।

তবে সরকারি বেসরকারি যাই হোক না কেন, পেশাগত জীবনে সবচেয়ে বড় যুদ্ধটা আসলে নিজের সঙ্গে নিজের। কেউ দেখতে না পেলেও সেখানে রক্ত ঝরে, পুঁজ জমে জমে দগদগে ঘা হয়ে যায়। কোনও খাঁখাঁ দুপুরে কিংবা নির্ঘুম রাতে ভিতরের আমিটা বলে কী হতে চেয়েছিলাম আর কী হলাম! আমাদের মধ্যেই অনেক অনেক অমলকান্তি আছে যারা রোদ্দুর হতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। অমলকান্তিরা রোদ্দুর হতে পারে না ...।

শিউলির গন্ধ পাক কৈশোর

পনেরোর পাতার পর

আন্তর্জাতিক সংস্থা ডিফেন্স ফর চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল প্যালেস্তাইন (ডিসিআই) ইজরায়েলের জেল কর্তৃপক্ষ আইপিএস-এর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে জানায়, প্রতি মাসে গড়ে ১৯৯ জন প্যালেস্তিনীয় শিশু-কিশোরকে ইজরায়েলের জেলে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেখান থেকে পেটাহ টিকভা ডিটেনশন সেন্টার, কিশোন ডিটেনশন সেন্টার এবং আশকেলনের শিকমা জেলে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ইজরায়েল আধিপত্য বজায় রাখতে গিয়ে যে কঠোর দমন-পীড়ন, বর্ণবাদ এবং নিপীড়নের অপরাধ করে চলেছে তার ফল ভুগতে হচ্ছে প্যালেস্তাইনের শিশু-কিশোরদের। ইজরায়েলের জেলে বন্দি এক কিশোর খালেদ সালমা আমেল সামের জেইন, প্রিয় পৃথিবীকে লেখা তার একটা চিঠিতে ছিল এরকম কয়েকটা লাইন, '...বিশ্বের অন্যান্য শিশুরা কতই না শান্তিতে জীবনযাপন করে। আর আমরা? অন্য শিশুরা যখন ভিডিও গেম খেলায় মত্ত তখন আমরা লড়াই শেষের ভাবনায় ডুবে যাই। এত সবের পরও আশা করি, একদিন সব ঠিক হবে। একদিন সবাই ইস্কুলের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে পারব। আবার বই খুলতে পারব, খাতায় আঁকতে পারব ছবি। নির্বিঘ্নে পড়াশোনা করতে পারব, মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে যেতে পারব। আজকাল মনের মধ্যে কিছু প্রশ্ন ঘুরপাক খায়, কেন আমাদের সঙ্গেই এমন হচ্ছে? যুদ্ধের শেষ কবে? পৃথিবীর সব শিশুই কি আমাদের মতো ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়?'

আবার পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে সম্পূর্ণ অন্যরকম যুদ্ধে লড়ছে কিশোর বয়স। কিশোরদের হাতেও সবসময়ের সঙ্গী স্মার্টফোন। ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক— সব প্ল্যাটফর্মেই তাদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। মনে পড়ছে, সম্প্রতি ব্রিটিশ ওয়েব সিরিজ 'অ্যাডোলেসেন্স' বিষয়টিকে নতুন আলোচনায় এনেছে— কিশোর মনের পরিবর্তন ও সমাজমাধ্যমের প্রভাব।

অনেক কিশোর ঘণ্টার পর ঘণ্টা রিল দেখে, ডিজিটাল লেনদেন করে, এমনকি 'সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার' হতেই চায়। তবে এই ভার্চুয়াল জগতের নেশা থেকে দেখা দিচ্ছে নানা সমস্যা— মন খারাপ, হীনম্মন্যতা, মানসিক চাপ এবং কখনো-কখনো সাইবার অপরাধের ফাঁদে পড়ে যাওয়া। এ বছর একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় উঠে এসেছে, বিশ্বের ১৩-১৮ বছর বয়সি কিশোররা প্রতিদিন গড়ে তিন ঘণ্টা সমাজমাধ্যমে কাটায়। ভারতেও এই সংখ্যা বাড়ছে। ইন্টারনেট অ্যান্ড মোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া জানাচ্ছে, দেশের প্রায় ২৭ শতাংশ কিশোর সমাজমাধ্যমে আসক্ত। এতে পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে, সঙ্গে মানসিক স্থিতিও নষ্ট হচ্ছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'শাদা শিউলির রাশি বড় স্তব্ধ, প্রয়োজনহীন, দেখলেই/ বলতে ইচ্ছে করত,/আমি কারুকে কখনও দুঃখ দেব না—/অন্তত এ-রকমই ছিল আমার কৈশোরে/এখন অবশ্য শিউলি ফুলের খবরও রাখি না।'

পৃথিবীর সবার কৈশোর, শিউলি ফুলের গন্ধ খুঁজে পাক, এই আশা।

সোনার সংসার, যুদ্ধের সংসার

পনেরোর পাতার পর

এই যুদ্ধে প্রায়শই 'সীমান্ত' পুনর্নির্ধারণের প্রয়োজন পড়ে। তবে এই যুদ্ধে স্ত্রীর জয় অবশ্যম্ভাবী।

সংসারের আরেকটি রণক্ষেত্র হল রান্নাঘর। যদিও অধিকাংশ সংসারে রান্নাঘরের কর্তৃত্ব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে থাকে স্ত্রীর দখলেই। কিন্তু কার পছন্দের মেনু কোনদিন চলবে, কোন মশলা কতটা পড়বে, এই নিয়ে প্রায়ই ঠান্ডা যুদ্ধ লেগে থাকে। শাশুড়ি মায়ের ঐতিহ্যবাহী রান্না বনাম পুত্রবধূর আধুনিক ফিউশন- এই দ্বৈরথে মাঝে মাঝে এমন সব অদ্ভুত পদ সৃষ্টি হয়, যা স্বাদে অতুলনীয় না হলেও আলোচনায় ঝড় তোলে।

যুদ্ধে শান্তি যেমন বিনষ্ট হয় তেমনি সাংসারিক যুদ্ধে বিনষ্ট হতে পারে ছুটির দিনের সকালের আরামের ঘুম। শান্তির রাজ্যে হানা দেয় 'এই ওঠো, বাজার যেতে হবে' মার্কা গ্রেনেড। স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে কার আগে ঘুম ভাঙবে আর কার পরে, তা নিয়ে নীরব প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। অন্যদিকে যুদ্ধ থাকলে অভিযান থাকবেই, তাই সংসারের সবচেয়ে বড় যৌথ অভিযান হল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার যুদ্ধ। স্ত্রীর হাতে ঝাড়ু আর স্বামীর হাতে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। তবে যুদ্ধটা বাধে তখন, যখন 'এটা এখানে কেন?' অথবা 'ওটা ওখানে কে রেখেছে?' মার্কা অভিযোগের তির যখন ছোড়া হয়।

মাসের শেষে যখন খরচের খাতা খোলা হয়, তখন যেন কুরুক্ষেত্র বাঁধে! 'এই টাকাটা কোথায় গেল?' থেকে শুরু করে 'এত খরচ কেন?'- এই জাতীয় প্রশ্নবাণ উভয় দিক থেকেই ধেয়ে আসে। শেষপর্যন্ত হয়তো দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভবিষ্যতের জন্য বাজেট নিয়ন্ত্রণের প্রতিজ্ঞা করে যুদ্ধ শেষের ঘোষণা হয়। তেতো হলেও সত্যি, আত্মীয়স্বজনের আগমন যেন হঠাৎ করে বেজে ওঠা যুদ্ধের দামামা। ঘর গোছানো থেকে শুরু করে খাবার বানানো পর্যন্ত- সবকিছুতেই একটা চাপা উত্তেজনা থাকে। তবে আসল যুদ্ধটা বাধে অতিথি বিদায়ের পর। যখন 'ওঁরা এটা বললেন কেন' অথবা 'তাঁদের ওটা ভালো লাগেনি' মার্কা আলোচনা শুরু হয়।

তবে সবমিলিয়ে উপলব্ধি হল, সংসারের এই যুদ্ধগুলো আসলে ভালোবাসারই অন্য রূপ। ছোটখাটো খুনশুটি আর মান-অভিমানের মধ্যে দিয়েই তো একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই যুদ্ধগুলো না থাকলে সোনার সংসারকে আসলে রুপোর সংসার লাগত।

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি কতদিন স্থায়ী হবে এই মুহূর্তে বলা শক্ত, তবে এটা বলা যায়, সংসারের যুদ্ধ, অশান্তি, ঝগড়ার কোনও শেষ নেই, তা চলবে আজীবন। এ যেন সব মিছিলের সেই কমন স্লোগানের মতো- চলছে, চলবে।

দিনকয়েক আগেই প্রয়াত হলেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক পীযূষ ভট্টাচার্য। উত্তরবঙ্গ ও বালুরঘাটের সঙ্গে যাঁর নাম জড়িয়ে অঙ্গাঙ্গিভাবে। তাঁর সঙ্গে অমিয়ভূষণ মজুমদার ও নবারুণ ভট্টাচার্যের লেখার স্টাইলের মিল পান অনেকে। জীবনের শেষদিকেও লেখা ছাড়েননি। কলকাতায় অসুস্থ অবস্থাতেও লিখেছেন তাঁর চমৎকার হাতের লেখায়। তাঁর শেষতম লেখাটি প্রকাশ করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাল রংদার রোববার। লেখাটি শেষ না করেই তিনি প্রয়াত হন। লেখার কোনও নামকরণও করেননি, তাই করা হল না।

পীযূষ ভট্টাচার্য

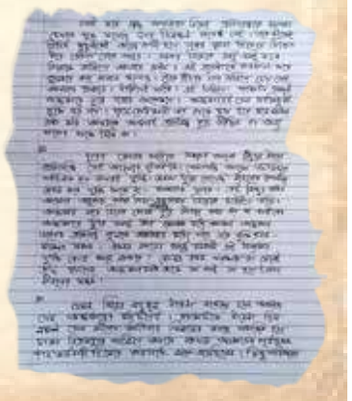

সেই কবে স্বচ্ছ আয়নাতে নিজের প্রতিবিম্বকে ঝাপসা দেখতে শুরু করেছি তার দিনক্ষণ মনেই নেই। তবে কী সেই নির্দিষ্ট মুহূর্তকেই অন্তেবাসী হয়ে যাবার সূচনা হিসেবে চিহ্নিত ধরে নেওয়া যেতে পারে। এরপর একটু একটু করে নিজেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা। এই প্রচেষ্টাকে বানচাল করে তুলবার জন্য নানান ষড়যন্ত্র। টেনে হিঁচড়ে দাঁড় করিয়ে দেয় সেই আয়নার সামনে। দাঁড়িয়েই থাকি। এই দাঁড়িয়ে থাকাটা সম্পূর্ণ অন্ধকারে ডুবে যাবার অপেক্ষায়। অন্ধকারেই যেন সবকিছুরই মুক্তি ঘটে যায়। শ্বাসরোধকারী ভয় থেকে মুক্ত হয়ে মনে করবার চেষ্টা করি আয়নাতে আমারই প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছিল না অন্য কারও যাকে চিনি না।

দূরের কোনও বাড়িতে সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠলে প্রতিবিম্বে সেই আলোর ছটফটানি। শেষপর্যন্ত আলো যদি বিন্দুতে পরিণত হয় তখনই স্বস্তি। কেননা খুঁজে পেয়েছি জীবনের উপাদানে কেবলমাত্র যুক্তি থাকে না- কল্পনাও থাকে। এই বিন্দুর মতন আলোর অনুবাদ করতে গিয়ে একসময় নিজেকে হারিয়ে বসি। অন্ধকার ঘরে নিজের কোনও প্রতিবিম্ব ফুটে উঠবার কথা নয় বা বাইরের অন্ধকারে ডুবে আছে তার মধ্যে আমার অন্ধকার অবয়ব প্রতিবিম্ব তুলতে অক্ষমতার মধ্যে গড়ে ওঠে যুক্তিপ্রবণ কল্পিত সমাজ। একজন নগরের প্রান্তে বসবাসী এই সভ্যতার যুক্তি কোন কাজে লাগবে? কোনওরকম পরম্পরা না মেনেই ক্রুদ্ধ হৃদয়ের অন্ধকারময়তা থেকে যা পাই তা হয়ে দাঁড়ায় জীবনের সন্দর্ভ।

যেমন নিজের বদ্ধমূল ধারণা বরেন্দ্রে চলে আসাও যেন অন্ধকারের মধ্য দিয়েই। প্রথমদিকে ধারণা ছিল লক্ষ্মণ সেন নদিয়ার বখতিয়ার খিলজির কাছে পরাজিত হয়ে ঢাকা বিক্রমপুরে পালিয়ে আসেন তখন আমাদের পূর্বপুরুষ রাজকর্মচারী হিসেবে তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন। কিন্তু পরিবারের ইতিহাস এর কোনও হদিস দেয় না। কেবল এক গয়ার পান্ডা বলেছিল গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে আমাদের বসবাস ছিল। কোন সে অঞ্চল, কী বা তার নাম কিছুই উদ্ধার হয়নি। শেষপর্যন্ত ধরে নেওয়া হয়েছিল জটিল এক অন্ধকার ওঁত পেতেছিল শুরু থেকে। তাই অনায়াসে আমাকে মুক্তি ও একাকিত্বের নির্জনে ঠেলে দেয়। এমনকি আমাদের কুলদেবতা পূজিত হন ঘোর অমানিশায়। কোনও আলো নেই, অন্ধকার। দেবীমূর্তির দু'পাশে দুটি প্রদীপ জ্বলছে। ভালো করে লক্ষ না করলে বোঝা যায় না এ প্রদীপের শিখা! কিন্তু প্রথম দেখাতেই মনে হবে ভাসমান আলোকবিন্দু- কোনও বিচ্ছুরণ নেই- স্থির আলো যতটুকু দেবতার জন্য বরাদ্দ ততটুকুই। চতুর্দিক নিষ্প্রদীপ। অন্ধকারের গর্ত থেকে উচ্চারিত মন্ত্রধ্বনি যা শেষপর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় তীক্ষ্ণ আর্তনাদের। তার পরিভাষা বাঁচাও বাঁচাও। যে নারী লুণ্ঠিত মগেদের দ্বারা, মুক্তি চাইছে। কিন্তু আমরা যেন তাকে উলঙ্গ বেশে দেবতা বানিয়ে দিয়েছি নিজেদের ব্যর্থতাকে ঢাকবার জন্য। তাই মন্ত্র উচ্চারণ নিছক ফিশফিশানি ভিন্ন কিছু নয়। এইভাবে পরাজিত হয়ে সমাজচ্যুত হয়ে 'পতিত' এক রক্তধারা বইছে নিজের মধ্যে। পুজো মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে পূর্বপুরুষ অন্ধকারের মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছিল হাঁটতে হাঁটতে যদি কোনওদিন থিতু হওয়া যায়। থিতু হতে চাইলে কি তা হওয়া যায়, এ এক অমোঘ প্রশ্ন। দিনের আলোতে নিজেদের লুকিয়ে ফেলত জঙ্গলে- পতিত এই মুখের জন্য কোনও আলোর প্রয়োজন নেই। সূর্যালোকে ঝলসে উঠত শরীর। অন্ধকারের মধ্যে চলতে চলতে অন্ধকারের শরীর নিয়েছিল এক রূপকায়িত স্বদেশের ধারণা। নিজের তো মনে হয় ক্রমাগত উদ্বাস্তু হতে হতে এখানে। উদ্বাস্তুর কোনও মহান স্বপ্ন থাকে না- সেরকম আমারও নেই। একটি মহান অন্ধকারের ভিতর থিতু হতে চাই। যখন এখানেই স্থিতি তখনই আশ্চর্যভাবে অন্ধকার আয়নার...।

(এই পর্যন্ত লিখে তিনি আর শেষ করতে পারেননি।)

আসলে একটি ক্যাফে

কৌশিক জোয়ারদার

পরাণের চায়ের দোকানে ঢুকে আজ এক নতুন অতিথির দেখা পেলাম। আমাদের সান্ধ্য আড্ডায় তাঁকে আগে কখনও দেখিনি। পরাণের চায়ের দোকান মানে আপনি যেমন ভাবছেন, তেমনটা নয় কিন্তু। রাস্তার ধারে বেঞ্চিপাতা চাটাই-ঘেরা চায়ের দোকান নয় এটা। উনুনের আঁচ আর সসপ্যানে তিনফুট সিটিসি চায়ের ঘ্রাণ মেখে রাজা-উজির মারার আড্ডাখানা এখন তো বিরল। 'পরাণের চায়ের দোকান' আসলে সেই নস্টালজিয়াকে সাইনবোর্ডে বন্দি করেছে, প্রাণতোষ দত্তের টি-ক্যাফেতে আড্ডাবাজ চাতাল বাঙালিকে টেনে আনার এ এক অভিনব ফন্দি। এখানে দার্জিলিং চায়ের বিবিধ স্বাদ ছাড়াও পরিবেশিত হয় কফি ও কেক। দোতলার ল্যান্ডিং থেকে বাঁদিকে কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেই আপনাকে মৃদু হলুদ আলো ও অনুচ্চ অর্কেস্ট্রার মায়াবী বাতাবরণ জড়িয়ে ধরবে। ফাঁকা টেবিল পেলে এগিয়ে যাবেন, আলতো করে চেয়ারে বসে অপেক্ষা করবেন পরিবেশকের। যদি পরিচিত কেউ আগে থেকেই অপেক্ষারত দেখেন, ফিশফিশ করে জিজ্ঞাসা করবেন— কতক্ষণ? ডেসিবেলের সীমা অতিক্রম করা এখানে অভদ্রতা।

আমি এখানে মাসে অন্তত চারদিন আসি, সন্ধেবেলা ঘণ্টাদুয়েক আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরে যাই। আসেন আরও দু'তিনজন, আমার চেয়ে নিয়মিত। এই ক্যাফেতেই আমাদের আলাপ। সম্পর্ক পুরোনো না-হলেও, বেশ আন্তরিক। অন্তত যতক্ষণ আমরা একসঙ্গে সময় কাটাই। পরস্পরের নাড়ি-নক্ষত্র নিয়ে আমাদের আগ্রহ নেই। সমাজ-রাজনীতি-সাহিত্য-শিল্প নিয়ে আমাদের অনুচ্চ সংযত বিতর্ক আমরা উপভোগ করি। শুঁড়িখানার মাতালের মতো আমরা এই ক্যাফের বাইরে বেরিয়ে পরস্পরকে প্রায় বিস্মৃত হই। দিনের উজ্জ্বল আলোয় আমরা হয়তো কেউ কাউকে চিনতেই পারব না। এক-একদিন সন্ধেবেলা আমার এখানে আসার ইচ্ছে প্রবল হয়। ঠিক কীসের টানে, বলতে পারি না। প্রতিটি আড্ডায় চারজনের সকলেই যে উপস্থিত থাকে, এমনও নয়। চায়ের স্বাদ, বৈখরীর গুঞ্জন ও মেধাবী আলাপের মিলিত আকর্ষণে আমরা এসে হাজির হই দোতলার এই ক্যাফেতে। আমরা, মানে— আমি, আনন্দ, এথেনা ও প্রাণতোষ। হ্যাঁ, প্রাণতোষ। অর্থাৎ কিনা এই ক্যাফেটির মালিক। সর্বভুক পাঠক, প্রাক্তন

ছোটগল্প

সাংবাদিক ও গল্পকার শ্রীযুক্ত পরাণ দত্ত আমাদের আড্ডার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। পানীয় ও খাদ্যের মূল্য আমরা পালা করেই চুকিয়ে দিই, সম্পর্কের সুযোগ আমরা কেউই নিতে চাই না। তবে হ্যাঁ, আমাদের নির্দিষ্ট টেবিল ঘিরে সময়ের চলন অনেকটাই শ্লথ, যদি আপনি ক্যাফের অপরাপর টেবিলগুলি থেকে লক্ষ করেন। প্রতিটি টেবিল ঘিরে সময়ের ভিন্ন ভিন্ন গতির সংশ্লেষ অদৃশ্য উৎস হতে ভেসে আসা যন্ত্রানুসঙ্গের মৃদু মূর্ছনার সঙ্গে মিশে গিয়ে রেস্তোরাঁর নিজস্ব সংগীত রচনা করে।

আজ দেখি আমাদের প্রিয় ক্যাফেকোণে প্রাণতোষ বসে আছে নতুন এক অতিথিকে নিয়ে। পূর্বে এঁকে পরাণের চায়ের দোকানে দেখিনি। 'এসো মাইকেল'— প্রাণতোষের অনাড়ম্বর অভ্যর্থনা। 'আলাপ করিয়ে দিই, ইনি বিভূতিভূষণ সরকার। দত্তপুকুর ব্রজেন্দ্রনাথ উচ্চবিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষক। আর এ হল আমাদের বুদ্ধিমান বন্ধু মাইকেল বর্মন, সফটওয়্যার ডেভেলপার না কী যেন, আমি ঠিক বুঝি না।' পরিচয়দান শেষ করে প্রাণতোষ কফি ও কেকের অর্ডার দেয়। ওরা পূর্বপরিচিত কি না, এই প্রশ্ন আমি গিলে ফেললাম। ক্যাফের দেওয়ালের বাইরে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না।

'আপনাদের নিবিষ্ট নিবিড় আলাপে ব্যাঘাত ঘটাইনি তো?' বিভূতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম।

'একেবারেই না, আপনারা যে আসতে পারেন, প্রাণতোষ আগেই বলেছে। আমাদের ইস্কুলের এক আজব সহকর্মীর গল্প করছিলাম।'

'মানুষ চেনা দায়, এই নিয়েই কথা হচ্ছিল'— প্রাণতোষ বলল। 'রহস্য ও প্রবঞ্চনার মধ্যে কখনো-কখনো পার্থক্য করা মুশকিল হয়ে ওঠে, আমি বলেছিলাম। প্রসঙ্গক্রমেই বিভূতির কলিগের কথা উঠল।'

'ইন্টারেস্টিং! আমিও শুনি তাহলে'— আমি আগ্রহ দেখালাম। কফিতে চুমুক দিয়ে বিভূতিভূষণ শুরু করলেন পুনর্বার:

'হ্যাঁ যা বলছিলাম। আমার সেই সহকর্মী, অঙ্কের মাস্টার। অসীম তরফদার। অদ্ভুত লোক মশাই, কারও সঙ্গেই মেশে না তেমন। ক্লাস নিয়ে এসে টিচার্স রুমে চুপচাপ বসে থাকে, কিছু জিজ্ঞেস করলে কেবল হাঁ আর হুঁ।

'পড়ান কেমন?' আমার প্রশ্ন।

সেদিক থেকে অভিযোগ কিছু নেই। অঙ্কের মাস্টারকে যে ছাত্ররা এতটা পছন্দ করবে, ভাবাই যায় না। কঠিন সব সমস্যার সমাধান নাকি জলের মতো সহজ করে বুঝিয়ে দেন।'

'তাহলে আর সমস্যা কোথায়?'

'সেখানেই তো সমস্যা। ছাত্রদের প্রিয়, অথচ আমাদের প্রিয় হবার এতটুকু বাসনা নেই তার। তাছাড়া তরফদারের কিছু আচরণ খুবই রহস্যময়। সন্দেহজনকও বলতে পারেন।'

'কীরকম?'— এবার প্রাণতোষ বলে উঠল।

'একদিন তাকে দেখা গেছে ইস্কুলবাড়ির ছাদ থেকে একটা ঢিল গায়ের জোরে ছুড়ে দিতে। ঢিলটা খেলার মাঠের প্রায় মাঝখানে গিয়ে পড়ল। তারপর সে নেমে এসে পৌঁছে গেল ইটের টুকরোটার কাছে এবং সেখান থেকে আবার পা গুনে গুনে হেঁটে ফিরে এল ইস্কুলবাড়ির কাছে।'

'অদ্ভুত তো!' প্রাণতোষ বিস্মিত। আমি আরও কিছু শোনার অপেক্ষায়।

'আরও আছে। এটা ছাত্রদের কাছ থেকেই শুনেছি। টিফিন পিরিয়ডে তরফদার ক্লাস রুমের সিলিং ফ্যান ফুল স্পিডে চালিয়ে দিয়ে অফ করে দেয়। তারপর দ্রুত ফ্যানের নীচে হাইবেঞ্চের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে লক্ষ করে পাখাগুলোর থেমে যাওয়া। অতঃপর রেগুলেটর ঘুরিয়ে ফ্যানের স্পিড কমিয়ে একই ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটায়।'

'কী আশ্চর্য!'

'তবে আর বলছি কি। আমাদের তো ধারণা লোকটা সন্ত্রাসবাদী বা ওই ধরনের কিছু একটা হতে পারে।'

'বলেন কি! সন্ত্রাসবাদী!' আমি যেন আঁতকে উঠলাম।

'তা নয়তো কি বলুন। অমন নিরীহ নীরব মুখোশের আড়ালে একটা গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে বলে কি মনে হচ্ছে না আপনার? ওর অদ্ভুত সব আচরণের কোনও ব্যাখ্যাই তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না'— বিভূতি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন।

'তা বলে সন্ত্রাসী ভেবে নেওয়াটা কি যুক্তিযুক্ত? সবার সঙ্গে মিশতে পারেন না তেমন, হয়তো তাঁর ধরনটাই ভিন্ন।'

'দেখুন মাইকেল, সবার মতো না-হওয়াটাই কি যথেষ্ট সন্ত্রাস নয়? আমাদের মাঝে আমাদেরই মতো দেখতে একটা মানুষ বসে আছে, যে নাকি আমাদের মতো নয়। কী অসহনীয় উদ্বেগ বলুন তো!'

'তা বটে।' বিভূতির অনুভূতি আমি ধরতে পারি। 'এই উদ্বেগ থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে তরফদারের প্রতি আপনাদের উদাসীনতা। উনি হয়তো জানেনও না যে, আপনাদের বিব্রত করছেন এতটা। ওঁকে নিজের মতো থাকতে দিয়ে ওর ওপর থেকে আপনাদের আগ্রহ সরিয়ে নিন বরং।' অসীমের হয়ে আমি যেন একটু ওকালতিই করলাম। আসলে আমাদের এই আসরে আমরা ভিন্নতাকে মর্যাদা দিতে অভ্যস্ত। প্রাণতোষের মুখের অভিব্যক্তিতে আমার পরামর্শের প্রতি অনুমোদন।

'কিন্তু অসীম থাকেও জনবসতি ছাড়িয়ে জঙ্গলের গা ঘেঁষা একটি বাড়িতে। একাই বোধহয়। তবে একটি নারীকে তার বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকতে ও বেরোতে দেখেছে দুয়েকজন। হতে পারে গৃহ সহায়িকা, এবং মেয়েটি সুন্দরী।'

রহস্য আরও ঘনীভূত করে বিভূতি চুপ করে যান। তিন কাপ চায়ের অর্ডার করে আমরা অপেক্ষা করি। প্রাণতোষ আমার দিকে তাকায়। আমি ভাবি, আজ আর কেউ আসছে না কেন। প্রাণতোষ কাউন্টারের দিকে উঠে গিয়ে দু'চারটে কথা বলে আবার ফিরে আসে। বিভূতি পুনরায় কথা বলে ওঠেন।

'তোমার কাছে একটা পরামর্শ চাই প্রাণতোষ। তোমার তো পুলিশ টুলিশ ওপরমহলে অনেক চেনাজানা।'

'পুলিশ!' প্রাণতোষ যারপরনাই অবাক হয়। 'আবার পুলিশকে টেনে আনছ কেন?'

'এরকম একটা অস্বস্তিকর সম্ভাব্য সন্ত্রাসীর সঙ্গে ইস্কুলের কেউই থাকতে রাজি নয় ভাই। আত্মমগ্নতার মুখোশের আড়ালে আমরা এক বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রকারীর আশঙ্কা করছি। ওর বিরুদ্ধে কোনও একটা ব্যবস্থা নেওয়া যায় না? কিছু একটা কেস টেস...'

'কী সব বলছ বিভূতি', প্রাণতোষ বিরক্তই হল এবার। 'অসীমবাবু কারও ক্ষতি করেননি এখনও। করবেন, এমন আশঙ্কারও কারণ দেখছি না। তুমি কি অকারণে ওঁর চাকরিটাই খেতে চাইছ নাকি?'

প্রশ্নের জবাব দেন না বিভূতি, আমার দিকে একবার তাকালেন। তারপর গলার স্বর আরও কিছুটা নামিয়ে নিয়ে প্রাণতোষকেই বললেন আবার, 'কোনও মহিলাঘটিত ব্যাপারে যদি জড়িয়ে দিয়ে একটা বদনাম রটিয়ে দেওয়া যেত। তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না প্রাণতোষ...'

'আমি এবার উঠি'— বিভূতির পুরো কথা না-শুনেই আমি ফেরার ইচ্ছে প্রকাশ করলাম। মনে হল বিভূতির গভীরতর কোনও ব্যথা আছে, আমার উপস্থিতিতে ঝেড়ে কাশতে পারছে না। তাছাড়া লোকটাকে আমি অপছন্দই করে ফেললাম এইটুকু সময়েই। সহকর্মীর সর্বনাশের অভিলাষ নিয়ে তারই পাশে বসে থাকে কিছুই বুঝতে না দিয়ে। এরকম ঘিনঘিনে লোকটাকে প্রাণতোষ জোটাল কী করে! তার যে এরকম একটা বন্ধু থাকতে পারে, ভাবাই যায় না। মানুষের ক্ষেত্রে অভাবনীয় অবশ্য কিছুই নেই। যাক গে, উঠে আসতে পেরে ঘনিয়ে ওঠা বিবমিষার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেছে।

মোটরবাইক স্টার্ট করে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম, মিনিট চল্লিশেক সময় লাগবে। জঙ্গলের গা-ঘেঁষা আমার কাঠের বাড়ি। রাত্রি ন'টার পরে আমি বাইরে থাকি না সাধারণত। বাড়িতে পৌঁছে বাইকটাকে একটা কাঠের তক্তার ওপর দিয়ে ঠেলে বারান্দায় পার্ক করে দিলাম। ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে বসে মাথা থেকে আমার সাধের ইংলিশ হ্যাট নামিয়ে রাখলাম ড্রেসিং টেবিলের ওপর। স্পিরিট গাম রিমুভার দিয়ে সন্তর্পণে নকল দাড়ি ও গোঁফ মুখের চামড়া থেকে তুলে ফেলা গেল। অনেক দিনের চর্চায় এই কাজে এখন আমি যথেষ্ট দক্ষ। পায়ে স্লিপার গলিয়ে বাথরুমে গিয়ে সাবান-শ্যাম্পু দিয়ে স্নান করে পরিচ্ছন্ন হলাম। আমার অস্তিত্ব থেকে বিভূতিকে ধুয়ে ফেলা অবশ্য সহজ হবে না। ধোয়া পাজামা ও ফতুয়া পরে আয়নায় চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে নিজেকে লক্ষ করলাম ভালো করে। এখনও তরুণ বলা যায়, বিষণ্ণ অথচ উৎসুক। পরমা আসবে। ওকে আজ এগারো হাজার টাকা দেব বলেছি। ওর এই মূল্য আমিই ধার্য করেছি।

আয় মন বেড়াতে যাবি

গুজরাট যখন বাংলাকে মনে করায়

গুজরাটের কচ্ছ

দেবদূত ঘোষঠাকুর

সম্প্রতি গুজরাটের পশ্চিম উপকূল ধরে ঘুরে একটা জিনিস লক্ষ করলাম। রাস্তার ধারের ছোট-বড় চায়ের দোকানে চায়ের ফ্লাস্কের ধারে পোরসেলিনের সাদা প্লেট সার দিয়ে সাজানো। কিন্তু কাপ কোথায়?

ছোট একটা কাচের গেলাসে চা নিয়ে তা ঢেলে দেওয়া হচ্ছে ওই প্লেটে। ওই প্লেটে চুমুক দিয়ে চা খাচ্ছেন সবাই।

কেউ দাঁড়িয়ে। কেউ খাটিয়ার উপরে বসে। আমরা ছোটবেলায় এইভাবেই গরম চা বা দুধ প্লেটে ঢেলে ফুঁ দিয়ে ঠান্ডা করে খেতাম। আমাদের গাড়ির চালক বাবুভাইয়ের দেখাদেখি বেশ কয়েকবার প্লেটে ঢেলেই খেলাম। কেন এমন স্টাইল? বাবুভাইকে প্রশ্ন করে উত্তর পেলাম, 'আমরা সবাই এখানে কাজের জন্য দৌড়োচ্ছি। এতক্ষণ ধরে চা খাওয়ার সময় কোথায়?' কেন জানি মনে হল, ওই জবাবে মেশানো ছিল কিছুটা শ্লেষ!

গির জাতীয় উদ্যান থেকে ভাবনগর যাওয়ার পথে আমরোলিতে চা খেতে নামলাম। ওই দোকানে আবার দেখলাম প্লেটের পাশাপাশি কাপও সাজানো। কিন্তু আশপাশে সবাই প্লেটে ঢেলেই চা খাচ্ছেন। বাবুভাই মজা করে বললেন, 'দেখুন আপনার রাজ্য থেকে কেউ এল কি না।' দোকানি জানতে চাইলেন, আপনি কোথাকার লোক? কলকাতা শুনে বললেন, 'এখানে কলকাতার অনেক মানুষ আছেন।'

বাবুভাই আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। দোকানি বললেন, 'এই যে শহরের বাইরে নতুন ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে, সেখানে ইলেক্ট্রিক কেবল পাতার কাজটা ওঁরাই করেন। আমার রেগুলার কাস্টমার।'

পূর্ব মেদিনীপুরের রাজেন গুড়িয়া, বর্ধমানের মানস কাঁড়ার, দক্ষিণ ২৪ পরগনার দেবাশিস নাইয়ারা কাজের জন্য পূর্ব ভারত থেকে এসে পশ্চিম ভারতের এই রাজ্যে পড়ে। দেবাশিস বললেন, 'আপনি সুরাট গিয়ে দেখুন হাওড়ার কত মানুষ। হুগলির কত মানুষ। রাজকোটে গিয়ে দেখুন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সব জেলারই হয়তো মানুষ আছেন। কত বছর ধরে আছেন! সবাইকে এখানে নিয়ে এসেছেন।'

রাজেনের সংযোজন, 'এখানে কাজের কোনও অভাব নেই। আর অভাব নেই কাজ শেখানোর লোকেরও।' তবে মানসের চিন্তা অন্য। ''বছরে দু'বার বাড়ি যাই। এখন স্ত্রীকেও নিয়ে আসব ভাবছি। কিন্তু ভাবতে কষ্ট হয়, আমাদের ছেলেমেয়েদেরও হয়তো আর 'নিজের' ঘরে ফেরা হবে না!''

আর্থসামাজিক এবং গড় উৎপাদনে গুজরাট আর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ফারাকটা কিন্তু লক্ষণীয়। বছর চারেক আগে একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া তথ্য উল্লেখ করে বলেছিল, ভারতের মোট জনসংখ্যার ৪.৭ শতাংশ গুজরাটের বাসিন্দা হলেও দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) ৭.৯ শতাংশের জোগান দেয় পশ্চিম ভারতের এই রাজ্যটি। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে দেশের মোট জনসংখ্যার ৭.২ শতাংশ মানুষ রয়েছেন। কিন্তু জিডিপি-র মাত্র ৫.৭ শতাংশ আসে এখানে থেকে। অর্থনীতিবিদরা বলেন, রাজ্যের সবাঙ্গীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন মাপতে হলে গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (জিএসডিপি)-কে গুরুত্ব দিতেই হবে। গত ১০ বছরের হিসেব বলছে পশ্চিমবঙ্গে জিএসডিপি বাড়ার গ্রাফ নীচের দিকে নামছে। আর গুজরাটের গ্রাফ উঠছে উপরের দিকে।

কেন যে এই ফারাক, তা অনেকটাই বোঝার সুযোগ হল সমুদ্র সংলগ্ন গুজরাটের বড় একটা এলাকা চক্কর কেটে। চার ধামের একটি দ্বারকা শহরের আশপাশে শিল্প গড়ার যে তোড়জোড় দেখে এসেছি তাতে শুধু তীর্থস্থান বলেই আর গণ্য হবে না। দ্বারকা। ইতিমধ্যেই একটি বিশাল সংস্থা কয়েকশো একর জমি নিয়ে গড়ে তুলেছে নুনের কারখানা। দ্বারকা পৌঁছানোর আগেই দেখেছি দুটি বৃহৎ শিল্প সংস্থা জাতীয় সড়কের দুই ধারে কয়েকশো একর জমিতে গড়ে তুলেছে শিল্পনগরী। অনাবাদি জমি পড়ে নেই কোথাও। সেখানে শিল্পনগরী হচ্ছে।

রাজকোট শহর নতুন নতুন শিল্পের জন্য উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে শুধু বেড়েই চলেছে। এক-একটা শিল্পতালুক। তাকে ঘিরে উপনগরী। তাই বোধহয় গুজরাটবাসীর গড় আয় পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের দ্বিগুণেরও বেশি ছিল বছর পাঁচেক আগে।

বিজেপি যখন সামগ্রিক উন্নয়নের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গকে গুজরাট করতে চাইছে, তখন তৃণমূল গোধরায় ২৫ বছর আগের সাম্প্রদায়িক হিংসার নিরিখে 'কুখ্যাত' হয়ে যাওয়া গুজরাটকে তুলে ধরে বিজেপির স্লোগানের বিরোধিতা করেছে। ওয়াকফ আইন সংশোধন নিয়ে মুর্শিদাবাদে যেরকমভাবে হিংসা ছড়িয়েছিল, তাতে স্ত্রীকে নিয়ে গুজরাট ঘুরতে যাচ্ছি শুনে অনেকেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কোথায় কী! আহমেদাবাদের মির্জাপুর বলে যে এলাকাটায় ছিলাম সেটা পুরোপুরি মুসলিমপ্রধান এলাকা। সাতসকালে বেরিয়ে দেখেছি রাস্তার ধারে সিমেন্টের বেঞ্চে বসে বেশ কয়েকজন প্রবীণ বই পড়ছেন। কলকাতার মানুষ বলে পরিচয় দিয়ে দু'চার কথার পরে মুর্শিদাবাদের প্রসঙ্গ তুললাম। কেউ জানেন না। কারণ মুর্শিদাবাদ নিয়ে কোনও রাজনৈতিক দলই এখানে ঘোঁট পাকায়নি। ঘটনাটি ব্যাখ্যা করতে যাব, ওয়াকফ শুনেই ওঁরা থামিয়ে দিলেন। এক পাকা দাড়ির প্রবীণ বললেন, 'আসুন চা খান। আমরা এখানে সবাই মিলে খুব ভালো আছি। এসব আলোচনা থাক।' মুরুব্বি গোছের একজন বললেন, 'আমাদের ধর্মীয় প্রধানরা আছেন। সুপ্রিম কোর্টে মামলাও চলছে। আমাদের এ সবের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে কী লাভ?'

তবে এ সবের পরেও কিন্তু একটি বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ গুজরাটের থেকে অনেক এগিয়ে। বিষয়টি অনেককেই অবাক করতে পারে। ছোট-বড় যে কোনও শহরই হোক, চওড়া চওড়া মসৃণ রাস্তা থাকলে কী হবে, গুজরাটের মানুষের ট্রাফিক আইন মানার প্রবণতা নেই বললেই চলে। শহরের রাস্তায়, এমনকি জাতীয় সড়কেও হেলমেট পরেন না প্রায় কোনও বাইক বা স্কুটার আরোহী। যানজট হলে দেখা মিলবে না পুলিশেরও।

আরব সাগরের তীরে তীর্থস্থান সোমনাথ মন্দির যে শহরে, তার ট্রাফিক ব্যবস্থা দেখে সুকুমার রায়ের 'শিব ঠাকুরের আপন দেশে, নিয়মকানুন সর্বনেশে' কবিতাটা মনে পড়ে যাচ্ছিল। ভাবনগর থেকে আহমেদাবাদ ফেরার সময়ে দেখলাম রাস্তার দু'পাশে সাদা সাদা ছোট ছোট পাহাড়। গুজরাটের ১১টি জেলা দিয়ে যাতায়াত করেছি। ওইসব জেলায় মার্বেল পাথরের মন্দির তৈরির যে ধুম দেখেছি, তাতে মনে হয়েছিল ওগুলো বোধহয় মার্বেলের গুঁড়োর পাহাড়। কিন্তু না, একটু নজর করে দেখলাম, আশপাশের সব জমির উপরে সাদা আস্তরণ পড়ে আছে। এগুলি নুন তৈরির কারখানা। বড়-ছোট নুনের পাহাড়। সমুদ্রের জল খালপথে এনে তা থেকে ছেঁকে নেওয়া হচ্ছে নুন। ভাবনগর-আহমেদাবাদ জাতীয় সড়কের অন্তত ২৫ কিলোমিটার রাস্তার অনাবাদি জমিতে নুনের আস্তরণ। ইস পশ্চিমবঙ্গে যদি এত অনাবাদি জমি থাকত! ওই অনাবাদি জমির দৌলতেই ছয় লেন, আট লেনের রাস্তা, ফ্লাইওভারের ছড়াছড়ি গুজরাটে। আমাদের এখানে জমির জন্য জাতীয় সড়ক, মেট্রো রেলের কাজ পর্যন্ত থমকে।

আরও একটা বিষয় দেখে খুব দুঃখ হচ্ছিল। সব বড় শহরের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে দেখেছি, বাড়ির ছাদে সার দিয়ে সোলার প্যানেল। ছাদের উপরে যেন সোলার প্যানেলের ফলস সিলিং। রান্নার গরম জল, স্নানের গরম জলের জন্য সোলার হিটার। সমুদ্রের ধারে ঘুরছে উইন্ড মিল। বিকল্প শক্তি আর কয়েক বছরে হারিয়ে দেবে তাপবিদ্যুৎকে। আর এই বিকল্প বিদ্যুৎ প্রথম কিন্তু কার্যকর করেছিল আমাদের পশ্চিমবঙ্গ। আমরা তা বর্জন করেছি হেলায়।

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

দেবী চৌধুরানির মন্দির

পূর্বা সেনগুপ্ত

পর্ব - ৪৫

উত্তরবাংলার এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র দেবী চৌধুরানি। যাঁকে আমরা শুধু একটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে স্মরণে রেখেছি। প্রায়শই আমাদের স্মরণে থাকে না এই চরিত্র উপন্যাসের নয়, কোনও একসময় তা এক রক্তমাংসের জীবন্ত অস্তিত্ব ছিল। দেবী চৌধুরানি ছিলেন প্রথম নারী, যিনি সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে ব্রিটিশ মদতে পুষ্ট দেশীয় জমিদারদের নারী ও সাধারণ মানুষদের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। তাঁর পথপ্রদর্শক ও গুরু ভবানী পাঠক জগৎ কল্যাণ্যের জন্য এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁরা জমিদার ও অবস্থাপন্ন মানুষদের ঘরে ডাকাতি করতেন আর সেই ডাকাতির অর্থ বিলিয়ে দিতেন সাধারণ ও গরিব মানুষদের মধ্যে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের মধ্যে আমরা দেখছি, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮৪ সালে, শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্র রচিত দেবী চৌধুরানি উপন্যাসটি আনিয়েছেন। ভক্তদের মধ্যে কেউ পাঠ করছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ শুনছেন সেই দর্শনের কথা, যা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। সেখানে প্রফুল্ল যিনি দেবী চৌধুরানি হয়ে উঠবেন, তিনি জানাচ্ছেন, স্ত্রীর কাছে স্বামীই ভগবান। মাটির প্রতিমা কিংবা প্রতিমায় ঈশ্বরের ধারণা তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারে না। তিনি তাঁর স্বামীকেই ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করেন।

প্রফুল্লের মুখের এই কথাগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীকার করছেন এবং বলছেন নারীদের পতিই দেবতা এই ভাবনা ঈশ্বর সাধনার একটি অঙ্গ হতে পারে। সন্ন্যাসী আন্দোলনের হাত ধরে দেবী চৌধুরানি একটি স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠেছিলেন। সামান্যা নারী থেকে তাঁর দেবী হয়ে ওঠার কাহিনী সত্যই চমকপ্রদ।

তবে এখানে একটি আলোচনায় আমরা তুলে আনছি কেন? দেবী চৌধুরানি ছিলেন ফসল। তাঁর গুরু ডাকাতদের মতোই পরই ডাকাতি করতে যেতেন। ভবানী পাঠকের আরাধিত ডাকাতকালীই আজ আমাদের আলোচনার বিষয়। ভবানী পাঠকের আরাধিত কালীর অবস্থান ঠিক কোথায় তা নিয়েও মতদ্বৈধ আছে। একটি জলপাইগুড়ি থেকে কুড়ি মাইল দূরে, শিকারপুর চা বাগানের ভেতরে। একটি জলপাইগুড়ি শহরের একপাশে করলা তীরে।

আমাদের জানা জরুরি, যে তিনটি অঞ্চলে বিস্তৃত দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের অস্তিত্ব। দেবী চৌধুরানির সময় হল ১৭৮৫ সাল, বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চল। অধুনা বাংলাদেশের পীরগাছা উপজেলার মন্থনা নামক স্থানে দেবী চৌধুরানির রাজবাড়ি অবস্থিত। জমিদার অনন্তরাম ছিলেন কোচবিহার রাজার কর্মচারী। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ অনন্তরাম কর্মচারী থাকার সময়েই জমিদারি পত্তন করেন। কোচবিহারের রাজা তাঁকে নিজের অধীন জমিদার পদ প্রদান করেছিলেন। অনন্তরামের পুত্র যাদবেন্দ্র নারায়ণ। যাদবেন্দ্র নারায়ণের পুত্র রাঘবেন্দ্র নারায়ণ ও পৌত্র নরেন্দ্র নারায়ণ। এই নরেন্দ্র নারায়ণ অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তাঁর বিধবা পত্নী জয়দুর্গা দেবী জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই জয়দুর্গা দেবীই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দেবী চৌধুরানি। তিনি জমিদার গৃহিণী হয়েও প্রজাদের সঙ্গে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে একজন সক্রিয় পরিচালক ও কর্মী ছিলেন। মন্থনার জমিদারদের ২৮ একর জমির উপর তৈরি বিরাট রাজবাড়ি এখন পরিত্যক্ত ও ভগ্নদশা নিয়ে পড়ে।

এই রাজবাড়ির পাশ দিয়ে এখন ক্ষীণস্রোতা 'ঢোস মারা খাল' নামে এক বিরাট খাল। সেই খালের সঙ্গে রাজবাড়ির যোগ ছিল এক সুড়ঙ্গের মাধ্যমে। আর সেই সুড়ঙ্গ দিয়েই নৌকাযোগে জয়দুর্গা দেবী তাঁর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। এই মন্থনার জমিদারবাড়ি এখন জঙ্গলে পরিণত হলেও তার সম্মুখভাগে জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত মন্দির এখনও রয়েছে। প্রতিষ্ঠা হয়েছিল জমিদারি লাভের আগে, জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণের মাধ্যমে। সেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তিনটি মূর্তি। অন্নপূর্ণা, বিশ্বেশ্বর শিব ও হরিহর মূর্তি। অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বর শিব মঙ্গলকাব্যের মাধ্যমে গঠিত দেবভাবনা। এই তিন মূর্তি মঙ্গলকাব্যের সমসাময়িক বলে ধরা যায়।

ভবানী পাঠক ছিলেন মূলত উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর অঞ্চলের লোক। তিনি ভাগ্যান্বেষণে উপস্থিত হয়েছিলেন অধুনা দুর্গাপুর অঞ্চলে। এখন দুর্গাপুর মিশন হসপিটালের পিছনে ভবানী পাঠকের ডেরা দেখতে পাওয়া যায়। একমতে এই অঞ্চলের থেকে সোজাসুজি গেলে বাংলাদেশের রংপুরের গাইবান্ধা অঞ্চল। সেই গভীর জঙ্গলে ছিল দেবী চৌধুরানির ডেরা।

আমরা আগেই বলেছি দেবী চৌধুরানি মূলত উঠে এসেছিলেন নারীদের উপর অত্যাচারের ঘটনা থেকে এমনই একটি সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও তাঁকে বাগদির বেটি ও স্বামী পরিত্যক্তা রূপে দেখতে পাই। এই মতে তিনি জয়দুর্গা দেবীর কাছ থেকে সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন কিন্তু জয়দুর্গা ও দেবী চৌধুরানি এক চরিত্র নন কখনোই। জয়দুর্গা দেবী পশ্চিম দিনাজপুর শাসন করতেন। তিনি ট্রাইবাল বা আদিবাসী ছিলেন বলে শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন এমন সম্ভাবনার কথাও অনেকে বলেন। দেবী চৌধুরানি অবশ্যই বাস্তব চরিত্র ছিলেন কিন্তু তাঁকে নিয়ে নানা কাল্পনিক কাহিনীর কোনও অভাব নেই।

আমরা জলপাইগুড়ি জেলার দুটি মন্দির নিয়ে আলোচনা করব। দুই মন্দিরই ভবানী পাঠকের মন্দির নামে চিহ্নিত। একটি জলপাইগুড়ি ন্যাশনাল হাইওয়ের পাশে। সেই অঞ্চলে মাটির নীচ থেকে পাওয়া গিয়েছে প্রাচীন বজরা ও নৌ সংক্রান্ত অনেক কিছু। সবই হয় থানায় বা মিউজিয়ামের বদ্ধ ঘরে আবদ্ধ। স্থানীয় মানুষদের কাছে এটি শ্মশানকালীর মন্দির। কিন্তু পর্যটন বিভাগ এই মন্দিরকে দেবী চৌধুরানির মন্দির রূপে স্বীকার করেনি। ১৯০৫ সালে যে সিট ম্যাপ তৈরি হয় সেখানেও এই কালী মন্দিরের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এ হল শতাব্দীপ্রাচীন এক মন্দির।

দ্বিতীয় যে মন্দিরটি সরকার কর্তৃক ভবানী পাঠকের মন্দির রূপে স্বীকৃতিলাভ করেছে সেই মন্দির হল জলপাইগুড়ি শহর থেকে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দূরে শিকারপুর অঞ্চলে। এখানে চা বাগানের ধারে বহু প্রাচীন কাঠের মন্দিরের দেখা পাওয়া যায়। মন্দিরে দুটি কালীমূর্তি। একটি থানকালী অপরটি ভদ্রকালী। এই থানকালী হলেন খুব প্রাচীন কাঠের মূর্তি। এইরকম দারুমূর্তি সত্যই বিরল। এই মূর্তিই নাকি ভবানী পাঠক পুজো করে ডাকাতি করতে নির্গত হতেন। আরেকটি মন্দিরে দেবী চৌধুরানি, ভবানী পাঠক, তিস্তাবুড়ি, গঙ্গা দেবী, সিদ্ধিরাজ ও নরসিংহ শেয়াল প্রতিষ্ঠিত। সামনে দুটি সৈনিক, তাদের কাঁধে রাইফেল বেশ বিস্ময় সৃষ্টি করে।

মন্দিরে সৈনিক মূর্তি? বেশ আশ্চর্য ব্যাপার। ২০১৮ সালে এই মন্দির অগ্নিদগ্ধ হলে নতুন করে কাঠের মন্দির ও মূর্তি তৈরি হয়। এদের মধ্যে ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানির দারুমূর্তির মুখটুকু বেঁচে যায়। সেই মুখের অনুকরণে, পুরোনো ছবির সাহায্য নিয়ে নতুন মূর্তি গঠন করা হয়েছে। পাশে আছে টিন ঢাকা একটি স্থান সেখানে বেশ কয়েকটি গ্রামদেবতার পুজো করা হয়। মন্দিরটিতে

মন্দিরে দুটি কালীমূর্তি। একটি থানকালী অপরটি ভদ্রকালী। এই থানকালী হলেন খুব প্রাচীন কাঠের মূর্তি। এইরকম দারুমূর্তি সত্যই বিরল। এই মূর্তিই নাকি ভবানী পাঠক পুজো করে ডাকাতি করতে নির্গত হতেন। আরেকটি মন্দিরে দেবী চৌধুরানি, ভবানী পাঠক, তিস্তাবুড়ি, গঙ্গা দেবী, সিদ্ধিরাজ ও নরসিংহ শেয়াল প্রতিষ্ঠিত। সামনে দুটি সৈনিক, তাদের কাঁধে রাইফেল বেশ বিস্ময় সৃষ্টি করে।

থানকালী আগে বৈষ্ণবী শ্যামাকালী ছিলেন। নিরামিষ ভোগ হত। কিন্তু পরে কেউ তাঁকে কৃষ্ণবর্ণ বানিয়ে আমিষ ভক্ষণে বাধ্য করেছেন। বর্তমান পুরোহিত নাকি বংশপরম্পরায় পুজো করে আসছেন। তিনি সেই পূজারি বংশের উনিশতম প্রজন্ম।

মন্দিরটিকে ভবানী পাঠকের মন্দির বলে চিহ্নিত করা হলেও একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে উঁকি দেয়, - দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠক নিজেদের মূর্তি পুজো করতেন? নাকি দুজনের মূর্তি পরবর্তীকালের সংযোজন। তবে এই মন্দিরে দেবী চৌধুরানি মূর্তির মুখে আদিবাসী প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

জলপাইগুড়ির রাজা দর্পদেব রায়কত ১৭২৮ থেকে ১৭৯৯ পর্যন্ত শাসন করেন। কথিত আছে এই সময় তিনি এক সন্ন্যাসীর মাধ্যমে প্রভাবিত হন। সেই সন্ন্যাসীই হলেন ভবানী পাঠক। রাজা দর্পদেবই নাকি এই দ্বিতীয় মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাই এই মন্দিরকে অনেকে 'সন্ন্যাসী ঠাকুরের মন্দির' নামেও চিহ্নিত করে থাকেন। রাজা দর্পদেব অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন। তিনি ব্রিটিশদের অধীনতা কখনও স্বীকার করেননি বা মেনে নেননি। তাই ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব সর্বক্ষণ লেগেই থাকত। দেবী চৌধুরানির সঙ্গে রাজা দর্পদেবের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। শোনা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রফুল্লের স্বামী ব্রজেশ্বরের চরিত্র বর্ণনা করেন তা কিছুটা রাজা দর্পদেবের ছায়ায় রচিত।

বঙ্কিমচন্দ্র বৈকুণ্ঠপুরের ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। তিনি এই কাহিনী নিয়ে দেবী চৌধুরানি উপন্যাস রচনা করেন, যার প্রথম সংস্করণে সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা থাকলেও পরবর্তীকালে তা কাল্পনিক চরিত্র বলে লেখা হতে থাকে। আবার উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে জানিয়েছেন রংপুর, দিনাজপুর আর বৈকুণ্ঠপুর– এই তিন জেলা ছিল দেবী চৌধুরানির এলাকা। সেদিক দিয়ে বৈকুণ্ঠপুরের শ্মশানকালীই কিন্তু ভবানী পাঠক বা দেবী চৌধুরানি পূজিত কালীরূপে মান্যতা পাওয়ার বেশি অধিকারী। শোনা যায় ১৮৯০ সালে নয়ন কাপালিক নামে এক কাপালিক এই মন্দিরে আসেন। কালীপুজোর কালে একজনকে তিনি বলি দিয়েছিলেন। সেই নরবলি দেওয়ার জন্য নয়ন কাপালিকের ফাঁসি হয়। বিতর্ক থাকলেও ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানির অস্তিত্ব যে এক উল্লেখযোগ্য বিষয় তাতে সন্দেহ নেই।

ভারত আমার...পৃথিবী আমার

তোমার বয়স আসলে কত

অভিনব ভাবনা বছর ত্রিশের শিঞ্জিন কে পি'র। বয়স্কদের জন্য তিনি 'হাউ ওল্ড আর ইউ', বাংলায় 'তোমার বয়স আসলে কত' নামে একটি হোয়াটসঅ্যাপ কমিউনিটি গ্রুপ খুলেছেন। যেখানে সদস্য সংখ্যাটা ইতিমধ্যেই ৪০০ পেরিয়েছে। সকলেই পঞ্চাশোর্ধ্ব। শিঞ্জিন তাঁদের বিভিন্ন রকম অনলাইন চক্রান্তের হাত থেকে বাঁচতে এবং একইসঙ্গে প্রযুক্তিকে সহজে ব্যবহার করা শিখিয়ে থাকেন।

নিউ ইয়র্কে মেট গালায় ডায়না রস। এই পোশাক নিয়ে গোটা বিশ্বে বিস্ময়ের ঝড়।

দ্বাদশ উত্তীর্ণ বৃদ্ধা

ইচ্ছে থাকলে বয়স যে কোনও বাধাই নয়, প্রমাণ করলেন তামিলনাড়ুর ছোট্ট গ্রামের বাসিন্দা রানি এন টি। ১৯৭২ সালে পাশ করেছিলেন মাধ্যমিক। গ্রামে উচ্চশিক্ষার সুযোগ না থাকায় আর পড়াশোনা করা হয়নি। এরপর বিয়ে করে স্বামী, সন্তান নিয়ে সুদীর্ঘ সংসার জীবন। মনের মধ্যে যদিও সুপ্ত বাসনা ছিল, লেখাপড়াটা আবার করতে হবে। স্বামীর মৃত্যুর পর নিজের চেষ্টায় ৫৭ শতাংশ নম্বর নিয়ে দ্বাদশোত্তীর্ণ হলেন বৃদ্ধা।

৭৮ বছর পরে

ভাবতে পারেন, স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরেও উত্তরপ্রদেশের নিজামপুর গ্রাম থেকে এতদিন কেউ মাধ্যমিক পাশ করেনি! গ্রামের সেই 'রেকর্ড' ভেঙে দিলেন রাম সেবক। ৫৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে বোর্ড পরীক্ষা পাশ করলেন তিনি। ফোন এল স্বয়ং জেলা শাসকের। দেখা করতে বললেন। কিন্তু বেচারা রাম এখন চিন্তায়, অত বড় অফিসারের সামনে যাবেন কোন মুখে? তাঁর যে পায়ে পরার জুতোটুকুও নেই।

বেকহ্যামের বিপদ

শাশুড়ি-বৌমা খিটিমিটি শুধু বাঙালি ঘরেই হয় না। হয় ডেভিড এবং ভিক্টোরিয়া বেকহ্যামের সংসারেও! তিন বছর আগে হলিউড অভিনেত্রী নিকোলা প্লেটজকে বিয়ে করেন বেকহ্যামের বড় ছেলে ব্রুকলিন। কিন্তু সুখের দিন শেষ। ব্রুকলিন আর প্লেটজ বর্তমানে বেকহ্যাম পরিবারের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়েছেন। আর এই খবর লালমোহনবাবুর ভাষায়, 'সেলিং লাইক হট কচুরিস'!

সপ্তাহের সেরা ছবি

ওরা পাঁচজন। আমরা চারজন। ফ্রাঙ্কফুর্টে মেইন নদীর ধারে অপরূপ দৃশ্য। -গার্ডিয়ান

কবিতা

অ-কৃতজ্ঞ
সোমা দে

সভ্যতার ভেতরে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বর্বরতা
শরীর থেকে খুলে নিয়েছি পোশাকি বন্ধুত্বের চিহ্ন
রোজকার দহন গায়ে মেখে এগিয়ে চলি গন্তব্যের দিকে
রোদ চশমার আড়ালে সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখি বিষাদ সিন্ধু

উপকারের প্রতিদানে কোঁচড় ভরে গেছে অভিযোগে
আপাতত ঠোঁটে কুলুপ এঁটেছে প্রত্যুত্তর
এঁটেল মাটির বুকে ক্রমশ পুরু হচ্ছে অশ্মের আস্তরণ ..

পার্শ্ববর্তী অবস্থানে থাকা সকলেই মানুষ নয়,
বুর্জোয়া জীব অথবা ছদ্মবেশী দুর্জন।

ঠিকানা
অমিত রায়

তোমায় আমি কী-ই বা দিতে পারি
ছোট্ট নদী, বাঁশের সাঁকো— আত্ম-অহংকারী
সময় ভীষণ দামি। সময় হাঁটুক ধীরে
কংক্রিটের জীবনরেখা! আশ্লেষে হৃদয় চিরে।

কাছের মানুষ ফিরে আসুক... আসুক ফিরে।
তোমায় দোব অনেক কিছু
একটা বিকেল চোখের জলে; মেঘের বাড়ি নীচু
কোন মেঘেরা ভিনদেশি গো? নেই তো জানা
সহসা আবার দেখা পেলে রাখব ঠিকানা।

রোদের খবর
দীপান্বিতা রায় সরকার

পাখির চোখ এফোঁড়-ওফোঁড়
কোথায় সে ধ্রুবক বাণ?
সে বোধ আর জাগল কোথায়!
যেখানে সব আয়ুষ্মান।

এই যে ভীষণ ক্রান্তিকালে,
ফুরায় আয়ু ঘনায় ঘুম।
বরফ কঠিন জমাট ঘৃণায়
যুগলবন্দি এ মরশুম।

তোমার কখন সময় হবে?
রোদ লেফাফায় খবর দাও
আমাদের শৈত্য শহর
প্রবল শীতে কম্পমান।

আমরা শুধুই ক্ষয় দেখেছি,
ঘুণপোকাদের ঘর দেখেছি বৃক্ষমূলে,
শুদ্ধ সহজ, আবার কবে? নতুন করে
সবুজ পাতার উপত্যকা আমার হবে?

সহিষ্ণুতার মন্ত্র
রুমি নাহা মজুমদার

সন্ত্রাসী মনে বাড়ছে অসন্তোষ
আতশকাচে দেখতেই পারো দোষ।

তোমার সনে নেই তো আড়াআড়ি
যে যার মতন ফিরছি আপন বাড়ি

চলতি পথে হোঁচট লাগলে পরে
কেউ কখনও আগলাবে হাতে ধরে?

তাই যদি না পারো তুমি কোনও
হাজার পাঠেও শুধরোবে না যেন

মানবতার বিপুল হিসেব কষে
অঙ্ক মেলাও সে কি ধর্ম বশে?

ধর্ম ধর্ম করে অধর্ম হয়
জীবন পথে এমনি করেই আসে বিপর্যয়

তাই বলে কি শিখবে না আর ক্ষমা ধর্ম কথা
সহিষ্ণুতার মন্ত্রেই আছে ভালোবাসার সোঁতা।

বৈবাহিক
অমিতাভ সরকার

যত এগোচ্ছি সময়টা হাত থেকে...
ইচ্ছের লুকোনো বয়সে মোচড় দিচ্ছে চিন্তা

নদীর সব পাহাড়েই বরফ জমা কুয়াশা

আলো দেখেও আকাশটা যে কী ভাবছে বুঝি না
সবই কেমন-

জানলা খুললেও গায়ে জামা দিয়ে রাখতে হয়

কাল রাতের বৃষ্টির পর
ভোরের হাওয়াটা খুব ঠান্ডা।

হৃদিস্রোতা
দেবার্ঘ্য সাহা

একটা গোলাপ একফালি দিন সহস্র রাত
একটা গোলাপ বুক চিনচিন জলপ্রপাত
একটা গোলাপ অতলস্মৃতি, টুকরো কথা
একটা গোলাপ বীরুৎ জীবন খরস্রোতা
একটা গোলাপ মনকেমনে বায়নাবিলাস
একটা গোলাপ আগলে রাখে বিষণ্ণ মাস
একটা গোলাপ লিখছে চিঠি মন খারাপে
একটা গোলাপ একলা ঘরে দুঃখ মাপে
একটা গোলাপ চাইছে তোকে যখন-তখন
একটা গোলাপ প্রতিদিনের মন উচাটন
একটা গোলাপ বুনতে থাকে এই কবিতা
সেইখানে তোর নাম রেখেছি হৃদিস্রোতা

কথার পালক ভাসিয়ে নীলে, আসবি কবে?
এই বসন্তে এবার বোধহয় বৃষ্টি হবে...

কাল্পনিক
তাপসী লাহা

ক্রমশ এগোয় রাতের শব্দ
গান ফেররি করে নেড়িদের দল।
দু'-একটা পেরিয়ে যাওয়া বাহন নিরুদ্দেশ হবে বলে
হর্নে আব্বুলিশ বাজিয়ে চলে গেল এইমাত্র
বিশ্রামের মোহপর্বে জেগে থাকবে মহীয়সী তারারা
আকাশের সূচিপত্রে তখন ক'পশলা গা ছেঁড়া মেঘ,
নিস্তব্ধ চাহনিতে ভরাট করে ফেলেছে
খোপ কাটা রাত বিষয়ের হাতলেখায়..
তারপর এক সংক্ষিপ্ত বৈঠক সেরে নেয় পরিত্যক্ত সড়কেরা।
ভোটদাতার তালিকায় নথিবদ্ধ হয়নি ওদের নাম।
কালো পালকের ভাড়াটে পোশাক পরা
এক কাক মামলা লড়ার প্রতিশ্রুতি দিলে
সড়কেরা সাগ্রহে ধর্নায় শুয়ে পড়ে খোলা আকাশের নীচে,
পোশাকি প্রেমে আদিগন্ত সড়কেরা আকাশের মতো কোনও নীল কাল্পনিক।

অবাক ক্রিকেটমহল, সিদ্ধান্ত বদলের সম্ভাবনা ক্ষীণ

টেস্ট থেকে অবসরের ইচ্ছাপ্রকাশ কোহলির

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ মে : নয়া সন্ধিক্ষণের দোরগোড়ায় ভারতীয় ক্রিকেট!

দিনকয়েক আগে রোহিত শর্মা আচমকাই টেস্ট থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন। তার কয়েকদিনের মধ্যেই একই পথে হাঁটার ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন বিরাট কোহলি।

২০২৪ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পরই কুড়ির ক্রিকেট থেকে কোহলি-রোহিতরা অবসর নিয়েছিলেন। টেস্টের আঙিনাতেও অনেকটা একই সমীকরণ সামনে এসেছে আজ। জানা গিয়েছে, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে ইংল্যান্ড সিরিজের আগেই টেস্ট থেকে অবসরের ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন কোহলি। হিটম্যানের মতোই একদিনের ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়ার কথাও জানিয়েছেন বিরাট।

> বিরাটের মধ্যে এখনও যথেষ্ট ক্রিকেট বাকি বলেই আমাদের বিশ্বাস। আর ফিটনেসের দিক থেকে কোহলির ধারেকাছে কেউ নেই। তাই ও ইংল্যান্ড সফরের আগে এমন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত না করলেই ভালো।
>
> **বিসিসিআই কর্তা**
> (বিরাট কোহলির অবসর প্রসঙ্গে)

সিদ্ধান্ত রাত পর্যন্ত তিনি চূড়ান্ত করেছেন বলে খবর সামনে আসেনি এখনও। কিন্তু পরিস্থিতি যা, কোহলি তাঁর অবসরের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে চলেছেন। টিম ইন্ডিয়ার বিলেত সফরে কোহলির যাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। বিসিসিআইয়ের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, বিরাট 'মানসিকভাবে' তৈরি হয়েই এমন ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদের তরফে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, রোহিতের টেস্ট ছাড়ার দিনই এমন পরিকল্পনার কথা সামনে আনতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত বদলে দিনকয়েক পরে সামনে এনেছেন টেস্ট থেকে তাঁর অবসর ভাবনা। বড় অঘটন না হলে রোহিতের পর কোহলিকে ছাড়াই ইংল্যান্ড টেস্টের দল ঘোষণা করতে চলেছেন অজিত আগরকাররা।

রোহিতের পর কেন বিরাটও একই পথে হাঁটতে চলেছেন? ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে খোঁজ নিয়ে সামনে আসছে চমকপ্রদ তথ্য। জানা গিয়েছে, কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ার কারণেই এমন পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত। রবিচন্দ্রন অশ্বীন আগেই সরে গিয়েছেন। এবার রোহিতের পর কোহলিও সেই পথে। ভিন্ন মতও রয়েছে। শোনা যাচ্ছে, গত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফরের সময়ই সাজঘরে সতীর্থদের সামনে টেস্ট থেকে অবসরের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বিরাট। কিন্তু তাঁর সতীর্থরা বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি। সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে যাওয়া আইপিএলের আসরে

লখনউ থেকে বেঙ্গালুরুতে ফিরছেন বিরাট কোহলি, জোশ হ্যাজেলউড। শনিবার।

দুর্দান্ত ছন্দে ছিলেন কোহলি। তাঁর হারিয়ে যাওয়া ছন্দ ফিরে এসেছে, এমনটাই ধরে নিয়েছিল ক্রিকেটমহল।

কিন্তু আজ পুরো ছবিটা একশো আশি ডিগ্রি বদলে গিয়েছে। ভারত-পাক যুদ্ধের সংঘর্ষ বিরতির রাতে কোহলিকে নিয়ে হইচই চলছে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজে। বিসিসিআইয়ের তরফে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্যও কোহলির কাছে আবেদন গিয়েছে বলে খবর। আম্বাতি রায়াডুর মতো অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটার বিরাটকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধও করেছেন। বোর্ডের এক শীর্ষকর্তা রাতের দিকে নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেছেন, 'বিরাটের মধ্যে এখনও যথেষ্ট ক্রিকেট বাকি বলেই আমাদের বিশ্বাস। আর ফিটনেসের দিক থেকে কোহলির ধারেকাছে কেউ নেই। তাই ও ইংল্যান্ড সফরের আগে এমন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত না করলেই ভালো।'

বিরাট নাকি জাতীয় দলের অধিনায়কত্বও ফিরে পেতে চেয়েছিলেন, এমন চমকপ্রদ তথ্যও আজ শোনা গিয়েছে। যদিও কোহলির ঘনিষ্ঠমহলের ইঙ্গিত, 'ফেক নিউজ'। কোহলি টিম ইন্ডিয়ার নেতৃত্বে ফিরতে একেবারেই রাজি নন। যার সাম্প্রতিক উদাহরণ, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু দলে রজত পাতিদারের নেতৃত্বে কোহলির খেলা। বিরাটের অবসরের ইচ্ছাপ্রকাশ নিয়ে অনেকেই বিস্মিত। বিসিসিআই কীভাবে কোহলির সঙ্গে আলোচনা করে, বিরাট তাঁর সিদ্ধান্ত বদলান কি না- এমন নানা বিষয়ের দিকে তাকিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটমহল। তাছাড়া রোহিতের পর কোহলিও ইংল্যান্ড সফরে না গেলে সম্ভাব্য নতুন অধিনায়ক শুভমান গিলের নেতৃত্বে টিম ইন্ডিয়ার টিআরপি রেটিং কমে যাবে অনেকটাই।

যদিও কোচ গম্ভীরের জমানায় সহজে বিরাট তাঁর সিদ্ধান্ত বদলাবেন বলে মনে হয় না। তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে, রোহিতের পর কোহলির টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্তে সরকারি সিলমোহর পড়া এখন সময়ের অপেক্ষা।

বুমরাহকে নেতৃত্বে চান প্রসাদ

নয়াদিল্লি, ১০ মে : আইপিএলের মাঝে হঠাৎ অবসর।

রোহিত শর্মার যে সিদ্ধান্তে অনেকে অবাক হলেও সেই দলে নেই মাইকেল আথারটন। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়কের যুক্তি, রান পাচ্ছিলেন না রোহিত। অধিনায়ক হিসেবে নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া সফরে চূড়ান্ত ব্যর্থ। প্লেয়ার ও

'ব্যর্থ' রোহিতের অবসরে অবাক নন আথারটন

অধিনায়ক হিসেবে টানা ব্যর্থতা ত্বরান্বিত করেছে রোহিতের অবসরকে।

আথারটন বলেছেন, 'অবসরের সিদ্ধান্ত ওর ব্যক্তিগত। তবে ইংল্যান্ড সফরে দলে থাকা নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। আর রোহিতের অবসর ঘোষণার পর ভারতীয় নির্বাচকরা সামনের দিকে তাকাতে চান, তাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন। সবমিলিয়ে রোহিত টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ায় আমি মোটেও অবাক নই। নিজে রান পাচ্ছে না। ভারতও টানা হারছে (শেষ ৬টি টেস্টে ৫টিতে হার)- একজন অধিনায়কের কাছে যা অস্বস্তির। তার প্রতিফলন অবসর।'

আথারটনের যুক্তি, ৩৮ বছর বয়সও রোহিতের বিপক্ষে। তাছাড়া ভারতীয় দলের গভীরতাও অত্যন্ত বেশি। ফলে ব্যর্থ হলে চাপ তৈরি হয়। ৩৮-এ পা রাখা রোহিতের পক্ষে যেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানো সহজ নয়। সেদিক থেকে রোহিতের সিদ্ধান্ত প্রত্যাশিত। তবে রোহিত ক্রিকেট দুনিয়ার অন্যতম বড় নাম। এরকম একজনের টেস্ট কেরিয়ারে ইতি পড়লে একটা খারাপ লাগা থাকে।

প্রশ্ন এখন, রোহিতের জুতোয় কে পা রাখবেন? শুভমান গিল, জসপ্রীত বুমরাহ সহ একাধিক নাম ঘুরপাক খাচ্ছে। যে তালিকায় বুমরাহকেই পছন্দ নির্বাচক কমিটির প্রাক্তন প্রধান এমএসকে প্রসাদের। বলেছেন, 'বুমরাহ, শুভমান, লোকেশ- তিন বিকল্প আমাদের হাতে রয়েছে। বুমরাহকে যদি ধরেন, ও চলতি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ এবং পরবর্তী চ্যাম্পিয়নশিপ বৃত্তেও খেলবে। অধিনায়ক হিসেবে যেটুকু সুযোগ পেয়েছে, সাফল্য পেয়েছে।'

শুভমানকে বাতিলের তালিকায় না রাখলেও ধীরে চলো নীতির পক্ষে। প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটার প্রসাদের প্রস্তাব, বুমরাহকে অধিনায়ক এবং শুভমানকে ডেপুটি করা উচিত। বলেছেন, 'তিন নম্বরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় খেলবে ও। আমি চাই ইংল্যান্ডে ব্যাটিংয়ে মনঃসংযোগ করুক শুভমান। বুমরাহ অধিনায়ক হিসেবে দুর্দান্ত। এই নিয়ে দ্বিধা থাকা উচিত নয়। সেক্ষেত্রে অধিনায়ক বুমরাহ, সহ অধিনায়ক শুভমান- এভাবে শুরু করা যেতে পারে। আর ইংল্যান্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ সফরের আগে যেই অধিনায়ক হোক, সে যেন চাপে না থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে।'

> বুমরাহ, শুভমান, লোকেশ-তিন বিকল্প আমাদের হাতে রয়েছে। বুমরাহকে যদি ধরেন, ও চলতি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ এবং পরবর্তী চ্যাম্পিয়নশিপ বৃত্তেও খেলবে। অধিনায়ক হিসেবে যেটুকু সুযোগ পেয়েছে, সাফল্য পেয়েছে।
>
> **এমএসকে প্রসাদ**

৮০০ মিটারে জাতীয় রেকর্ড আফসালের

দুবাই, ১০ মে : সংযুক্ত আরব আমিরশাহি অ্যাথলেটিক্স গ্রাঁ প্রিঁ-তে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন হ্যাংঝৌ এশিয়ান গেমসে রুপোজয়ী ভারতের মহম্মদ আফসাল। সেইসঙ্গে পুরুষদের ৮০০ মিটার দৌড়ে জাতীয় রেকর্ড গড়লেন কেরলের মাঝারি দূরত্বের এই দৌড়বিদ। সাত বছর আগে ২০১৮ সালে আন্তঃরাজ্য অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে ৮০০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে ১ মিনিট ৪৫.৬৫ সেকেন্ড সময় নিয়েছিলেন জিনসেন জনসন। ভারতীয়দের মধ্যে ৮০০ মিটারে এতদিন সেটাই ছিল দ্রুততম। তবে দুবাই পুলিশ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় সেই নজির ভাঙলেন ২৯ বছরের আফসাল। তিনি সময় নেন ১ মিনিট ৪৫.৬১ সেকেন্ড। প্রথম হয়েছেন কেনিয়ার নিকোলাস কিপলাগাটের। সময় নিয়েছেন ১ মিনিট ৪৫.৩৮ সেকেন্ড।

দশজনই রিটায়ার্ড আউট!

ব্যাংকক, ১০ মে : দলের দশজন ব্যাটারই রিটায়ার্ড আউট। অর্থাৎ বোলাররা নয়, নিজেরাই নিজেদের 'আউট' ঘোষণা করে সাজঘরে ফিরে গিয়েছেন ব্যাটাররা! এমন অবাক কাণ্ড মহিলাদের সংযুক্ত আরব আমিরশাহি-কাতার ম্যাচে! তাও আবার যেমন তেমন ম্যাচ নয়, একেবারে টি২০ বিশ্বকাপের এশীয় অঞ্চলের যোগ্যতা অর্জন পর্বে এমন বিরল কাণ্ড ঘটেছে! প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আমিরশাহির হয়ে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ইশা ওজা (১১৩), তৃথা সতীশ (৭৪) ওপেনিং জুটিতে ১৬ ওভারে ১৯২ যোগ করার পর রিটায়ার্ড আউট নাটকের শুরু। বৃষ্টি আসতে পারে। এই সম্ভাবনা থেকে ওপেনারদের পর আমিরশাহির বাকি আট ব্যাটার একটা বল না খেলেই নিজেদের 'রিটায়ার্ড আউট' ঘোষণা করেন। সিদ্ধান্তের সুফল বোলারদের হাত ধরে। ১৯৩-র জয়লক্ষ্যে খেলতে নেমে মাত্র ২৯ রানে গুটিয়ে যায় প্রতিপক্ষ কাতার মহিলা দল। রিজফা বানো ইমানুয়েল ২০ করেন! সাতজনের শূন্য! ১৬৩ রানের বিশাল জয় ছাপিয়ে এক ইনিংসে দশজন ব্যাটারের 'রিটায়ার্ড আউট'-এর বিরল দৃশ্য চমকে দিয়েছে ক্রিকেট বিশ্বকে।

ওমানে পাকিস্তানের কাছে হার ভারতের

মাসকট, ১০ মে : দুই দেশের মাঝে বাড়তে থাকা উত্তাপের মধ্যেই এশিয়ান বিচ হ্যান্ডবলে মুখোমুখি হল ভারত-পাকিস্তান। ওমানের মাসকটে পাকিস্তানের কাছে ০-২ গোলে হেরেছে ভারত। সূত্রের খবর, ভারত প্রাথমিকভাবে ম্যাচ বয়কটের কথা ভেবেছিল। তবে আন্তর্জাতিক হ্যান্ডবল ফেডারেশনের তরফে জানানো হয় ম্যাচ বয়কটের শাস্তি হিসেবে দুই বছর নির্বাসনের সঙ্গে বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণও দিতে হতে পারে। তাই শেষ পর্যন্ত ম্যাচে নামে ভারত। সর্বভারতীয় হ্যান্ডবল ফেডারেশনের তরফে আনন্দেশ্বর পান্ডে বলেছেন, 'আমরা ক্রীড়ামন্ত্রক এবং ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। কিন্তু উত্তর পাইনি।'

সাফে আট গোল যুব ভারতের

ইটানগর, ১০ মে : অনূর্ধ্ব-১৯ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৮-০ গোলে হারাল ভারত। গোটা ম্যাচ মাঠজুড়ে মাঠে দাপিয়ে খেলল বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের ছেলেরা। সেখানে আক্রমণ তো দূর, রক্ষণ সামলাতেই রীতিমতো হিমসিম খেল শ্রীলঙ্কা। ভারতের হয়ে হ্যাটট্রিক ড্যানি মিতেইয়ের। জোড়া গোল প্রসান যাজোর। এছাড়াও গোল করেছে মহম্মদ আরবাশ, ওমাং ডোডুম ও সিঙ্গামায়ুম শামি।

সেনাদের স্যালুট হার্দিক-স্মৃতিদের

নয়াদিল্লি, ১০ মে : 'অপারেশন সিঁদুর' অব্যাহত।

পহলগামের হিসেব এবং জঙ্গিদের মদতদাতা পাকিস্তানকে উচিত শিক্ষা দিতে লড়াই চালাচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। দেশের সেনাকর্মীদের যে প্রচেষ্টাকে এদিন কুর্নিশ জানালেন হার্দিক পান্ডিয়া। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়কের মতে, সেনাবাহিনী গোটা দেশের গর্বের। দেশকে সুরক্ষিত রাখতে তাদের প্রচেষ্টা, আত্মত্যাগকে কুর্নিশ।

সমাজমাধ্যমে হার্দিক লিখেছেন, 'সেনাবাহিনী আমাদের গর্ব। আমরা কৃতজ্ঞ যেভাবে দেশ এবং সাধারণ মানুষের সুরক্ষায় সেনাবাহিনী নিরন্তর সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। ধন্যবাদ আমাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য।' সেনাবাহিনীর নির্ভীক প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানিয়ে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন ভারতীয় মহিলা দলের সহ অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানাও।

সম্প্রতি শ্রীলঙ্কায় ত্রিদেশীয় ওডিআই সিরিজের ব্যস্ততার মাঝে স্মৃতি লিখেছেন, 'আমাদের সেনাবাহিনী দায়বদ্ধতা, সাহসিকতা, আত্মত্যাগকে সেলাম জানাই। তোমাদের শক্তি আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করছে। আমরা প্রত্যেকে তোমাদের পাশে আছি। চিরকাল থাকব। বন্দে মাতরম।'

মহিলা দলে স্মৃতি মান্ধানার আরেক সতীর্থ অফস্পিনার স্নেহ রানা বলেছেন, 'পরীক্ষার সময়। দেশের সমস্ত নাগরিকের কাছে অনুরোধ, গুজব ছড়াবেন না। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কোনও প্রোপাগান্ডা চালাবেন না। মাতৃভূমির নিরাপত্তার জন্য যে আপ্রাণ লড়াই করছে আমাদের সেনাবাহিনী, হৃদয় থেকে ওদের পাশে আছি। জয় হিন্দ।' ভারতীয় পুরুষ দলের রবিচন্দ্রন অশ্বীন নিজের এক্স হ্যান্ডলে প্রাক্তন অফস্পিনার লিখেছেন, 'মানসিকভাবে দেশের সেনাবাহিনীর পাশে আছি সর্বক্ষণ।'

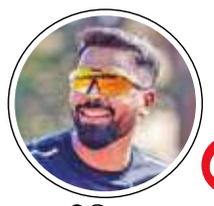

> সেনাবাহিনী আমাদের গর্ব। আমরা কৃতজ্ঞ যেভাবে দেশ এবং সাধারণ মানুষের সুরক্ষায় সেনাবাহিনী নিরন্তর সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। ধন্যবাদ আমাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য।
>
> **হার্দিক পান্ডিয়া**

কুমারের জোড়া গোল

রায়গঞ্জ, ১০ মে : টাউন ক্লাবের সুপার লিগ ফুটবলে শনিবার চেকপোস্ট ফুটবল ক্লাব ৩-১ গোলে সুরেন্দ্রনাথ কলেজকে হারিয়েছে। টাউনের মাঠে চেকপোস্টের কুমার বাস্কে জোড়া গোল করেন। তাদের অন্যটি বাবুরাম বাস্কের। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের গোল স্কোরার দীপঙ্কর বাস্কে। সোমবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে টাউন ক্লাব এবং কসবা বয়েজ ক্লাব। মঙ্গলবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নামবে কালিয়াগঞ্জ ফুটবল ক্লাব এবং চেকপোস্ট। বৃহস্পতিবার ফাইনাল।

রেজিস্ট্রেশন শুরু আজ

রায়গঞ্জ, ১০ মে : জেলা ক্রীড়া সংস্থার জুনিয়ার ফুটবল লিগে অনূর্ধ্ব-১৫ ও ১৭ খেলোয়াড়দের রেজিস্ট্রেশন তথা নবীকরণ রবিবার শুরু হবে। সংস্থার সহসচিব কমল রায় জানিয়েছেন, রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে দুইদিন নবীকরণ চলবে।

জ্যোতিপ্রিয়র ৫৫

আলিপুরদুয়ার, ১০ মে : ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্যোগে এবং টাউন ক্লাবের সহযোগিতায় ডুয়ার্স প্রিমিয়ার লিগ অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে শনিবার জয়ন্তী লেপার্ড একাদশ ৫৫ রানে বক্সা টাইগার একাদশকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাব মাঠে টসে হেরে জয়ন্তী ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৭৬ রান তোলে। ম্যাচের সেরা জ্যোতিপ্রিয় কার্জি ৫৫ রান করে। জবাবে বক্সা ১৯.৫ ওভারে ১২১ রানে অল আউট হয়।

তিরন্দাজি বিশ্বকাপে পুরুষদের কম্পাউন্ড বিভাগে সোনা জয়ের পর অভিষেক ভার্মা, ওজাস দেওতালে, ঋষভ যাদবরা।

বিশ্বকাপ তিরন্দাজিতে সোনালি সাফল্য

সাংহাই, ১০ মে : তিরন্দাজি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় পর্যায়ে সোনার সাফল্য ভারতের কম্পাউন্ড তিরন্দাজদের। ব্যক্তিগত ও দলগত বিভাগ মিলিয়ে মোট পাঁচ পদক ভারতের ঝুলিতে।

সাংহাইতে অনুষ্ঠিত তিরন্দাজি বিশ্বকাপে সোনা জিতেছে ভারতের পুরুষ কম্পাউন্ড দল। দলে ছিলেন অভিষেক ভার্মা, ওজাস দেওতালে ও ঋষভ যাদব। হাড্ডাহাড্ডি ফাইনালে মেক্সিকোকে ২৩২-২২৮ পয়েন্টে হারিয়ে দেন তাঁরা। সেই সঙ্গে মহিলাদের ব্যক্তিগত বিভাগে সোনা জিতলেন মধুরা ধমনগাঁওকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কারসন ক্রাহের বিরুদ্ধে দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে ১৩৯-১৩৮ পয়েন্টে ম্যাচ জিতে নেন ২৪ বছরের মধুরা। মহিলাদের দলগত কম্পাউন্ড ফাইনালেও ভারতের প্রতিপক্ষ ছিল মেক্সিকো। ওই বিভাগে লড়াই করেও শেষপর্যন্ত রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম, চিকিথা তানিপার্থি, মধুরাদের। কম্পাউন্ড মিক্সড বিভাগেও ব্রোঞ্জ জিতেছে ভারতের অভিষেক-মধুরা জুটি। ব্রোঞ্জের ম্যাচে মালয়েশিয়ার জুটিকে হারায় তারা। অন্যদিকে পুরুষদের ব্যক্তিগত বিভাগে দক্ষিণ কোরিয়ার কিম জংহো-কে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছেন ভারতের ঋষভ।

২০২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ

ফাইনাল আয়োজন করতে আগ্রহী ভারত

নয়াদিল্লি, ১০ মে : ২০২৭ সালে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের আয়োজন করতে চাইছে ভারত। প্রথম দুইটি ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছে ইংল্যান্ডে। তৃতীয় ফাইনালও বিলেতের মাটিতে বসবে। তবে চলতি ২০২৫-২০২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ বৃত্তে খেতাবি যুদ্ধের আয়োজনে উৎসাহী ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। সূত্রের খবর, এই ব্যাপারে উদ্যোগী বিসিসিআই।

ভারতের যে উদ্যোগের পথে কাঁটা সেই পাকিস্তান। গত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তানে খেলতে দল পাঠায়নি বিসিসিআই। পালটা হিসেবে ভারতে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাক বোর্ডও। যে অবস্থানের ছায়া পড়ার আশঙ্কা থাকবে ভারতে যদি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল হয়। পাকিস্তান যদি ফাইনালে ওঠে, তাহলে বিসিসিআইয়ের পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে।

পাক-কাঁটা থাকলেও খবর, বিসিসিআই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল পেতে আগ্রহী। সূত্রের খবর, গত মাসে জিম্বাবোয়েতে অনুষ্ঠিত আইসিসি চিফ এগজিকিউটিভ কমিটির বৈঠকে যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আইসিসি চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিসিসিআই প্রধান জয় শা'র উপস্থিতিতে বৈঠকে ছিলেন আইপিএল চেয়ারম্যান অরুণ ধুমলও। বৈঠকে ভারতের তরফে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়।

বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেছেন, 'ভারত যদি পরবর্তী ডব্লিউটিসি ফাইনালে ওঠে এবং খেতাবি যুদ্ধ যদি ভারতে হয়, ব্যাপারটা দারুণ হবে। এমনকি ভারত ফাইনালের টিকিট না পেলেও সেরা দুই দলের লড়াই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হবে। আমরা আশাবাদী।'

মোহনবাগানের নির্বাচনের জন্য সৃঞ্জয় বসুর ইস্তাহার প্রকাশে সোমা বিশ্বাস, শিশির ঘোষ, কম্পটন দত্ত, অমিত ভদ্র ও অচিন্ত্য বেলেল (বাঁদিক থেকে)।

বাগানে চুক্তি বাড়ল অ্যালড্রেডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মে : সফল জুটিতেই আস্থা রাখল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। আরও এক মরশুমের জন্য সবুজ-মেরুনেই থেকে গেলেন টম অ্যালড্রেড।

বেঙ্গালুরু এফসি ও মুম্বই সিটি এফসি-র প্রস্তাব ছিল। তবে আইএসএল জেতার পরই উত্তরবঙ্গ সংবাদকে অ্যালড্রেড জানিয়েছিলেন, মোহনবাগানেই থেকে যেতে চান। ম্যানেজমেন্টও তাঁকে ছাড়তে চায়নি। দলের হেড কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার সবুজসংকেত পেতেই

ইস্টবেঙ্গলের নজরে নিখিল

ব্রিটিশ ডিফেন্ডারের সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত করে ফেলে সবুজ-মেরুন। শনিবারই বাগানের নতুন চুক্তিপত্রে সই করে দিলেন অ্যালড্রেড। এবার মোহনবাগানের দ্বিমুকুট জয়ে বড় অবদান রয়েছে অ্যালড্রেড ও আলবার্তো রড্রিগেজের। দুজনে জুটি বেঁধে মোট ১৬টি ক্লিনশিট রেখেছেন। আরও এক মরশুমের জন্য সেই সফল জুটির ওপরই আস্থা রাখলেন মোলিনা।

এদিকে, একজন নতুন ভারতীয় ডিফেন্ডার চেয়েছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। পাঞ্জাব এফসি-র নিখিল প্রভুর সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে লাল-হলুদ। যদিও আরও এক বছরের চুক্তি থাকায় তাঁর জন্য বড় অঙ্কের ট্রান্সফার ফি দাবি করেছে পাঞ্জাব। তা নিয়েই দর কষাকষি চলছে। দৌড়ে রয়েছে আইএসএলের আরও কয়েকটি ক্লাব।

দেশাত্মবোধ উসকে আজ শুরু এসসিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ মে : কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে রবিবার স্বস্তিকা যুবক সংঘের শিলিগুড়ি চ্যালেঞ্জার্স ট্রফির (এসসিটি) তৃতীয় সংস্করণ শুরু হবে। টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি জয়জিৎ চৌধুরী জানিয়েছেন, উদ্বোধনী ম্যাচেই আইপিএল খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্পিনার অলরাউন্ডার ললিত যাদবকে দেখা যাবে। সন্ধে ৬টা থেকে শুরু কিংস ইলেভেন জলপাইগুড়ির বিরুদ্ধে ম্যাচে সিকিমের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ইরাইজের জার্সিতে ললিতকে দেখা যাবে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আবার থাকছে দেশাত্মবোধের ছোঁয়া। জয়জিৎ বলেছেন, 'জাতীয় সংগীত গাওয়া হবে। পহলগামে সন্ত্রাসবাদীদের হানায় নিহতদের স্মৃতিতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হবে বিকেল ৫টা থেকে। অনুষ্ঠানের মাঝে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, আইসিএসই ও সিবিএসই পাস করা শিলিগুড়ির ১৬ জনকে সংবর্ধিত করা হবে।'

সৃঞ্জয়দের ইস্তাহার প্রকাশে বাগানের প্রাক্তনরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মে : নির্বাচনে জিতে এলে সদস্য-সমর্থকদের সুবিধার্থে নতুন ক্লাবের জন্য নতুন জায়গার খোঁজ করার অঙ্গীকার সৃঞ্জয় বসুর নেতৃত্বাধীন বিরোধী শিবিরের।

এদিনই টুটু বসু ও সৃঞ্জয় বসুদের বিরোধী শিবিরের তরফে নির্বাচনি ইস্তাহার প্রকাশ করা হল তরফে। মোহনবাগান ক্লাবের ইতিহাসে এই প্রথমবার কোনও নির্বাচনি ইস্তাহার দেওয়া হল। সল্টলেকে এক সভ্য সমাবেশে এই ইস্তাহার প্রকাশ করেন সচিব পদপ্রার্থী হতে চলা সৃঞ্জয় এবং ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবলার কম্পটন দত্ত, শিশির ঘোষ, অমিত ভদ্র, অচিন্ত্য বেলেল, অ্যাথলিট সোমা বিশ্বাস সহ অনেকেই। উল্লেখ্য, সোমা বর্তমান শাসকগোষ্ঠী নির্বাচিত অ্যাথলেটিক্স কমিটির প্রধান। এদিন, এই ইস্তাহারে সভ্যদের সুবিধার্থে যেসব কাজ তাঁরা করতে চান, সেসবই জানানো হয়েছে। যার প্রথমটি হল, 'বর্তমান ক্লাব প্রাঙ্গণ যেহেতু সেনা-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্রে অবস্থিত, তাই নানাবিধ চাহিদা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই বহু প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়। এক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান করাই হবে নতুন গঠিত কমিটির কাজ।

ক্লাবের জন্য জায়গার বিস্তার সহ একাধিক অঙ্গীকার

ঐতিহ্যবাহী মোহনবাগান ক্লাব যাতে বিস্তার ও প্রসারের নিরিখে এগিয়ে যায় ও নতুন সাফল্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাই হবে লক্ষ্য।' অর্থাৎ বহুকালের ভাবনা বাস্তবায়নের কথা ভাবতে শুরু করেছেন তাঁরা। ময়দানের বাইরে গিয়ে নতুনভাবে নিজেদের কোনও পরিকাঠামো করার কথা অঞ্জন মিত্র বারবার বলতেন। সৃঞ্জয়রা সেটারই বাস্তব রূপায়ণ দিতে চাইছেন।

এছাড়াও, মোহনবাগান সমর্থকদের যে গ্লোবাল কমিউনিটি আছে, বিশেষত বর্তমান সীমাবদ্ধতার কারণে যাঁরা সদস্যপদ থেকে বঞ্চিত, তাঁদের শামিল করানোর ক্ষেত্রে নতুন ক্লাব লয়ালটি প্রোগ্রাম চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। প্রবীণদের জন্য আজীবন সদস্যপদে ফি মকুব করতে চান তাঁরা। মহিলাদের জন্য কিছু পদ সুরক্ষিত করা, যেসব প্রবীণ সদস্য ৫০ বছর ধরে ক্লাবের সদস্যপদ ধরে রেখেছেন, তাঁদের বার্ষিক চাঁদা মকুব করা, টেনিস কার্নিভাল শুরু করা, পরিজনদের কার্ড হস্তান্তর, ম্যাচ টিকিটের সুবন্দোবস্ত, মার্চেন্ডাইজ ও মার্কেটিং সহ একাধিক বিষয় সঠিকভাবে পরিচালনা করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। এছাড়া, কার্যনির্বাহী কমিটিতে প্রাক্তন ফুটবলারদের জন্য দুটি আসন সংরক্ষিত রাখা হবে। সৃঞ্জয়কে ভোট দেওয়ার জন্য টুটুবাবুর তরফেও আবেদন করা হয়েছে এই ইস্তাহারে। এদিন দেবাশিস দত্তরা সভা করেন দুর্গাপুরে।

আইপিএলের ভাগ্যনির্ধারণ কাল?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মে : ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতি। আর দুই প্রতিবেশীর সংঘর্ষ বিরতির খবর সামনে আসার পরই অষ্টাদশ আইপিএলের জন্য নয়া অক্সিজেন। সব ঠিক মতো চললে, সাতদিনের জন্য স্থগিত হওয়া আইপিএল শুরুর ফের একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আর সময়ের সঙ্গে সেই সম্ভাবনা ক্রমশ প্রবল হচ্ছে।

যদিও তার আগে অন্য একটি দিক রয়েছে। আজ দুই প্রতিবেশীর সংঘর্ষ বিরতির খবর সামনে আসার পরই জানা গিয়েছে, সোমবার দুই দেশের সেনার ডিজিএমও পর্যায়ের বৈঠক রয়েছে। আপাতত সেই বৈঠকের দিকে তাকিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডও। জানা গিয়েছে, সোমবারের বৈঠকের গতিপ্রকৃতি কোন দিকে যায়, তার উপর নির্ভর করে রয়েছে স্থগিত থাকা আইপিএলের ভবিষ্যৎ। রাতের দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, সোমবারের বৈঠকের পরই আইপিএল শুরুর ঘোষণা হয়ে যেতে পারে। সম্ভবত, ১৫ অথবা ১৬ মে থেকে ফের প্রতিযোগিতা শুরুর কথা ভাবছে বিসিসিআই। সেই মতো আজই সব ফ্র্যাঞ্চাইজি দলকে তৈরি থাকার কথাও জানিয়েছে বোর্ড। রাতের দিকে ফ্র্যাঞ্চাইজি শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বিসিসিআই আধিকারিকদের বৈঠকও হয়েছে। আরও জানা গিয়েছে, ধরমশালায় স্থগিত হওয়া পাঞ্জাব কিংস বনাম দিল্লি ক্যাপিটালসের ম্যাচ দিয়ে ফের আইপিএল শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে বোর্ডের।

শেষ পর্যন্ত ফের আইপিএল শুরু হলে তার সূচি কী হবে, এখনও স্পষ্ট নয়। ঠিক যেমন নিশ্চিত নয়, ২৫ মে কলকাতায় আইপিএল ফাইনাল হবে কিনা। রাতের দিকে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলছিলেন, 'বিসিসিআইয়ের থেকে আইপিএল ফের শুরুর ব্যাপারে এখনও কিছু জানানো হয়নি আমাদের। স্পর্শকাতর বিষয়ে না জেনে কোনও মন্তব্য করা ঠিক হবে না।' জানা গিয়েছে, পাকিস্তান সীমান্ত থেকে অনেকটা দূরে থাকা দক্ষিণ ভারতের চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদের মতো শহরে আইপিএলের শেষ পর্বের ম্যাচ সরিয়ে আনা হতে পারে। কিন্তু কলকাতায় নির্ধারিত থাকা আইপিএল ফাইনালের কি হবে? আপাতত অপেক্ষা ছাড়া উপায় নেই। সোমবারের বৈঠকে আইপিএলের ভাগ্য নির্ধারণ চূড়ান্ত হওয়ার পরই কলকাতায় ফাইনাল হওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত হবে।

INDIAN PREMIER LEAGUE

- সোমবার দুই দেশের সেনার ডিজিএমও পর্যায়ের বৈঠকের পরই আইপিএল শুরুর ঘোষণা হয়ে যেতে পারে।
- ১৫ অথবা ১৬ মে থেকে ফের প্রতিযোগিতা শুরুর কথা ভাবছে বিসিসিআই।
- সব ফ্র্যাঞ্চাইজিকে তৈরি থাকার কথাও জানিয়েছে ভারতীয় বোর্ড।
- ধরমশালায় স্থগিত হওয়া পাঞ্জাব কিংস বনাম দিল্লি ক্যাপিটালসের ম্যাচ দিয়ে আইপিএল ফেরানোর পরিকল্পনা রয়েছে।
- ২৫ মে কলকাতায় আইপিএল ফাইনাল হবে কিনা, এখনও নিশ্চিত নয়।

জেলা দাবায় ১০০ প্রতিযোগী

বালুরঘাট, ১০ মে : সারা বাংলা দাবা সংস্থা অনুমোদিত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দাবা সংস্থার দুইদিনের জেলা দাবা শনিবার শুরু হল। দুইদিনের এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কর্মকর্তা সহ জেলা প্রশাসন ও পুলিশের আধিকারিকরা। জেলার কুমারগঞ্জ, কুশমণ্ডি, বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুর সহ বিভিন্ন ব্লক থেকে প্রায় ১০০ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছেন প্রতিযোগিতায়। এদিন জেলা প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন বালুছায়া সভাকক্ষে তিন রাউন্ডের খেলা হয়েছে। রবিবার চারটি রাউন্ডের খেলা হবে। ওপেন বিভাগের সঙ্গে অনূর্ধ্ব-৯ থেকে অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যন্ত বিভাগ রয়েছে।

ফ্রেন্ডস থেকে দিশায় বিমান

রায়গঞ্জ, ১০ মে : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দেবকুমার দত্ত ট্রফি রায়গঞ্জ আন্তঃ ক্লাব ফুটবলের জন্য দলবদল, নবীকরণ ও পুনর্নবীকরণের শেষদিন ছিল শনিবার। এদিন বিমান আমিন সুভাষগঞ্জের ফ্রেন্ডস ফরেভার থেকে ফ্রেন্ডস অফ দিশায় সই করেছেন। পলাশ মার্ডি রামপুর সূর্য স্মৃতি সংঘেই থেকে গেলেন। বাহাদুর মার্ডি নতুন ফুটবলার হিসেবে সই করলেন সুরেন্দ্রনাথ কলেজে। ১২ দলের প্রতিযোগিতা জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে শুরু হবে বলে জানিয়েছেন সংস্থার সহ সচিব কমল রায়।

দেশবন্ধুর ফুটবল শুরু

গাজোল, ১০ মে : দেশবন্ধু ক্লাবের পুলিন হেমপ্রভা ট্রফি ১৬ দলীয় ফুটবল শনিবার শুরু হল। উদ্বোধনী দিনে গোপালপুর এওয়াইএস ক্লাব ও এসটি ইলেভেন ময়নার ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। ময়নার সুফল বাস্কে ও গোপালপুরের ঠাকুর কিস্কু গোল করেন। রবিবার খেলবে চাঁদপুর এবং রানিগঞ্জ।

অশোক ট্রফি শুরু

বালুরঘাট, ১০ মে : জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে অশোক চক্রবর্তী ট্রফি তিনদিনের জেলা ব্যাডমিন্টন শনিবার শুরু হল। এদিন অনূর্ধ্ব-১১, ১৩ ও ১৫ বিভাগে খেলা হয়েছে। রবিবার অনূর্ধ্ব-১৭ ও ১৯ বিভাগের খেলা চলবে। সোমবার সেমিফাইনাল ও ফাইনাল রয়েছে।

ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম

সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে
বিশেষজ্ঞ এবং ক্যারিয়ার মূল্যায়ন
উপদেষ্টাদের দ্বারা

১৮ই মে ২০২৫ • সকাল ১০.০০ থেকে

- ইঞ্জিনিয়ারিং
- বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন
- কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন
- ম্যানেজমেন্ট: হোটেল • হসপিটাল • অন্যান্য
- সাইকোলজি
- এবং অন্যান্য প্রফেশনাল কোর্স

বিশদ বিবরণের জন্য
9434527272
7477660427

TECHNO INDIA SILIGURI INSTITUTE OF TECHNOLOGY
A Satyam Roychowdhury Initiative

Academic excellence since 1999
পরিচালনায়
শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি

স্থান: গ্যাংটক, কালিম্পং, দার্জিলিং, কার্শিয়াং, মিরিক, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মালবাজার, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার, মালদা, কোচবিহার, দিনহাটা, হলদিবাড়ি, ইসলামপুর, রায়গঞ্জ, কালীগঞ্জ, গঙ্গারামপুর, বালুরঘাট, পূর্ণিয়া, কিষানগঞ্জ, বহরমপুর